(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ৪ আশ্বিন ১২৪২)

সৰ্ব্ব সাধারণ পুস্তকালয়।—সৰ্ব্ব লোকেরাই অনবরত নূতন পুস্তকালয়ে নানাবিধ পুস্তক দান করিতেছেন। আমরা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় অনেক মহাশয়কর্তৃক অনেক পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে। যে মহাশয়েরা ঐ পুস্তকালয়ে অর্থ দানদ্বারা অংশী হইতে ইচ্ছুক আছেন তাঁহারদের সংখ্যা ৫০ মধ্যে। এ অভিখেদের বিষয় যেহেতুক ঐ পুস্তকালয়ের অংশিত্বকরণেতে আপত্তি আছে এবং তাহা করণেরও মুখ্যাভিপ্রায় এই যে অনেক টাকা একেবারে আইসে এবং তদ্দ্বারা বৃহত্তর পুস্তক ক্রয় করিতে পারা যায় তাহা হইলে ঐ পুস্তকালয়ের বিষয়ে প্রতিমাসেই অনেক ব্যক্তি স্বাক্ষরকারী হইতে পারেন। শ্রীযুক্ত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্র মুক্ত হওনোপকার চিরস্মরণার্থ যে অট্টালিকা নির্ম্মাণকরণের কল্প হইয়াছে তাহাতে এইক্ষণে ৮০০০ টাকাপর্য্যন্ত সহী হইয়াছে কিন্তু ঐ ব্যাপার সম্পন্নকরণার্থ ঐ টাকার পাঁচ গুণ টাকা ব্যয় হইবে।

(১৬ মার্চ্চ ১৮৩৯ । ৪ চৈত্র ১২৪৫)

গত সাপ্তাহিকে যে পবিলিক লাইবরি অর্থাৎ সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন বিষয় আমরা প্রকাশ করিয়াছি সেই পুস্তকালয় ৫ [মার্চ্চ] তারিখে কালেজ গমন করিবার রাস্তার পার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে এবং বহুতর পুস্তক ঐ লাইবরিতে প্রস্তুত দৃষ্ট করিতেছি এবং উত্তম২ ইংরাজী গ্রন্থ গ্রাহকদিগের গ্রহণ নিমিত্ত বিদ্যার্থ সমূহের পাঠজন্য প্রায়শো ২০০০ হাজার সঞ্চিত হইয়াছে।

(৮ অক্টোবর ১৮৩৬ । ২৪ আশ্বিন ১২৪৩)

মেটকাফ ফ্রিপ্রেস পুস্তকালয়।—শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে লালদীঘির নিকটে ফ্রিপ্রেস পুস্তকালয়ে এক অট্টালিকা গ্রন্থনার্থ গবর্ণমেণ্ট এক খণ্ড ভূমি এই নিয়মে দান করিয়াছেন যে ঐ অট্টালিকা একতালার অধিক হইবে না।

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৬ । ২৬ পৌষ ১২৪২)

রাজা বিজয় গোবিন্দ সিংহ।—জ্ঞানান্বেষণ সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল সৰ্ব্বসাধারণের বিদ্যা শিক্ষার্থ কমিটিতে দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান কর্ত্তা শ্রীযুত রাজা বেণুয়ারিলাল নহেন কিন্তু পূরণিয়ার শ্রীযুক্ত মহারাজ বিজয়গোবিন্দ সিংহ। সংপ্রতি ঐ রাজা অনেক টাকার এক মোকদ্দমা বিলাতে শ্রীলশ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল করাতে জয়ী হইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা সৰ্ব্বসাধারণ লোকের বিদ্যা শিক্ষানিমিত্ত মধ্যে২ যত টাকা

প্রদান করিয়াছেন তাহার এক ফর্দ্দ জ্ঞানান্বেষণ সম্বাদপত্রহইতে গ্রহণপূর্ব্বক আমরা প্রকাশ করিলাম তাঁহারদের নাম এই২।

শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায়	৫০,০০০
শ্রীযুত নরসিংচন্দ্র রায়	২০,০০০
শ্রীযুত কালীশঙ্কর রায়	২০,০০০
শ্রীযুত বেণুয়ারিলাল রায়	৩০,০০০
শ্রীযুত শুরুপ্রসাদ রায়	১০,০০০
শ্রীযুত হরিনাথ রায়	২০,০০০
শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায়	২০,০০০

(৫ আগষ্ট ১৮৩৭। ২২ শ্রাবণ ১২৪৪)

নাবালগ জমিদারের বিদ্যাভ্যাস।—জমিদারের অপ্রাপ্ত ব্যবহার যে পুত্রেরা পিতার অবর্ত্তমানতায় গবর্ণমেণ্টের অধীন হন তাঁহারদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে বহুকালাবধি শ্রীলশ্রীযুত গবরনর জেনরল বহাদুরের মনোযোগ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদের ভূম্যধিকার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন বটে কিন্তু তাঁহারদিগকে বিদ্যাদানাভাবে কুটুম্বের অধীনে মূর্খ করিয়া রাখিতেছেন এবং যে ভূরি২ পারিষদ ব্যক্তির দ্বারা তাঁহারা বাল্যাবধি বেষ্টিত থাকেন তাঁহারা ঐ বালকেরদের অন্তঃকরণ কুপ্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন পরে যখন তাঁহারা আপনারদের জমিদারীতে স্বাধীন হন তখন লাম্পট্যাদি অপকার্য্যে আসক্ত হইয়া পুত্রতুল্য দরিদ্র প্রজারদিগকে দস্যু আমলারদের হস্তে পতিত করেন। শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীক সাহেব এই অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকারার্থ অত্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং যে বিদ্যার দ্বারা এতাদৃশ জমিদারেরা স্বীয় অধিকারের মঙ্গল করিতে পারিতেন এমত বিদ্যা তাঁহারদিগকে প্রদানেচ্ছু ছিলেন। এবং এক সময়ে এমত বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তাঁহারদিগকে কলিকাতায় আনাইয়া হিন্দুকালেজ হইতে শিক্ষা দেওয়া যায় কিন্তু পরে দেখিলেন যে তাঁহারদের আত্মীয় স্বজনেরা এমত কল্পে নিতান্ত অসম্মত যেহেতুক তাঁহারা কহিলেন যে সামান্যতঃ কলিকাতা শহর অস্বাস্থ্যজনক স্থান অধিকন্তু যাহারা কলিকাতার হিন্দু কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছে তাহারদের প্রায়ই হিন্দু ধর্ম্মে শৈথিল্য হইয়াছে অতএব শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক সাহেবের ঐ কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল এইক্ষণে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয় পুনরুত্থাপন করিয়াছেন এবং বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরাও শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলণ্ড সাহেবকে এমত নিয়ম স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট মফঃসল স্থানে২ যে সকল পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নাবালগ জমিদারেরদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাণ যায় এবং যদ্যপি এই বিষয়ে তাঁহারদের কুটুম্বেরা সম্মত না হন তবে ঐ বিদ্যাভ্যাসার্থ এক২ জন বিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করেন…।

সাহিত্য

নূতন পুস্তক

(১২ জুন ১৮৩০ । ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

নূতন গ্রন্থ।—নীচে লিখিতব্য গ্রন্থ আমরা পাইয়া উপকৃত হইলাম বিশেষতঃ ডার্জলিঙ্গ স্থানে এক চিকিৎসালয় স্থাপনের বিষয় দ্বিতীয় ইস্কুল বুক সোসৈটির সংপ্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট এবং তৃতীয় সতীর বিষয়ে যে সকল মীমাংসা হইয়াছে তাহার চুম্বক ইঙ্গরেজী ভাষাতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র এক পুস্তক। প্রথমোক্ত দুই পুস্তকের বিবেচনা আমরা আগামি সপ্তাহে করিব এবং শেষোক্ত পুস্তকের বিষয়ে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করিলাম কিন্তু কোম্পানির আইনের দ্বারা সতীহওন যেঅবধি রহিত হইয়াছে তদবধি আমারদের অঙ্গীকার আছে যে তাহার বিষয় কোন কথা আমরা উল্লেখ করিব না এবং সেই অঙ্গীকার আমরা উল্লঙ্ঘন করিতেও পারিব না।

(১৯ জুন ১৮৩০ । ৬ আষাঢ় ১২৩৭)

সংপ্রতি শ্রীমদ্ভাগবতনামক মহাপুরাণ চন্দ্রিকাসম্পাদকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহা টীকাসমেত তুলাত কাগজে মুদ্রিত হইয়া তিন বৎসরেতে প্রস্তুত হয় তাহার মূল শ্লোকের সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র এবং টীকার শ্লোকের সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি সহস্র তাহার মূল্য স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে ৩২ টাকা তদ্ভিন্নেরদের স্থানে ৪০ টাকা করিয়া লওনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তুলাত কাগজেতে পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথম সৃষ্টি এই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে এই সংস্করণ শ্রীমদ্ভাগবত আছে। ইহা তুলট কাগজে পুঁথির আকারে মুদ্রিত এবং দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য শেষ হয় ৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক (১২ মে ১৮৩০), কারণ দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় আছে,—"শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্তং শ্রীমদ্ভাগবতং শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েন প্রযত্নতো বহুবুধশোধিতং পঞ্চশরধরাধরধরাশাকীয় বৈশাখস্তৈকত্রিংশদ্বাসরে কলিকাতানগরে সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রেণাঙ্কিতং।" ঠিক ইহার পরেই শ্লোকাকারে ভবানীচরণের বংশ-লতা আছে।

(২৩ অক্টোবর ১৮৩৩ । ৮ কার্ত্তিক ১২৪০)

...সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় ধনি লোকেরদের সাহায্যেরও শৈথিল্য নাই। তাহার এক স্পষ্ট প্রমাণ এই যে আমারদের সহযোগি চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সংপ্রতি সটীক মনুসংহিতা মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে তাহার ন্যূনাধিক দুই শত পুস্তক ১০ টাকা করিয়া দুই মহাশয় ধনিকর্তৃক একেবারে গৃহীত হইয়াছে।...

ইহাও তুলট কাগজে পুঁথির আকারে মুদ্রিত। ইহার প্রকাশকাল—১৮৩৩ সনের ২রা মার্চ (২০ ফাল্গুন, ১৭৫৪ শক) ; শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ভ্রমক্রমে "১৮৩২" বলিয়াছেন ('পঞ্চপুষ্প', ফাল্গুন ১৩৩৮, পৃ. ১৪৩৩)।

(১৭ জুলাই ১৮৩০ । ৩ শ্রাবণ ১২৩৭)

শ্রীযুত মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর যে পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

(২৪ জুলাই ১৮৩০ । ১০ শ্রাবণ ১২৩৭)

নীতিকথা [ময়্যাল ম্যাকসিম]।—শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নীতিকথা সংগ্রহ করিয়া সংপ্রতি যথাক্রমে বর্ণশ্রেণীপূর্ব্বক ইঙ্গরেজী ভাষায় মুদ্রিতকরণপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন… ।

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কার্ত্তিক ১২৩৭)

আমরা যোদমানে সর্ব্বজন সন্নিধানে প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতাস্থ শ্রীল শ্রীযুত রাইট্ রেবেরেণ্ড লার্ডবিসোপসাহেবের মানসে আমোদদ রসনস্ নামৈকৈক ইঙ্গরাজী গ্রন্থ [Johnson's Rasselas] গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ করণে শোভাবাজারস্থ শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি সংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অপর চাণক্য মুণিকৃত প্রচলিত অষ্টোত্তর শত শ্লোক এবঙ্ পঞ্চ ও নবরত্ন কবিতাদি তাহাও উক্ত মহারাজ স্বকীয় ইচ্ছায় ইংগ্লণ্ডীয় ভাষায় রূপান্তর করিয়াছেন এবং ত্বরায় সমূল প্রকাশক হইবেন। উক্ত রূপান্তর প্রকাশানন্তর পাঠকবর্গের নিশ্চয় সন্তোষকর হইবেক যেহেতুক অব্যবহিত পুরা মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থদ্বয়ে সর্ব্বসাধারণ প্রমাণ কারণ হইয়াছে অতএব অস্মদাদির অনুমেয় যে বর্ত্তমান গ্রন্থদ্বয় উত্তমাতিশয়রূপে বিখ্যাত হইবেক।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

শ্রীযুত মহারাজ কালিকৃষ্ণ বাহাদুর…সংপ্রতি নীতিসংকলননামক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ চাণক্য পণ্ডিতের সংগ্রহ ১০৮ শ্লোক পঞ্চরত্নের ৫ শ্লোক নবরত্নের ৯ শ্লোক বানর্য্যষ্টক বানরাষ্টক মোহমুদ্গরের ১৩ শ্লোক শান্তিশতকের ১০৭ শ্লোক সর্ব্বসুদ্ধা ২৫৮ শ্লোক সংগ্রহপূর্ব্বক তন্মিয়ে ঐ সকল শ্লোকের মর্ম্মার্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন ইহাতে যদ্যপিও কোন২ ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয় এবং তাঁহার পিতৃস্বস্পুত্র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ অনুবাদ বিষয়ে যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন তাহা উক্ত গ্রন্থে ব্যক্ত আছে তথাপি তাঁহার বিদ্যা ভদ্রসমাজে অবশ্যই গৌরবীয়া বটে।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি হিন্দুরদিগের দর্শনশাস্ত্রের মতঘটিত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীনামক এক পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে ইঙ্গরেজী অনুবাদের

সঙ্গে২ আসল সংস্কৃত শ্লোক অর্পিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ অনুমান বৎসর বাইট সত্তর হইল গুপ্তিপল্লিনিবাসি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যকর্তৃক রচিত হয় এবং তাহা পণ্ডিতেরদের কর্তৃক অতিমান্য তাহার ঐ অনুবাদ অতিউত্তম নৈপুণ্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব২ অনুবাদাপেক্ষা তাহা অত্যুৎকৃষ্ট।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর…এইক্ষণে লোকেরদের অতি শুশ্রূষণীয় যে বেতাল পচিশে ও মহানাটকের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অপর নায়ক নায়িকার রস বিস্তারঘটিত যে অতিপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর পুস্তক শোভাবাজারের শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় বিজ্ঞব্যক্তিরদের মধ্যে এই গ্রন্থ অতিশুশ্রূষণীয়। এবং যাঁহারা ঐ নায়ক নায়িকাবিষয়ক রসানভিজ্ঞ তাঁহারদের অতিসুশ্রাব্য।

(৭ জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর হিন্দুরদের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ বেতাল পচিশনামক গ্রন্থ ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তর করিয়া আমারদিগকে প্রদান করিয়াছেন।

(৬ জুন ১৮৩৫। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

[পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত] লক্ষ্ণৌ।—সংপ্রতি শ্রীশ্রীযুত বাদশাহ কলিকাতার শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরকর্তৃক প্রেরিত স্বকৃত কতিপয় ইঙ্গরেজী গ্রন্থপ্রাপ্তে সন্তুষ্ট হইয়া ৭ পার্চার বহুমূল্য শাল ও কিংখাবের খেলায়ৎ প্রদান করেন। অপর মহারাজের পিতৃব্যস্রীয় শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষজ উক্ত প্রকরণোপলক্ষে খেলায়ৎ পাইয়া তদ্রূপ মর্য্যাদান্বিত হইয়াছেন। ঐ রাজধানী স্থাপিত খগোলদর্শন উচ্চস্থান নির্ম্মাণবিষয়ে ফলোদয়বিধায়ে এইক্ষণে বিশেষ এক গ্রহাদি অবলোকন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া ঐ মহতীবিদ্যা অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র বঙ্গদেশে বিস্তারপ্রযুক্ত নানা বিদ্যালয়ে বিতরণকারণ তথাকার আসিষ্টাণ্ট রেসিডেন্ট কাপ্তান পাটন সাহেব প্রতি বাদশাহের আদেশ হইয়াছে।

(১৪ জুলাই ১৮৩২। ৩২ আষাঢ় ১২৩৯)

সম্বাদ তিমিরনাশকহইতে নীত। নূতন পুস্তক।—অস্মদাদির গোচর হইল যে শোভাবাজারস্থ শ্রীশ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কৃত প্রশ্নোত্তর সংগৃহীত ইঙ্গরেজী প্লোইট লিটেরিটিউর (অর্থাৎ উত্তমা বিদ্যাচয়) নামৈক পুস্তক বঙ্গভাষায় যাহা সংপ্রতি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা রাজার দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত মেষ্টর হেনরী মেনসেল সাহেবের প্রার্থনাকরণ

তৎপাণ্ডুলেখ্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা ঐ সাহেব অবিলম্বে কোন ইঙ্গরেজী মুদ্রাযন্ত্রালয়ে উভয়বাণীসম্পৃক্তসহিত যন্ত্রিতপূর্ব্বক প্রত্যেক গ্রন্থ ২ তঙ্কামূল্যে বিক্রয়জন্য স্থির করিয়াছেন অতএব উক্ত গ্রন্থ পাঠশালার ছাত্রদিগের অধ্যয়নকারণ পরমযোগ্য এবং তল্লাভগ্রাহক অনেক সম্ভাবনা।

অপরঞ্চাবগত হইলাম যে পূর্ব্বোক্ত সাহেবদ্বারা শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরানুবাদিত রাসেলাস্নামা কাব্যগ্রন্থ শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইয়া ৪ তঙ্কায় প্রাপ্তব্য হইবে এমত নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন।

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ৩ আশ্বিন ১২৪০)

কলিকাতার শোভাবাজারনিবাসি শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের স্থানে আমরা এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি ঐ গ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে দান করিতে মানস করিয়াছেন গ্রন্থের নাম এই। "সংক্ষিপ্ত সদ্বিদ্যাবলী অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসঙ্গ" গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায় অতিপ্রশংস্য ঐ গ্রন্থ কেবল একবার চক্ষু বুলানেতেই আমারদের বোধ হইয়াছে যে তাহার অনুবাদ উত্তম হইয়াছে কিন্তু যদি ঐ ভাষান্তর আরো কিঞ্চিৎ সহজ ভাষাতে ভাষিত হইত তবে বিদ্যার্থি বালকেরদের পক্ষে আরো অধিক উপকার জন্মিত।

(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫। ৩১ শ্রাবণ ১২৪২)

নূতন গ্রন্থ।– আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরকৃত শেষ মুদ্রিত পুস্তক ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ভাষাভাষিত মজমুয়ল্ লতায়েফ অর্থাৎ ইতিহাস সঙ্কলননামক স্বানুবাদিত গ্রন্থ···মুদ্রিত হইয়াছে।

(৮ অক্টোবর ১৮৩৬। ২৪ আশ্বিন ১২৪৩)

গে সাহেবের ইতিহাস গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরকর্ত্তৃক পয়ার ছন্দে অনুবাদিত হইয়া ঐ রাজযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এবং ঐ পুস্তকের একখান আমারদিগকে প্রদান করিয়াছেন···।

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩০। ২০ ভাদ্র ১২৩৭)

অবোধ বৈদ্যবোধোদয়।—কাঁচরাপাড়ানিবাসি বৈদ্য শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ রায়ের আদেশে শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্নবিরচিত যে বৈদ্যোৎপত্তি গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তাহা অনেকেই অবগত হইয়াছেন সংপ্রতি কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ মুন্সী ঐ প্রকাশিত গ্রন্থের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক অবোধ বৈদ্যবোধোদয় নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এই যে রায় কৃত গ্রন্থের অপ্রামাণ্যহেতুক দোষকথন এবং মহারাজ রাজবল্লভ

সংগৃহীত ব্যবস্থাসম্মত ও মনু যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতি প্রমাণান্বিত পণ্ডিতগণস্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্রানুসারে যথার্থ অম্বষ্ঠোৎপত্তিকথন এবং ব্রাহ্মণগণের যথার্থ স্তুতি কীর্ত্তনাদি প্রকাশ করিয়াছেন অপর এতদ্‌গ্রন্থে বহুতর বৈদ্যকর্তৃক স্বাক্ষর হইয়াছে এক্ষণে ঐ পুস্তক চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলে শীঘ্র প্রকাশ পাইবেক।—সং চং।

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২৪ মাঘ ১২৩৭)

মহাভারত।—আমরা সকলকে সম্বাদ দিতেছি যে কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার নিজ মুদ্রাযন্ত্রে কাশীরাজকর্তৃক সংগৃহীত হিন্দী ভাষায় নানাবিধ ছন্দপ্রবন্ধে মহাভারত দর্পণ মুদ্রিত করিয়াছেন শ্রীরামপুরের কাগজ ও বিলায়তি মসীতে উত্তম দেবনাগর অক্ষরেতে ক্বাটর পেজের ২৩৫০ তেইশ শত পঞ্চাশ ৮ অষ্ট বালম ইহার মূল্য ১০০ এক শত টাকা স্থির করা গিয়াছে শ্রীযুত জেনরল কমিটির অধ্যক্ষ সাহেবেরা এবং অন্য২ পাঠশালার সাহেবেরা গ্রহণ করিয়াছেন অপরঞ্চ ঐ পণ্ডিত পূর্ব্ব সংস্কৃত ও ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা এই তিন ভাষায় সংগৃহীত যে হিতোপদেশ ছাপা করিয়াছেন পূর্ব্বে২ ১২ বার টাকায় বিক্রীত হইয়াছে এইক্ষণে দশ টাকা তন্মূল্য স্থির করিয়াছেন যাহার প্রয়োজন হয় তিনি পটলডাঙ্গার সংস্কৃত পাঠশালাতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন ইতি।

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

মনুসংহিতার গৌড়ীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষার বিবরণ।—মনুসংহিতানামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ভগবান কুল্লূকভট্টসম্মত যে অর্থ তাহাকে গৌড়ীয় ভাষায় মূলসংহিতার সহিত ও শ্রীযুক্ত সর উইলিয়ম জোন্স সাহেবের কৃত ঐ গ্রন্থের ইঙ্গরেজী ভাষাবিবরণের সহিত কলিকাতার মীরজাপুরে চর্চ মিষননামক মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করা যাইতেছে। ডিওডেসিমো পরিমাণের ৪৮ পৃষ্ঠসংখ্যক এক২ ভাগ এক টাকা মূল্যে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবেক ইহার প্রথম ভাগ জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বাক্ষরকারিদিগের নিকট প্রেরিত হইবেক। ২২ বৈশাখ সন ১২৩৮ সাল।

(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩০ আশ্বিন ১২৩৮)

কামরূপযাত্রাপদ্ধতিনামক গ্রন্থের অনুষ্ঠান।—ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু। নমস্কারা নিবেদনঞ্চাদৌ বিশেষঃ চন্দ্রিকাপত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ৺ গয়াযাত্রার বিধান এক ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়াছে উক্ত ধাম মধ্যদেশে অতিপ্রসিদ্ধ এবং অনেকানেক দিগ্‌দেশীয় যাত্রিকেরা গমনাগমন করাতে বিশেষতঃ থাপরা দর্শনি একোদ্দিষ্ট ত্রিবিধ ভেদেতে রাজকর নিরূপণ থাকাতে অনেকেই জ্ঞাত আছেন কিন্তু কামরূপ যাত্রার বিষয় কেহ জ্ঞাত নহেন পূর্ব্বেতে কামরূপদেশ কোন্ দিগে কিরূপ ইহাও অনেকের পরিগ্রহ ছিল না কিন্তু অস্মৎকৃত বুরুঞ্জি পুস্তকদ্বারা তাহা নিবৃত্তি হইয়াছে।

অপর ঐ পুস্তকের তৃতীয় ভাগে শ্রীশ্রীঈশ্বরী কামাখ্যাবিষয়ক কিঞ্চিৎ চুম্বকমাত্র লিখিয়া তাহাতে এমত উল্লেখ করা গিয়াছে যে ইহার ধ্যান পূজা মন্ত্রাদি যোগিনীতন্ত্র ও কালিকা পুরাণাদিতে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে তদ্দ্বারা যাত্রাকারির কোন উপকার নাই কেবল জ্ঞাত হওয়া যায় এতাবন্মাত্র কামরূপপীঠের যাত্রাবিষয় সুগম গ্রন্থ অদ্যপর্য্যন্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই।

যোগিনীতন্ত্রের কামরূপাধিকারে ও কালিকাপুরাণে ও মৃত্যুঞ্জয়সংহিতাপ্রভৃতি মূল গ্রন্থেতে যদ্যপিও কামরূপযাত্রা লিখিত আছে কিন্তু সে এমত বাহুল্য যে তদ্দ্বারা যাত্রিকের কর্ম্ম করা সুদূরপরাহত পাঠ করিয়া সমাপন করা কঠিন যেহেতুক ঐ সকল গ্রন্থে প্রত্যেক দেবতায়তনের নাম পরিমাণ ও তদুপলক্ষে নানোতিহাস লেখাতে এমত হইয়াছে যে পাঠ করিতে২ এলিয়া যায় আরো দেখুন কাশীখণ্ড দেখিয়া কি কেহ কাশীযাত্রা করিতে পারে বিশেষতঃ ঐ সকল পুস্তক ভাগ্যবান্ লোকের ঘরেতেই থাকে সচরাচর পাওয়া যায় এমত নহে পরন্তু দেবালয়ের ব্রাহ্মণেরদের সাহস পাণ্ডিত্য তাহা কালীঘাট জগন্নাথের পাণ্ডাদ্বারা সর্ব্বত্র বিদিত আছে অতএব তাঁহারদের দ্বারা যে যাত্রানুক্রম যাত্রা হয় তাহা কে বুঝিতে না পারেন অতএব নানা দূরদেশহইতে আগত নানা ধার্ম্মিক যাত্রিক মহাশয়েরা হঠাৎ অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত সম্পূর্ণ যাত্রাকরণে অক্ষম হইয়া মনোদুঃখী হন।

একারণ ধার্ম্মিক যাত্রিক ও অন্যান্য মহানুভব মহাশয়দিগের উপকারার্থে (কামরূপযাত্রাপদ্ধতিনামক) এক ক্ষুদ্র করিতে মানস করি তাহা যদ্রূপ করিতে মনস্থ করিয়াছি তাহার আভাষ লিখিতেছি…।

১। ঐ পুস্তক যোগিনীতন্ত্র ও কালিকাপুরাণপ্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করা যাইবে তাহা কোমল সংস্কৃত শব্দেতে শ্রাদ্ধাদির পদ্ধতির ন্যায় লেখা যাইবে।

২। উক্ত গ্রন্থেতে তাবৎ পীঠের নাম ও পরিমাণ লিখিত আছে কিন্তু কালবশতো নানা রাজার অধিকার পরিবর্ত্তহওয়াতে কোন২ স্থান এমত লুপ্ত হইয়াছে যে তাহা নির্ণয় করা অতিদুঃসাধ্য। মধ্য কালে এতদ্দেশে ম্লেচ্ছাধিকারহওয়াতে এককালে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল পরে মহারাজা নরনারায়ণ অনেক প্রচার করেন তৎপর ইন্দ্রবংশীয় রাজাধিকার হওয়াতে শিবসিংহ স্বর্গদেব অনেকানেক সুপণ্ডিতদ্বারা বিচার করিয়া অনেক দেবালয় উদ্দীপ্ত করিয়া সেবাপূজার নিরূপণ করিলেন এতাদৃশ মহামহিম মহাশয়েরা যে বিষয় নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন তাহা এক্ষণে স্থির করা কঠিন তাহার প্রমাণ। যোগিনীতন্ত্রে লেখে। তারাদেব্যাঃ শতধনৌ মঙ্গলা নাম চণ্ডিকা। ঐ মঙ্গল চণ্ডিকা পীঠের পূর্ব্বনিশ্চয় না হওয়াতে কমলেশ্বর সিংহ স্বর্গদেবের অধিকারে অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে অনেক পরিশ্রমদ্বারা নিশ্চয় না হওয়াতে তৎস্থানে কেবল প্রতিমা স্থাপন করিয়া দেবালয় করিলেন কিন্তু অর্ব্বাচীন শূদ্রকর্তৃক স্থাপিত প্রতিমা বলিয়া অনেকেই মান্য

করে না। অতএব যে সকল দেবালয় প্রধান ও প্রসিদ্ধ এবং মনুষ্যের গম্যস্থানে আছেন তাহারি অনুক্রম লেখা যাইবে।

৩। পুস্তকের প্রথমেই যাত্রার নিয়ম ও নান্দীমুখাভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধাদির কিছু চুম্বক লিখিয়া প্রত্যেক২ পীঠের পৃথক্২ যাত্রাবিধি ও যে২ স্থানে শ্রাদ্ধাদি কর্ত্তব্য তাহা লেখা যাইবে।

৪। প্রত্যেক দেবতার ধ্যান পূজা সংক্ষেপ লেখা আবশ্যক কিন্তু তাহাতে আপত্তি হইতে পারে। পরন্তু পীঠস্থ দেবতার ধ্যানপূজা মন্ত্রাদি যাত্রাজ্ঞাপনরূপে প্রচার করা যায় অতএব তদ্বিষয়ে আন্দোলিত চিত্ত থাকিলাম সকলের মত হয় লেখা যাইবে নতুবা দর্শন স্পর্শন বন্দন প্রশংসা মাত্র লিখিয়া সমাপন করা যাইবে।

৫। যদ্যপিও ধ্যানমন্ত্র লেখায় সকলের মত স্থির হয় তথা'চ মহাবিদ্যারি পূজাবিষয়ে তন্ত্রসার ও অন্য২ তন্ত্রবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থে বরাত দেওয়া যাইবে।

৬। প্রথমতঃ কএক প্রকরণ স্থির করা গেল ইহাতে ধার্ম্মিক মহাশয়েরদের মতান্তর-করণাভিপ্রায় যদি জানা যায় এবং আত্ম বিবেচনাদ্বারাতেও কোন প্রকরণ পরিত্যাগ কিম্বা নূতন বসান আবশ্যক বুঝা যায় তাহা করা যাইতে পারিবে এক্ষণে কেবল স্থূলাভিপ্রায় লেখা গেল নিবেদনমিতি ১০ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৫৩। শ্রীহলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন। মুলুক আসাম।

(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)

নূতন গ্রন্থ। পাকরাজেশ্বর।...এই দেহধারণের মূলাধার আহার অতএব সর্ব্বোপ-ভোগযোগ্য মানবের নিমিত্ত অন্নপূর্ণা রূপ ধারণপূর্ব্বক অম্ল তিক্ত মধুর লবণ কটু কষায় ষড়্রসযুক্ত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্যসকল সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ত্রিবিধ প্রকার বিভাগ করিয়া অন্নদাসূপ নামক শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। ঐ শাস্ত্র সর্ব্বসাধারণ বোধের কঠিনতাপ্রযুক্ত তৎ কর্ম্ম সুনিষ্পন্নাভাবে প্রচণ্ড প্রতাপবান সকল গুণ নিধান শ্রীমান্ মহারাজ নল মহাশয় এবং পাণ্ডবীয় ভীমসেন ও দ্রৌপদীপ্রভৃতি স্বস্বনামে সূপশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং উত্তরোত্তর সুগমোপায় নিমিত্ত অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরা নানাবিধ কুতূহলনামে সূপশাস্ত্র প্রকাশে সুলভাধিক্য করিয়াছেন। তৎপরে যবনাধিকারে ঐ সকল সূপশাস্ত্রহইতে প্রয়োজনমতে কিঞ্চিৎ২ সংগৃহীত হইয়া পারসীয় ভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। এইক্ষণে হিন্দুরাজ্য বহুকালাবধি ভ্রষ্ট হওয়াতে ঐ সকল সংস্কৃত সূপশাস্ত্র এতদ্দেশে প্রায় লোপ পাইয়াছে। অতএব মহানুভব শ্রীযুত বিক্রমাদিত্য মহারাজাধিকারে সংস্কৃত সূপশাস্ত্র সংক্ষেপ সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীযুত ক্ষেম শর্ম্মকৃত ক্ষেমকুতূহলনামক গ্রন্থ হইতে ও শ্রীযুত শাহজহান বাদশাহের নিত্য ভোজনের নেয়ামৎখাননামক পারসীয় পাকবিধি ও নওয়াব মহাবতজঙ্গের নিত্য ভোজনের পাক বিধিহইতে সাধারণের দুষ্কর পাক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুলভ পাক যাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয় তাহা গ্রহণ করিয়া এবং বর্ত্তমান অনেকানেক

সূপকুশল ব্যক্তিদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়া বিযদ্বি ব্যক্তি সকলের সুগমবোধার্থ পরিমাণ সহ পাক বিধি এবং ভক্ষণজন্য অজীর্ণ হইলে দ্রব্যান্তর ভক্ষণে আশুপ্রতিকারক জীর্ণ মঞ্জরী গ্রন্থ এবং তদর্থ সংস্কৃত মূল সহ গদ্য পদ্য রচনাতে পাক রাজেশ্বর নাম প্রদানপূর্ব্বক গৌড়ীয় সাধুভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত করিলাম ইতি।—সং চং।

এই পুস্তকের একখণ্ড আমি রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি। তাহার আখ্যাপত্রের উপর লেখা আছে,—

পাক রাজেশ্বরঃ

শ্রীবিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত
হইয়া কলিকাতার যোড়াবাগানের সুধাসিন্ধু যন্ত্রে
মুদ্রাঙ্কিত হইল।
শকাব্দাঃ ১৭৫৩। বাং ১২৩৮।

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

তাড়িত [The Persecuted] নামক এক নাটক।—ঐ গ্রন্থকর্ত্তা বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর স্থানে আমরা তাড়িতনামক এক নাটক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম ঐ গ্রন্থ তিনি অতিনৈপুণ্যরূপে রচনা করিয়াছেন। ইঙ্গরেজী ভাষা ঐ বাবুর দেশীয় ভাষা নহে অতএব ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহার ঐ ভাষাতে লিখন অত্যুত্তম জ্ঞান হয় কিন্তু কলিকাতাস্থ লোকেরা এইক্ষণে যেপ্রকার দলাদলে বিভক্ত আছেন তদ্দৃষ্টে ঐ পুস্তকের মর্ম্ম প্রকাশ করা আমারদের সুকঠিন। তাহাতে লেখেন যে ব্রাহ্মণেরা আপন শিষ্যেরদিগকে ফাকি দিয়াও ঐ শিষ্যেরদের ভ্রান্ততাপ্রযুক্ত ধনোপার্জনে প্রাণধারণ করেন। অপর লেখেন যে হিন্দুরদের ভাগ্যবান-লোকেরা ধর্ম্মবিষয়ক বিধি পরিত্যাগ করিয়া লাম্পট্যাদিতে আসক্ত আছেন যদ্যপি তাঁহার এতদ্রূপ দোষ অর্পণকরা কঠিন বোধ হয় তথাপি তাহা যে অযথার্থ নহে ইহা কহিতে আমারদের সঙ্কোচ নাই। রাজধানী নিবাসি লোকেরদের আচার ব্যবহারসকল শিথিল হইয়া গিয়াছে। এবং যাঁহারা নাস্তিক বলিয়া সংপ্রতি হিন্দুধর্ম্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদিগকে তিরস্কার করেন তাঁহারা যদি আপনারদের পরমমান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা বিচারিত হন তবে তাঁহারাই পরমদোষী হইতে পারেন।

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ২৩ মাঘ ১২৩৮)

মনু।—কলিকাতার ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্রসম্পাদক মহাশয়েরা গত সপ্তাহে বিশ্বনাথ তর্কভূষণ ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তিকর্তৃক মনুসংহিতা যে নূতন প্রকাশিত হয় তাহার প্রথমাধ্যায়-বিষয়ক প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার কোন অংশ আমারদের নিকটে প্রেরিত না হওয়া-প্রযুক্ত আমরা কেবল ঐ সম্পাদকেরদের উক্তিমাত্র প্রকাশ করিতে ক্ষম হইলাম বিশেষতঃ ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত বাঙ্গলা ইংরেজীতে মুদ্রিত হইবে ইঙ্গরেজীর ভাষান্তর যাহা সর উলিয়ম

জোন্স সাহেবকর্ত্তৃক হইয়াছে তাহাই পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত করিবেন কিন্তু উক্ত সম্পাদকদ্বয় মহাশয়েরা তাহাতে অনেক টীকা দিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত অনুবাদের অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তৎকর্ম্মের অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন এবং কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের কৌন্সেলি সাহেবেরা তাহাতে স্বাক্ষরকরাতে তাহার অনেক পুষ্টতা হইয়াছে।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লীক সংপ্রতি সংস্কৃত অমরকোষ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে প্রত্যেক সংস্কৃতের অর্থ বাঙ্গালাতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠপরিমিত হইবে। এই মূলগ্রন্থে যাঁহারদের আবশ্যক তাঁহারদের ইহাতে মহোপকার হইবে। ঐ গ্রন্থ উক্ত বাবুর অনুমতিতে শ্রীযুত রামোদয় বিদ্যালঙ্কারকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে।

অপর শ্রুত হওয়া গেল যে ঐ বাবু অতিসুকঠিন কএক বৈদ্যকগ্রন্থ বাঙ্গালাতে ভাষান্তরিত করিতেছেন তাহা প্রস্তুত হইলেই মুদ্রাঙ্কিত করিবেন।

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৮ ফাল্গুন ১২৩৮)

নূতন পুস্তক। ভারতবর্ষীয় ইতিহাস।—ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষে প্রথম আগমনাবধি লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের আমলের শেষ বৎসর অর্থাৎ ১৮২২ সালপর্য্যন্ত ও ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্ত্তৃক যাবদ্ব্যাপার হয় তদুপাখ্যান গৌড়ীয় ভাষায় শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক-কর্ত্তৃক অনুবাদ হইয়া দুই বালমে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। প্রত্যেক বালম ৪০০ চারি শত পৃষ্ঠপরিমিত। প্রত্যেক বালমের মূল্য ৪ টাকা করিয়া স্থির হইয়াছে।

(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

নূতন হিন্দুস্থানী গ্রামার অর্থাৎ ব্যাকরণ।—শ্রীযুত বকিংহেম সাহেবের পরে শ্রীযুত আর্নটনামক যে সাহেব কলিকাতার জর্নল সম্বাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন তাঁহাকর্ত্তৃক ইঙ্গলণ্ড দেশে এক নূতন হিন্দুস্থানী গ্রামার প্রকাশ হইয়াছে। ইহার কতকগুলিন পুস্তক শ্রীযুত থাকর কোম্পানির ঘরে বিক্রয় হইতেছে।

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ২৫ ভাদ্র ১২৩৯)

বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকা।—বিপ্রভক্তি চন্দ্রিকানামক এক নূতন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তদ্বিশেষ শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ধর্ম্মসভায় যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তদুত্তর যে ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হন তাহা ভাষার্থসহিত মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া স্বজন সজ্জনগণকে প্রদান করিতেছেন। ঐ গ্রন্থের তাৎপর্য্য শূদ্র বৈষ্ণবসকল বিপ্র ভক্তি বিপ্র সেবাই

করিবেন নচেৎ ব্রাহ্মণ যে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন অথবা তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিবেন এমত শাস্ত্র নাই এবং যুক্তিসিদ্ধও নহে এই বিষয়ে নানা শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।

(৮ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

বিজ্ঞাপন।—সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার বড়বাজারে পঞ্চাননতলাতে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ধরের নূতন বাটীর পশ্চিমে শ্রীযুত লালা বাবু ক্ষত্রিয়ের ভাড়ার ১৫ নম্বরের বাটীতে শ্রীযুত যোগধ্যান মিশ্র সার সুধাবিধি নামে এক প্রেশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উত্তম নাগরি ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে পুস্তক মুদ্রিত হইবে সংপ্রতি জ্যোতিঃশাস্ত্রের অন্তঃপাতি বীজগণিত নাগর অক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে এবং ঐ আগীশে ভাল বাঙ্গলা ও নাগরি ও পারশী ও আরবী অক্ষর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে···। ইতি ১৮২৯ সাল ২৭ নবেম্বর। শ্রীযোগধ্যান মিশ্র।

(৫ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৩ পৌষ ১২৩৯)

ব্রাহ্মণ্য চন্দ্রিকা।—বিলাত হইতে এসাইটীক জর্ণেলনামক ইঙ্গরেজী ভাষায় ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী এক ব্যক্তি যে দোষ দিয়াছিলেন তাহার সদুত্তর চন্দ্রিকা দ্বারা প্রকাশ হইয়াছিল সেই প্রশ্নোত্তর সঙ্কলনপূর্ব্বক সপ্রমাণ বচন সকল সংস্কৃত ভাষা সহিত ব্রাহ্মণ্য চন্দ্রিকানামক এক গ্রন্থ হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ মুদ্রিতকরণের নিমিত্ত ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয় যত্ন করেন অর্থাৎ তাহা মুদ্রিতকরণের ব্যয় আপনি স্বীকার-পূর্ব্বক তাবৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে প্রদান করণাভিপ্রায়ে আমারদিগকে লিখিয়াছিলেন আমরা তাঁহার অনুজ্ঞামত পাঁচ শত পুস্তক প্রস্তুত করিয়া তৎসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছি তিনি ব্যক্তি বিশেষে প্রার্থনা মত দান করিতেছেন বিনা মূল্যে ঐ গ্রন্থ প্রাপ্তিমাত্র বাবুকে ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়েরা আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।—চন্দ্রিকা।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ২২ মাঘ ১২৩৯)

বৈষ্ণব ভক্তিকৌমুদীনামক এক গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি···।

(১৩ মার্চ ১৮৩৩। ১ চৈত্র ১২৩৯)

মারিচ গ্রামার।—সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে পাঠশালার ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষার্থ সংক্ষেপে মারিচ গ্রামার গৌড়ীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া মুদ্রাঙ্কিত পূর্ব্বক প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য ১॥ টাকা।

(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

কলিকাতাস্থ এক সম্প্রদায় এতদ্দেশীয় যুব মহাশয়েরা রাবিন্সনস গ্রামার অফ হিস্ত্রি ইতিসংজ্ঞক গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় ভাষিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার এক পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বোধ হয় ঐ সম্প্রদায়ের সেক্রেটরী শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুর। ঐ অনুবাদ অত্যুত্তমরূপই হইয়াছে অতএব তন্নির্ব্বাহক মহাশয়েরা অতিপ্রশংসনীয় বটেন। এমত সাহসিক ব্যাপার নির্ব্বাহদৃষ্টে বোধ হয় যে এইক্ষণে কলিকাতা নগরে ইঙ্গরেজী ভাষা অতিপ্রচরদ্রূপই হইতেছে অতএব সম্বাদপত্রে তদ্বিষয়ক যত প্রশংসা করিতে সাধ্য ততই করা উচিত।

(২২ জুন ১৮৩৩। ১০ আষাঢ় ১২৪০)

বিজ্ঞাপন।— সংসারপরিহারার্থ হিন্দু লোকদিগের কর্ত্তব্যতাবিধায়ক শ্রীভবানীচরণ তর্কভূষণ কর্তৃক নানাবিধ শাস্ত্রোক্তৃতসারেতে সংগৃহীত যে নানাবিধ শ্লোক ও ভাষাবাক্যে তদীয়ার্থ এতদুভয়সম্বলিত জ্ঞানরসতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ ৭৬ পেজ বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া ১০০ এক শত প্রস্তুত আছে···প্রত্যেকের মূল্য ১ তঙ্কা।

(১৫ মার্চ্চ ১৮৩৪। ৩ চৈত্র ১২৪০)

বিজ্ঞাপন।—সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে ছন্দোমঞ্জরী ও বৃত্তরত্নাবলী গ্রন্থ উত্তম কাগজে উত্তমাক্ষরে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইয়া দুই গ্রন্থ এক জেলদে বাইণ্ড হইয়াছে ছাপার মূল্য ৷৷০ আট আনা স্থির হইয়াছে যাঁহার লওনের আবশ্যক হয় মোং কলিকাতার পটলডাঙ্গার সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের নিকট লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন ইতি ১৮৩৪ সাল ৩ ফেব্রুআরি।

বিজ্ঞাপন।—সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে যে দম্পতীশিক্ষা গ্রন্থ অর্থাৎ সাংসারিক ব্যবস্থা নানা পুরাণাদিহইতে সংগ্রহপূর্ব্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপাইয়া গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়া মূল্য ৷৷০ আট আনা স্থির করা গিয়াছে···।

(১৭ মে ১৮৩৪। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

শ্রীরামপুর ১৭ মাই ১৮৩৪। সটীক মনুঃ। সর্ব্বজনের জ্ঞাত কারণ এই বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যাইতেছে। শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে কুল্লুকভট্টটীকাসহিত মনুসংহিতা শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতোত্তর জেল্‌দবন্দি হইয়া অদ্য প্রকাশ হইল মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির করা গিয়াছে।

(৪ জুন ১৮৩৪ । ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

তত্ত্ব।—অর্থাৎ অতিবিখ্যাত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যবিরচিত হিন্দু ধর্ম্মের বিধায়ক যে গ্রন্থ তাহার প্রথম ভাগ এইক্ষণে শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে অতএব সংস্কৃত গ্রন্থ কিনিমিত্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করা গেল তাহা আমারদের অতিশীঘ্র ব্যক্তকরণ আবশ্যক বোধ হইল। যে ইউরোপীয় লোকেরা ভারতবর্ষে বিদ্যানিপুণ হইয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলই সংস্কৃত গ্রন্থমাত্র দেবনাগর অক্ষর ব্যতিরেকে মুদ্রাঙ্কিতকরণে অত্যন্ত আপত্তি করেন এবং বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করাও অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করেন যাঁহারা এতদ্রূপ বিবেচনা করেন তাঁহারদের মধ্যে অনেকেই অস্মাদাদির অতিমান্য এবং উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট না হইলে তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করেন সে পথ ত্যাগ করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। তাঁহারা সংস্কৃত গ্রন্থ কেবল দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতকরণের দুই কারণ দর্শান। প্রথম এই যে দেবনাগরই এতদ্দেশের আদিম অক্ষর এবং পূর্ব্বাপর সংস্কৃত ভাষা ঐ অক্ষরে লিখিত হইতেছে অতএব ঐ অক্ষরই ব্যবহার করা উচিত। তদুত্তর এই দেবনাগরের মধ্যে দুই ব লিখনের বিভিন্নতা আছে বঙ্গাক্ষরে তাহা নাই এবং তাবদক্ষরের সঙ্গে আকৃতিরও কিঞ্চিৎ২ প্রভেদ আছে। পুনশ্চ এইক্ষণে যেরূপ দেবনাগর ব্যবহার হইতেছে তাহাতে যেমন বঙ্গাক্ষর বিভিন্ন তেমনি যে আদিম দেবনাগর অক্ষরে ব্যাস বাল্মীকি স্ব২ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সেই অক্ষর ইদানীন্তন দেবনাগরহইতে তুল্য বিভিন্ন। দ্বিতীয় দেবনাগরের পুষ্টিকারক সাহেবলোকেরা কহেন যে দেবনাগর অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত হইলে তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে চলিত হইতে পারে অর্থাৎ দ্বারকাঅবধি চীন দেশের সীমা এবং কুমারিকা অন্তরীপঅবধি কাশ্মীরপর্য্যন্ত ইহা সত্য বটে এবং যদ্যপি কোন গ্রন্থ তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবহারহওনার্থ ছাপাইতে হয় তবে তাহা অবশ্য দেবনাগরে ছাপান উচিত কিন্তু যে গ্রন্থ কেবল বঙ্গদেশে ব্যবহার হওনাভিপ্রায়ে মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহা বঙ্গদেশপ্রচলিত অক্ষরে মুদ্রা করা অযুক্ত বোধ হয় না।

বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপাওনের অতিস্পষ্ট কারণ এই যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশীয় তাবৎ পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারা আর কোন অক্ষর ব্যবহার করেন না ও করিবেনও না। কএক বৎসর হইল যখন কোর্ট উলিয়ম কালেজ স্থাপিত হয় এবং মাসে ৩০ অবধি ২০০ টাকাপর্য্যন্ত বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন তখন তাবৎ পণ্ডিতদিগকে জ্ঞাত করা যায় যে দেবনাগর অক্ষর না জানিলে এ কর্ম্ম দেওয়া যাইবে না অতএব লোভপ্রযুক্ত অনেকেই দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা করিলেন কিন্তু তাঁহারা ঐ অক্ষরে স্ব২ লিপ্যাদি ব্যবহার করিলেন না। এইক্ষণে কালেজের প্রায় কিছুই নাই এবং তাহাতে কোন পণ্ডিতও নাই অতএব এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার একেবারে রহিত হইয়াছে। অতএব দেখুন তৎসময়ে দেশের চলিত অক্ষরের পরিবর্ত্তে দেবনাগর চরিতকরণার্থ এক মহোদ্যোগ হয় কিন্তু তাহা তাবৎ বিফল হইল অতএব

আমারদের বোধ হয় বঙ্গাক্ষর এমত মূলবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার পরিবর্ত্তে দেবনাগর অক্ষর চলিত করা অসাধ্য এবং যদ্যপি ভারতবর্ষে ও ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্বান্ সাহেবলোকেরা আশ্চর্য্য বোধ করেন তথাপি নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত হওনার্থ বঙ্গাক্ষরে অবশ্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইবে ভারতবর্ষের মধ্যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের যত প্রজা আছে তাহারদের আট অংশের তিন অংশ বঙ্গাক্ষর ব্যবহার করে এবং বঙ্গাক্ষরে যত গ্রন্থ প্রস্তুত আছে তত আর কোন অক্ষরেই নাই।

যে গ্রন্থের বিষয় এইক্ষণে উল্লেখ করা গেল তাহা কেবল এই প্রথমবার মুদ্রিত হইয়াছে এবং বঙ্গদেশের তাবৎ ধর্ম্মের নিয়ম ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায় ঐ গ্রন্থ ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর হইল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংগৃহীত হয় এবং ক্রমে২ এমত মান্য হইয়াছে যে এতদ্রূপ অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের পরিবর্ত্তে তাহা চলিতেছে।

(৪ জুন ১৮৩৪। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

আমরা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীযুত সর গ্রেব্‌স হৌটন সাহেব লণ্ডন নগরে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজীতে নূতন এক ডিক্সানরি মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থের শেষে এতদ্রূপ নির্ঘণ্ট করিয়াছেন যে তাহা উল্ট করিয়া পড়িলে ইঙ্গরেজী ভাষার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অর্থ লভ্য হয় তাহার মূল্য এইক্ষণে ৮০ টাকারও অধিক।

(১৯ জুলাই ১৮৩৪। ৫ শ্রাবণ ১২৪১)

Just published, at the Serampore Press;
Part I. of
An
Interlinear Translation
of
Esop's Fables.
In Bengalee and English
Price 4 annas

Specimen of the work
Fable XV.
The Man and his Goose.
মানুষ ও তাহার রাজহংস।

(৯ আগষ্ট ১৮৩৪। ২৬ শ্রাবণ ১২৪১)

পারস্য ইতিহাস।—শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত নীলমণি বসাককর্তৃক পারস্য ইতিহাস গ্রন্থ ইঙ্গরেজীহইতে বঙ্গ ভাষায় পদ্যছন্দে ভাষান্তরিত জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত হইয়া এই সপ্তাহে আমারদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব ঐ গ্রন্থানুবাদকেরদের নিকটে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করি। ঐ গ্রন্থ তাবৎ পাঠ করিয়া ভাষান্তরকরণের গুণাদিবিষয়ক বিবেচনাকরণার্থ আমারদের তাদৃশ অবকাশ নাই। ফলতঃ ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে সম্পাদকেরদের অনেক পরিশ্রম হওয়াতে স্বদেশীয় গুণগ্রাহক ব্যক্তিকর্তৃক তাঁহারা অতিপ্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন।

(২৮ মার্চ ১৮৩৫। ১৬ চৈত্র ১২৪১)

কল্পিত নূতন গ্রন্থ প্রকাশমান।—শ্রীযুত পি এস দিরোজারিয় সাহেব ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন। ঐ গ্রন্থ নূতন রোমানাজিং নিয়মানুসারে ইঙ্গরেজী অক্ষরে প্রকাশ হইবে। ঐ গ্রন্থ আকৃটবো ৫০০ পৃষ্ঠ সংখ্যক হইবে। তাহার মূল্য ৬॥০ টাকা স্থির হইয়াছে।

শ্রীযুত সিক্সপিয়র সাহেবের সংগৃহীত ডিক্স্যনরী ইঙ্গরেজী অক্ষরে পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত হইবে। তাহা এইক্ষণে কলিকাতার বাপ্‌টিষ্ট মিসন প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে। তাহার প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ২০ টাকা।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৪ ভাদ্র ১২৪২)

যে এক নূতন গ্রন্থ এইক্ষণে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহার এক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ঐ গ্রন্থ শ্রীভগবদ্গীতা। শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা এবং বঙ্গভাষাতে অনুবাদ সহিত ঐ খণ্ডের কেবল দুই তিন স্থান আমারদের পাঠকরণের অবকাশ ছিল অতএব তাহার দোষ গুণবিষয়ক আমরা কিছু কহিতে সমর্থ নহি। কিন্তু আমারদের ভরসা হয় যে তাহাতে অতি সাহসিক ঐ গ্রন্থানুবাদক নানা ব্যক্তিকর্তৃক এমত পোষকতা প্রাপ্ত হইবেন যে তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ডানুবাদকরণেও নিত্যানুরাগ জন্মিবে।

(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

ভুবন প্রকাশ।—পুরাণাদি নানা শাস্ত্রের বচন ও বচনার্থ বঙ্গভাষাতে রচিত ভুবনপ্রকাশ গ্রন্থ দর্পণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে ঐ গ্রন্থে ভগবদ্ভক্তি প্রকাশক অনেক ইতিহাস আছে এবং ব্রহ্মাণ্ড ও তন্মধ্যবর্ত্তি চতুর্দ্দশভুবন বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে ও ঐ গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রায় দুই শত পৃষ্ঠাতে সম্পূর্ণ হয়। তাহা গ্রহণার্থ দুই শত মহাশয়েরা স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হয় শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আইলেই পাইবেন। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ টাকা।

(২ জুলাই ১৮৩৬ । ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

মহাভারত।—অনেক কালের পর আমরা পরমানন্দপূর্ব্বক অস্মদীয় এতদ্দেশীয় বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে যে মহাভারত সংশোধিত হইয়া প্রায় দুই বৎসরেরও অধিক হইল মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহা এইক্ষণে সুসম্পন্ন হইয়াছে ঐ মহাগ্রন্থ পঞ্চম বেদ নানা লিখিত গ্রন্থ পর্য্যালোচনায় শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে। ঐ কবিবর পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশবৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন। কাশীদাসকর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদিত ঐ গ্রন্থ এই প্রথমবার সমগ্র মুদ্রাঙ্কিত হইল।

পরন্তু বিজ্ঞের বিবেচনায় বোধ হইতে পারে যে সামান্য অজ্ঞ লোকের লিখন ও পঠনেতে ঐ প্রাচীন গ্রন্থ অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞের অনাদরপ্রযুক্ত মুমূর্ষুপ্রায় হইয়াছিল এইক্ষণে সুপণ্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌষধসেবনেতে পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইল।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮ । ৩ বৈশাখ ১২৪৫)

বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রে বর্ত্তমান বার্ষিকী যত পঞ্জিকা মুদ্রিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বিদ্বন্মোদ মুদ্রাযন্ত্রে যে পঞ্জিকা মুদ্রিতা হয় তাহা অত্যুত্তমা হইয়াছে পঞ্জিকাতে যাহা২ লিখনের আবশ্যকতা হয় তাহার অতিরিক্ত অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয় এই পঞ্জিকাতে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়াছে পঞ্জিকাকারক অত্যুত্তমানুসন্ধান দ্বারা যথোচিত বিবেচনানুসারে যদ্রূপ লিখিয়াছেন যে দৈবজ্ঞগণ এই পঞ্জিকা দর্শন করিয়া স্বীয় কার্য্যে অনায়াসে সক্ষম হন পূর্ব্বে নবদ্বীপাধিকারি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে ও বালির পণ্ডিতগণ মতানুসারে যে সকল পঞ্জিকা উত্তমরূপে প্রকাশিতা হইত তাহাতে পণ্ডিতেরা আদর করিতেন তদনন্তর ঐ সকল স্থলে যে২ পঞ্জিকা হইতেছে সে সকল পঞ্জিকার তুলনা এই পঞ্জিকা যেমত উত্তমরূপে প্রকাশ পাইতেছে ইহার সহিত দেওয়া যায় না।—জ্ঞাং অং।

(২৬ মে ১৮৩৮ । ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৫)

আমরা বর্ত্তমান সপ্তাহে হিন্দুকালেজের এক শিক্ষক শ্রীযুত ভুবনমোহন মিত্র কর্ত্তৃক এটলাস অর্থাৎ দেশের নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা আমাদিগের কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে ঐ এটলাসে ২৫ খান ম্যাপ আছে আর ইহা জেনেরেল কমিটির অন্তর্গত যত পাঠশালা হইয়াছে তাহার ব্যবহারোপযুক্ত হইয়াছে। গত মালিস্ সাহেব এই পুস্তক প্রস্তুত করণের অনেক পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন আর আমরা বোধ করি যে এতৎস্থানস্থ ও মফস্বলস্থ যে সকল পাঠশালায় অভাব ছিল তাহা এই পুস্তক দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে। এই পুস্তক প্রস্তুতকারক এবং ইহার শিল্পি এই উভয়কেই আমরা ধন্যবাদ করি

(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আষাঢ় ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।—সম্প্রতি মুগ্ধবোধের সুগমার্থ প্রকাশক সেতু সংগ্রহনামক এক পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে ইহা যদি কোন ব্যুৎপন্ন লোকে লিখিয়া গ্রহণ করেণ তবে পঞ্চ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন পুস্তকের আকর স্থান গবর্ণমেণ্টসংস্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যামন্দির পত্র সংখ্যা প্রায় ৩০০ শত গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে বহুদূরদর্শির দৃষ্টিপাত হইলে ভ্রমাদি প্রযুক্তাশুদ্ধ যদি থাকে তাহা শুদ্ধ হইতে পারিবে।…কুমারহট্টনিবাসি শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণঃ সংজ্ঞপ্তিঃ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এই পুস্তকের একখানি পুঁথি আছে। তাহা হইতে জানা যায় ইহা ১৭৫৮ শকে রচিত হয়। ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩৩৮, পৃ. ২৬২)।

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ তর্কভূষণ এক পণ্ডিত তাঁহাকে সর্ব্বলোকে জ্ঞাত আছেন তিনি এতদ্দেশীয় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন এই অভিধান এতদ্দেশীয় সর্ব্বলোকের উপকারক হইবেক কারণ বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ অভিধান প্রায় হয় নাই শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকর্তৃক রচিত যে অভিধান যাহা এইক্ষণে ইস্কুলে ব্যবহার্য্য হইতেছে সেই অভিধান যাঁহারা অধিক বাঙ্গালা শিক্ষা করেন তাঁহারদিগের উপকারক নহে এই ভারি অভিধান পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত সকল অভিধানাপেক্ষা অত্যুত্তম হইবে কারণ ইহা অত্যুত্তম বিজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুত হইতেছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫)

পারস্য ও বঙ্গভাষাতে অভিধান।—আদালতের কার্য্যে পারস্য ভাষা উঠিয়া যাওয়াতে বঙ্গ ভাষার অত্যন্ত সমাদর হইয়াছে। এবং এমত বোধ হইতেছে পূর্ব্বকালাপেক্ষা এইক্ষণে ঐ ভাষার পারিপাট্যরূপে ব্যবহার ও তদ্বিষয়ক যত্ন অধিক হইবে যাঁহারা প্রথমে পারস্য ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারদের উপকারার্থ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য পারস্য ও বঙ্গভাষাতে এক অভিধান মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে পঁচিশ শতেরো অধিক পারস্য শব্দের অর্থ বঙ্গীয় সাধুভাষাতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইক্ষণে ঐ মহোপকারক বহুমূল্য গ্রন্থ সুসম্পন্ন হইয়া অত্যল্পমূল্য একটি টাকা মাত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ দেশীয় লোকের বিশেষতঃ আদালত সম্পর্কীয় লোকেরদের অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাদ্র ১২৪৫)

বঙ্গাভিধান।—স্বস্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন।

ভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুর্য্য আছে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চলন যদ্যপি ইদানীং ঐ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা পূর্ব্বক কেবল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষা লিখিতে ও তদ্দ্বারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে নির্ব্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে। এবং ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুতা প্রকাশ করেন অসাধুভাষা ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় হাস্যাস্পদ না হয়েন। অতএব এই বঙ্গভূমীয় তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্ব্বদা ব্যবহারে উচ্চার্য্যমাণ যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব্দ লিখনে ও পরস্পর কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ যত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মানসিক ক্ষোভ সদা জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলনপূর্ব্বক (বঙ্গাভিধান) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই পুস্তকে অকারাদি প্রত্যেক বর্ণ সূচীক্রমে বিন্যস্ত করা গিয়াছে যাঁহার অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই গ্রন্থাবলোকনে বঙ্গভাষা প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের শুদ্ধরূপে লিখনে ও উচ্চারণে অনায়াসে সমর্থ হইবেন ইহাতে যে২ শব্দ সংগৃহীত হইল এসকল শব্দ এতদ্দেশীয় সকলেই উচ্চারণ ও লিখন পঠন করিয়া থাকেন কিন্তু সংস্কৃত জ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত শুদ্ধরূপ কহিতে ও লিখিতে পারেন না এবং সদা সন্দেহ হয় অতএব এই অভিধানে অবধান করিলে ও যে শব্দ যে প্রকার লিখা গেল সে শব্দ সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হ্রস্ব দীর্ঘ যত্ব ণত্বাদি সন্দেহ কিছু থাকিবে না।

এবং এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষারও বিন্যাস করা গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ড ভাষা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা আছে তন্নিমিত্ত ঐ পুস্তকের আদর্শ স্বরূপ কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা গেল মহাশয়েরা সুদৃষ্টিপাত করিবেন ইতি। শ্রীজয়গোপালশর্ম্মণঃ।

বঙ্গাভিধান।

অংশ	s.	a share, a part.
অংশী	s.	a partner.
অকথ্য	a.	unutterable.
অকথ্য কথা	s.	unutterable word.
অকর্ত্তব্য	a.	improper.
অকর্ম্মণ্য	a.	useless.
অকল্যাণ	s.	misfortune.

অকূল	*a.*	boundless
অকৃত্রিম	*a.*	inartificial.
অক্রুর	*a.*	open-hearted
অক্রোধ	*a*	dispassionate.
...	...	...

(১৬ মার্চ্চ ১৮৩৯ । ৪ চৈত্র ১২৪৫)

শ্রীযুত হরিমোহন সেন এবং তাঁহার অন্যং বন্ধু কর্ত্তৃক এরেবিয়াননাইট নামক গ্রন্থের সঙ্গে ভাষাতে তরজমা করিয়াছেন সেই গ্রন্থ আমরা গত সপ্তাহে দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।...জ্ঞানান্বেষণ।

(৩০ মার্চ্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫)

পূর্ব্বদেশীয় লোকের মুখচ্ছবি।—পূর্ব্ব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি লিখিত চতুর্থ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে অতি বদান্য পরহিতৈষি পারসীয় মহাজন শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াসজী এবং বঙ্গভাষায় গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও কলিকাতাস্থ টাকশালের জমাদার শ্রীযুত রামপ্রসাদ দোবে ও শ্রীযুত মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন এই সকল মহাশয়ের ছবি অবিকল চিত্রিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা শ্রীযুত গ্রাণ্টসাহেব অতি প্রশংস্য হইয়াছেন।

(১৮ মে ১৮৩৯। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

অন্যান্য সম্বাদ পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত স্বরূপচন্দ্র দাস নামক ব্যক্তি বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষীয় এক ইতিহাস গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। এবং স্কুলবুক সোসাইটি তদ্বিষয়ে আনুকূল্য করিয়াছেন।

(১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৩০ ভাদ্র ১২৪৬)

বঙ্গভাষাভ্যাস।—আমরা অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম যে পারস্য ভাষা রহিত হওয়াতে কলিকাতাস্থ হাই স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবেরা ছাত্রেরদিগকে বঙ্গ ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওনের নিশ্চয় করিয়াছেন। এইরূপ শিক্ষার নিয়ম পারপেটুল আকাডিমি ও মার্টিনীয়র নামক বিদ্যালয়ে অনেক দিবসাবধি স্থাপিত হইয়াছে।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৬ আশ্বিন ১২৪৬)

বঙ্গাভিধানের ভূমিকা।—...অস্মদীয় বঙ্গভাষাতে বহুকালাবধি ভিন্নদেশীয় যে সকল ভাষা অর্থাৎ পারসীয় ও আরবীয় ভাষা অভেদরূপে মিলিতা হইয়া আছে সেই সকল ভাষা

পরিশ্রম পূর্ব্বক পৃথক করিয়া পারসীকাভিধান নামে এক পুস্তক সংগৃহীত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা অনায়াসে জানিতে পারেন যে বঙ্গ ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাষা প্রবিষ্টা হইয়াছে এতদ্বিষয়ে বিশেষ বোধ অনেকের নাই। সংপ্রতি এই বঙ্গভাষার অন্তর্গতা যে সকল সংস্কৃতভাষা সর্ব্বত্র চলিতেছে তাহাও পৃথক করিয়া বিজ্ঞ মহাশয়েরদিগকে জ্ঞানান উচিত হয় তন্নিমিত্ত আমার এই উদ্যোগ।

এই বঙ্গভাষা সংক্রান্ত যে সকল সংস্কৃত ভাষার প্রচার আছে সেই সকল প্রসিদ্ধ শব্দ এই বঙ্গভূমির তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্ব্বদা ব্যবহারোপযুক্ত কিন্তু ঐ সকল শব্দ শুদ্ধরূপে লিখনে ও উচ্চারণে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মনে সদা সন্দেহ জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষাসংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দসকল সংকলন পূর্ব্বক বঙ্গাভিধান নামক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করা যাইতেছে। এই পুস্তকে ছয় হাজার দুই শত চৌসট্টি শব্দ আছে এবং অকারাদি প্রতিবর্ণ সূচিক্রমে শব্দ বিন্যাস করা গিয়াছে ইহাতে প্রায় এক শত পৃষ্ঠ আছে। এবং যাঁহার অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই অভিধানে অবধান করিলে ও যে শব্দ যেরূপ লেখা গেল সেই শব্দ সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্বাদি বিষয়ে কোনহ সন্দেহ থাকিবেক না এবং ইহাতে সংস্কৃত ব্যবসায়িরদিগেরও উপকার আছে বিশেষতো বর্গীয় বকার ও অন্ত্য বকার ঘটিত শব্দ সকল ভিন্ন২ করিয়া বিন্যস্ত হইয়াছে।

অপিচ। অন্য২ অভিধানের রীতি মত ইহাতে শব্দের অর্থ লেখা গেল না আমার এই ত্রুটি বিজ্ঞ মহাশয়েরা গ্রাহ্য করিবেন না যেহেতুক ইহাতে যে২ শব্দ লিখা গেল সেই২ শব্দের অর্থবোধ এতদ্দেশীয় সমস্ত বিশিষ্ট লোকেরি আছে তবে ইহার অর্থ লিখনে কেবল পুস্তক বৃদ্ধিমাত্র হয় তবে এই পুস্তকের এই মুখ্য প্রয়োজন যিনি শুদ্ধভাষা লিখিতে ও কহিতে চেষ্টা করেন তাঁহার উত্তম উপকার এবং বালকেরদের শিক্ষাবিষয়ে অত্যন্ত উপকার হয় ইতি। শ্রীহলধর ন্যায়রত্নস্য।

(২৬ অক্টোবর ১৮৩৯। ১০ কার্ত্তিক ১২৪৬)

বিজ্ঞাপন।—উপদেশ কৌমুদী গ্রন্থ তথা কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জন ব্রাহ্মণ সংপ্রতি উপদেশ কৌমুদী আখ্যা প্রদান পুরঃসর এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন ঐ গ্রন্থে যে২ বিষয় লিখিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই কিন্তু আমি স্বল্প সাধ্য দ্বারা বিশেষ পরিশ্রমে গণপতি দিনপতি পশুপতি এবং ভগবদ্ গুণবর্ণনা পূর্ব্বক যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলাম তাহা তেঁহ প্রচ্ছন্ন ভাবে হরণকরত আমার অনভিমতে নিজে বিরচিত বলিয়া স্থানে২ দুই একটা শব্দান্তর করিয়া উক্ত পুস্তকের প্রথমাংশেই প্রকাশ করিয়াছেন সুধীবর

মহাশয়েরা কালীমোহনের আশ্চর্য্য বিদ্যা পাণ্ডিত্য ও ব্যবহার এবং সাহসের ব্যাপার বিবেচনা করুন আমি এক অভিনব গ্রন্থ প্রকটন করণের মানসে অনেক কবিতা রচনা করি তন্মধ্যে উল্লেখিত কবিতা কদম্ব নবীন গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অপহৃত হইল ঐ কবিতার প্রতি আমার বিলক্ষণ স্নেহ আছে তন্মধ্যে কিয়দংশ পরিবর্ত্ত ও সংযোগ করণের অভিপ্রায়ও রহিয়াছে অতএব সুপণ্ডিত জন সমূহ পূর্ব্বোক্ত কবিতা সমূহ কালীমোহনের নিজ বিরচিত বোধ করিবেন না আমি অন্যান্য কবিতার সহিত সেই কবিতা সমুদায় যোগ করিয়া অবিলম্বে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব এবং কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় নূতন গ্রন্থ প্রকাশে যে চৌর্য্যবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য অবশ্যই কোন উপায় করা যাইবেক ইতি। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক।

(১৬ নবেম্বর ১৮৩৯। ২অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

অস্মদীয় সংবাদ পত্রের অপর ভাগে শিক্ষক শ্রীযুত বাবু নবীন মাধব দে কর্তৃক ভাস্বরী কৃত নূতন ইতিহাসের ভূমিকার তর্জমা জ্ঞাপন করা যাইবেক এই বিষয়ের উপযুক্ত মহাশয়বর্গকে এই মাত্র জ্ঞাপন করিবার প্রয়োজন হইল যে যুবা ব্যক্তিরদের এমত এক প্রতীতি আছে যে ইঙ্গলণ্ডীয় ও বঙ্গদেশীয় এতদুভয় ভাষাতে রচিত অতিউত্তম ইতিহাস কিন্তু তাহার মধ্যে ব্যাপ্ত ভ্রম সূচনা কাহারও হয়না আমরা স্পষ্ট পুরঃসর কহিতে পারি যে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা জানেন ইঙ্গরেজি ভাষার বঙ্গ ভাষায় ভাবার্থ ভাষান্তর হইলে পাঠকগণের কোন লভ্য হয় না সেইহেতুক আমরা আকাংক্ষা করি উক্ত বাবু স্বীয় গ্রন্থের ভাষান্তর সাধু সুললিত ভাষায় অনায়াসে করিতে পারেন।

অনুষ্ঠান পত্রিকা।···কিন্তু পৃথিবী মধ্যে ভ্রমণ নামক ইতিহাস স্বরূপ বাঙ্গলা ভাষায় এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিতে পাই না। এমত গ্রন্থ সুললিত বাঙ্গলা ভাষার সহিত একদিকে ইঙ্গরেজী অপরদিকে বাঙ্গলায় মুদ্রাঙ্কিত হইলে বর্ত্তমান ইতিহাস গ্রন্থ সকলকে পরাজিত করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয় ও বঙ্গদেশীয় সর্ব্বসাধারণের প্রবোধ জনক হয়···। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২৮ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ১৪ পৌষ ১২৪৬)

বঙ্গভাষাতে গণিত গ্রন্থ।—কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হলধর সেন বঙ্গভাষাতে যে এক গণিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কিয়ৎকালাবধি আমারদের নিকটে বর্ত্তমান আছে। ফলতঃ পাঠশালার মধ্যে ইঙ্গরেজী ভাষাতে যে অঙ্ক শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই অনুবাদ করিয়া এতদ্দেশীয় ভাষাতে পারিপাট্য করণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থে অনেক টেবল আছে তদ্দ্বারা মহোপকার হওণের সম্ভাবনা আমরা তাহা অতি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি অতএব আমরা পরম সন্তোষ পূর্ব্বক কহিতে পারি যে ঐ গ্রন্থ যাঁহারা কেবল

বালকেরদিগকে শিক্ষা দিতেছেন তাঁহারদেরই উপকারজনক এমত নহে কিন্তু এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের মহোপকারক হইবে। এই গ্রন্থের অনুবাদক মহাশয় যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে তিনি অতি প্রশংস্য হইয়াছেন এবং আমারদের ভরসা হয় যে তাঁহার ঐ গ্রন্থ অনেক ব্যবহার হওয়াতে তিনি উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১১ ফাল্গুন ১২৪৬)

জ্ঞানাঞ্জন গ্রন্থের ভূমিকা।—সন্দেহসন্দোহ তিমিরহর নানা শাস্ত্রানুশীলনপর ধর্ম্মাবর্ম্মাবৃত সাধুজন সমাজেষু।

এই ভারতবর্ষে সর্ব্বসাধারণ লোককর্তৃক মান্য অথচ অহর্শ্রেয় অনাদি পুরুষ পরম্পরা প্রচলিত যে বৈদিক ধর্ম্ম তাহা আধুনিক সামান্যকর্তৃক অমান্য হইয়াছে ইত্যবধানে রামনারায়ণপুর মথুরা নিবাসি শ্রীযুত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য রঙ্গপুরে থাকিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় প্রভৃতির ব্যবহার্য্য বিবিধোপনিষৎ স্মৃতিপুরাণেতিহাস ন্যায় বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা ও তন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রমাণ সমূহ এবং ভিন্নজাতীয় শাস্ত্র অর্থাৎ পারসী ও আরবী প্রভৃতি বহুবিধ লৌকিক প্রমাণ ও সদ্যুক্তি দ্বারা কুতর্কের উচ্ছেদপূর্ব্বক বেদপ্রণীত লোক পরম্পরাকর্তৃক চিরকালানুষ্ঠিত অবিগীত ভারতবর্ষীয় চতুর্বর্ণ ধর্ম্মের যথার্থ রূপে সমন্বয় হৃদয়ঙ্গম করণ এবং এই ধর্ম্ম বিষয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় লোক সমূহকর্তৃক যে সকল বিতণ্ডাবাদ সংঘটনের সম্ভাবনা তাহাও নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত ও সদ্যুক্তি দ্বারা নিরাকরণার্থে জ্ঞানাঞ্জন নামে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন ইহা সদ্বিচক্ষণ মাত্রেরই সুশ্রাব্য ও আদরণীয় ইত্যবধানে যথার্থান্বেষণে কৃতযত্ন শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদারের বিশেষ আনুকূল্যদ্বারা বহু যত্নে মুদ্রাঙ্কিত করাগেল। যে সকল মহাশয়েরা বৈদিক ধর্ম্ম বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত আছেন তাঁহারা যদি এই গ্রন্থ মনোযোগপূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে তাঁহারদিগের অবশ্যই সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে। এই গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ যদি কোন দোষ প্রকাশ হয় তবে গুণজ্ঞ মহাশয়েরা নীর পরিত্যাগি ক্ষীরভক্ষি হংসের ন্যায় দোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশ্যই সারগ্রাহী হইবেন কিমধিকমিতি। শ্রীমধুসূদন তর্কালঙ্কারস্য।

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের 'জ্ঞানাঞ্জন' পুস্তকের এই সংস্করণ আমি রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল যে ১৭৪৩ শক (১৮২১ সন), তাহার প্রমাণ পুস্তকের গোড়াতেই আছে ; যথা—"শাকে বহ্নি যুগাগচন্দ্রবিমিতে ন্যায়স্মৃতীনাং মতংমূলং রংপুরইঙ্গিতং সকুতুকং সিদ্ধান্তবিদ্যাস্পদং পাষণ্ডাদ্যতিনিন্দিতাদ্যভিমতাচারাদি খণ্ডং পুনঃ শাস্ত্রং বৈদিক তত্ত্বসার মভবদ্বিদ্বজ্জনানান্মুদে।" অর্থাৎ, বহ্নি ৩ যুগ ৪ অগ ৭ চন্দ্র ১=১৭৪৩ শকে ন্যায়স্মৃতির মূল মত সকুতুকে রংপুরে রচিত। এই সিদ্ধান্তবিদ্যাস্পদ, পাষণ্ডাদি-অতিনিন্দিতাদি-অভিমত আচারাদি খণ্ডন এবং বৈদিক শাস্ত্র ও তত্ত্বসার বিদ্বৎজনের আনন্দের নিমিত্ত হইল।

রংপুরে অবস্থানকালে রামমোহন রায় যখন প্রথম ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন, তখন রংপুর জজ-আদালতের দেওয়ান এই গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যই তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন ; 'জ্ঞানাঞ্জন' রামমোহনের মতের বিরুদ্ধে

লিখিত। ইহার ৪ পৃষ্ঠায় (২য় সং.) আছে :—"মহাবিজ্ঞ [রামমোহন]...বেদান্তের বঙ্গভাষারচিত গ্রন্থের প্রথমে উক্ত প্রকার অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং পারসীভাষাতে অর্দ্ধদেশীয় ভাষা সংস্কৃতে অনেক প্রকার ঐমত কথা লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন।"

'জ্ঞানাঞ্জন' পুস্তকের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইলে ১৮৪০ সনের ৩০এ জানুয়ারি তারিখের 'দি ক্যালকাটা কুরিয়ার' পত্রে নিম্নাংশ 'হরকরা' পত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

"Gyananunyana.—A book under the above title has lately been written and published in the Bengally language, by Baboo Goury Kant Bhuttachargee a native gentleman of zillah Jessore, who is at present employed as Sheristadar under the salt Agent at Tumlook. The author is a man deeply learnt in Oriental Literature and philosophy, which is amply testified by the work in question; he is also a man of extensive observation."

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬)

...তেলিনীপাড়া নিবাসি যশোরাশি শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিমা পূজার বিপক্ষে বঙ্গভাষায় এক গ্রন্থ শীঘ্র প্রকাশ করিবেন কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের পূর্ব্ব চরিত্র এবং অবস্থা স্মরণ করিয়া চমৎকৃত হইলাম যে এইদেশ হইতে এতাদৃশ পুস্তক প্রকাশিত হইবেক অতএব আমরা উক্ত বাবুকে এই এক সৎপরামর্শ প্রদান করি যে তিনি মূলে জল দান করুন অর্থাৎ স্বদেশের মধ্যে অতি ত্বরায় যত্নপূর্ব্বক এক বিদ্যালয় স্থাপনানন্তর তথায় সুশিক্ষা দ্বারা ছাত্রদিগের মনোবশ করিয়া পশ্চাৎ তাহারদিগকে উক্তরূপ গ্রন্থ অধ্যাপন করাইলে তাঁহার মনোভীষ্ট অচিরাৎ সিদ্ধ হইতে পারে। [জ্ঞানান্বেষণ]

(৭ মার্চ্চ ১৮৪০ । ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬)

আমরা শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেনের কৃত মার্সমান সাহেবের বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের অনুবাদগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম অস্মদ্দেশীয় ভাষায় অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস এই প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হইল···।

(১৪ মার্চ্চ ১৮৪০ । ২ চৈত্র ১২৪৬)

খোসগল্পসার।—সংস্কৃত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগল্পসার নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে দেশের মধ্যে যে সকল রহস্যজনক কথা এবং তদনুরূপ স্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে।—হরকরা, ১২ মার্চ্চ।

সাময়িক পত্র

(২৩ এপ্রিল ১৮৩১ । ১১ বৈশাখ ১২৩৮)

চন্দ্রিকা প্রকাশক লেখেন যে (ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র দৃষ্টিতে বাঙ্গলা সমাচারপত্র প্রকাশ হয় নাই) তাহাতে আমার অনুমান হয় যে ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে

চন্দ্রিকাপ্রকাশক সমাচারপত্রের রীতি বর্ত্ম ঐশিক শক্তিদ্বারা অথবা স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আরও লেখেন যে (বাঙ্গলা ভাষার পত্রসৃজন হইবার তাৎপর্য্য পূর্ব্বে অনুষ্ঠানপত্রে ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা বুঝি ঐ লেখকের স্মরণে নাই) উত্তর আমি চন্দ্রিকাকারের এ কথা স্বীকার করি কেননা তাঁহার অনুষ্ঠান পত্রে শ্রীমদ্ভাগবত ও ক্রিয়াযোগসার ভাষা নববাবু বিলাস প্রভৃতি গগণমধ্যে কচ্ছপী পক্ষহীনা ইত্যাদি দেশের উপকারজনক বিষয় প্রতিজ্ঞাত ছিল তাহা আমার স্মরণে ছিল না।

(৫ জুন ১৮৩০। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭)

ষষ্ঠ সম্বাদপত্র।—এক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় পাঁচ সম্বাদপত্র প্রকাশ পাইতেছে অপর এই সপ্তাহের চন্দ্রিকার দ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে কলিকাতা শহরে অন্য এক বাঙ্গলা সম্বাদপত্র প্রকাশ হইবেক তাহার সংজ্ঞা সম্বাদরত্নাকর।

(২৮ আগষ্ট ১৮৩০। ১৩ ভাদ্র ১২৩৭)

সম্বাদ সম্পাদকের উক্তি।...গত জ্যৈষ্ঠের দর্পণে সম্বাদ রত্নাকরনামক সম্বাদপত্র প্রকাশবিষয়ক পত্র প্রচার হইয়াছিল তদনুষ্ঠানপত্রিকা প্রস্তুতা হইতেছে উক্ত সম্বাদপত্র নির্ব্বাহক যন্ত্রের উপেন্দ্রলাল অভিধেয় হইল।

(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২। ১৬ মাঘ ১২৩৮)

সম্বাদ রত্নাকরের গো লোকপ্রাপ্তি।—...সম্বাদ রত্নাকরনামক যে এক কটুকাটব্য রচিত পত্র এই মহানগরে প্রকাশ হইতেছিল সংপ্রতি গত সোমবাসরাবধি তৎ পত্র প্রকাশ রহিত অর্থাৎ কোন অধর্ম্ম রোগে প্রলাপ দেখিয়া তাহার গো লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে ...। ("বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম")

(২৬ জুন ১৮৩০। ১৩ আষাঢ় ১২৩৭)

নূতন সম্বাদপত্র।—কলিকাতা নগরস্থ শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের আফিসে শাস্ত্রপ্রকাশনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সম্বাদপত্রের অনুষ্ঠান দেখিয়া আমারদের বোধ হয় যে তাহা লোকেরদের পরমোপকারক হইবে কেননা সামান্যতঃ সম্বাদপত্রে নানাদিগ্‌দেশীয় বহুবিধ সম্বাদ প্রচার হইয়া থাকে ইহাতে সেরূপ সমাচার প্রচার না হইয়া বেদবেদান্ত পুরাণোপপুরাণাদি শ্লোকের প্রকৃতার্থ ও ফল এবং ব্রতাদির ইতিকর্ত্তব্যতা নানাশাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া সকল লোকের সহজে বোধার্থে চলিত ভাষায় প্রকাশ হইবে ক্রমশঃ বাঙ্গলা সম্বাদপত্রের বাহুল্যহওয়াতে এতদ্দেশীয়

লোকেরদের বিশিষ্টোপকার বিশেষতঃ নানা সম্বাদপত্রে নানাদেশীয় অনেক বিষয়ঘটিত সম্বাদ অনায়াসে জানিতে পারিবেন এবং এই শাস্ত্রপ্রকাশে প্রকাশিত শাস্ত্রঘটিত বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা গেলে সাধারণ লোকেরদের বুদ্ধিগোচর হইবেক এবং তাহা সপ্তাহে২ প্রকাশ হইবে ও তাহার মূল্য মাসে এক টাকা করিয়া দিতে হইবেক ইতি।

(২৬ মার্চ্চ ১৮৩১ । ১৪ চৈত্র ১২৩৭)

শ্রীযুত লক্ষীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক শাস্ত্রপ্রকাশনামক এক পত্র প্রকাশ হইতেছে তাহার তৃতীয় দর্শন অস্মদাদির দর্শনগোচর হইয়াছে ইহাতে বোধ হইল যে এই পত্র জনপদের উপকারক বটে যেহেতুক বিষয়িলোক প্রায় অনেকেই বেদ পুরাণ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের তাবৎ অর্থ জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক সকল নামও জ্ঞাত নহেন শাস্ত্রপ্রকাশপত্রে তাবৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রকাশ পাইবেক সুতরাং অবশ্যই লোকসকল তদবলোকনে উপকার স্বীকার করিবেন।—সং চং।

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ২ ফাল্গুন ১২৩৭)

পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকরনামক সমাচারপত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল সংপ্রতি গত ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে…।

(২ জুন ১৮৩২ । ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

প্রভাকরের অস্তাচল চূড়াবলম্বন।—আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরে সম্বাদ প্রভাকরনামক এক সমাচার পত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হইয়া প্রখরতর কর প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুর তাহার বিধাতা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রকাশক ছিলেন প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস পর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন হওয়া ভার।…সং চং।

(২০ আগষ্ট ১৮৩৬। ৬ ভাদ্র ১২৪৩)

আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে বঙ্গভাষাতে প্রভাকর নামক সম্বাদপত্র পুনর্ব্বার উদিত হইয়াছে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক পত্র আমরা

প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা অত্যুত্তম সাধুভাষার গদ্য পদ্যে রচিত হইয়াছে আমারদের পরমবাঞ্ছা যে ঐ পত্র প্রকাশে সম্পাদক মহাশয় বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হউন।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

দৈনিক সম্বাদ পত্র।—শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আষাঢ়ের প্রথম দিবসাবধি প্রভাকর প্রতিদিন উদিত করিতে নিশ্চিত করিয়াছেন।

(৫ মার্চ্চ ১৮৩১। ২৩ ফাল্গুন ১২৩৭)

সম্বাদ সুধাকর।—আমরা অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক সকলকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতায় গৌড়ীয় ভাষায় সম্বাদ সুধাকরনামক এক সম্বাদপত্র গত সপ্তাহে প্রকাশ হইয়াছে।...এইক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় ৬ সম্বাদপত্র ও ইঙ্গরেজী বাঙ্গলায় ১ এবং ফারসী ভাষায় ১ ও এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞ লোককর্তৃক রচিত ইঙ্গরেজী ভাষায় ১ সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোরঞ্জন বহুদর্শনার্থ সর্ব্বশুদ্ধ এইক্ষণে ৯ সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে।

(২১ মে ১৮৩১। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

নূতন সম্বাদপত্র।—আড়পুলিনিবাসি শ্রীযুত রামজয় বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি হিন্দুকালেজে শিক্ষিত হইয়া এক্ষণে ডেবিড হার সাহেবের স্কুলের গুরু মহাশয় হইয়াছেন তাঁহার পত্রদ্বারা আমরা জ্ঞাত হইলাম তিনি (ইনকোয়েরর) নামক এক সমাচারপত্র প্রকাশ করিবেন ঐ পত্র প্রতি সোমবারে প্রকাশ হইবেক এমত জ্ঞাত হইয়াছি...।

(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

গত ১৭ মে অবধি ইনকোয়েরের নামে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় সম্বাদ পত্র এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত অল্প বয়স্কেরদের দ্বারা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান সম্পাদক হন তৎপত্রের ভূমিকার শেষ ভাগ অবলোকনে আমরা বোধ করিলাম যে পত্রের প্রথম ভাগের লিখিত সম্পাদকের স্বীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় তৎপত্রস্থিত বক্তৃতা এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকেরদের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বৎসরের ঊর্দ্ধ নহে ইহাতে আমরা অবশ্যই আহ্লাদিত হইলাম এবং তাঁহারদের এতাবৎ অল্প বয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলাম।—সং কৌং।

(২৫ জুন ১৮৩১। ১২ আষাঢ় ১২৩৮)

অথানুষ্ঠানপত্র।—…শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভগবদ্গীতা সর্ব্ব শাস্ত্রের সারাৎসার হইয়াছেন এই দুই শাস্ত্রের সর্ব্ব সাধারণে সমগ্ররূপে অনুশীলনাভাবে পরম ধর্ম্মের চর্চ্চার প্রায় লোপ হইতেছে এবং শ্রীগোস্বামিপাদের অসংখ্য গ্রন্থ আছে তাহারো আলোচনার অপ্রাচুর্য্যহেতুক শ্রীশ্রী৺ মহাপ্রভুর সংপ্রদায়সিদ্ধ অনেক বৈষ্ণবের মনঃপীড়া জন্মাইতেছে…ভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা সমাচার পত্রে অত্যল্পই হয় আর বৈষ্ণবাচার এবং ব্রতাদি শ্রী একাদশী অষ্ট মহাদ্বাদশী শ্রীজন্মাষ্টম্যাদি শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর সংপ্রদায় সিদ্ধগণের শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের মতেই নির্ব্বাহ হয় সংপ্রতি ঐ গ্রন্থের ব্যাখ্যার প্রচুর্য্যাভাবে শাস্ত্রানভিজ্ঞ বৈষ্ণব সকল স্বীয় সিদ্ধান্তানুসারে কেহ কোন দিবস করিতেছেন ইহা অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে অতএব এই বর্ত্তমান নগর মধ্যে এক ভাগবত সমাচার পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয় তবে এ সকল বিষয় নিঃসন্দেহে সুন্দররূপে বোধ হইতে পারে…।

এই ভাগবত সমাচার অষ্টপৃষ্ঠা পরিমাণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রতি সোমবারে প্রকাশ হইবেক ইহার মূল্য মাসে ১ এক তঙ্কা মাত্র।—সং প্রং।

(৯ জুলাই ১৮৩১। ২৬ আষাঢ় ১২৩৮)

…এক্ষণে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী ভাগবতীয় সমাচারপ্রকাশক মহাশয়ের এরূপ সৎপ্রবৃত্তিতে ও সদিচ্ছায় আমরা তাঁহার প্রশংসাবাদপূর্ব্বক এতদ্ব্যাপারে তন্মানস সাফল্য ত্বরায় হইয়া অস্মদাদির চক্ষুর্গোচর শীঘ্র হয় এই প্রতীক্ষায় রহিলাম।—সং কৌং।

(২ জুলাই ১৮৩১। ১৯ আষাঢ় ১২৩৮)

জ্ঞানান্বেষণনামে এক সমাচারপত্র যাহার সূচনা পূর্ব্বে নিশ্চিতরূপে কর্ণগোচর হয় নাই গত শনিবার ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্দৃষ্টিতে প্রকাশক মহাশয়ের এ পত্র প্রকাশের প্রয়োজন যাহা লিখিয়াছেন তাহা উত্তম ও প্রশংসনীয় বোধ হইল……।—সং কৌং।

(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯)

আমরা জ্ঞানান্বেষণ গ্রাহক মহাশয়বর্গের সমীপে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি আপনকারদিগের আনুকূল্যে জ্ঞানান্বেষণপত্র আরম্ভাবধি এপর্য্যন্ত যে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় চলিতেছিল এইক্ষণে আমারদের বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া আগামি সপ্তাহাবধি গৌড়ীয় এবং ইংলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশ করিব কেননা যদিও বঙ্গভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের কেবল গৌড়ীয় ভাষাপাঠে তৃপ্তি হইতে পারে তথাপি জ্ঞানান্বেষণগ্রাহক ইউরোপীয় মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকের গৌড়ীয় ভাষাভ্যাসে তাদৃক মনোযোগ না থাকাতে তাঁহারদের উত্তমানুরক্তি হওয়ার ব্যাঘাত হয় অতএব বিবেচনা করিলাম জ্ঞানান্বেষণে যেঽ বিষয় প্রকাশ হইবে তাহা

ঐ উভয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলে জ্ঞানান্বেষণপাঠে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়দিগের বিশেষ মনোযোগ হইতে পারে এই বিবেচনাতে আগামি সপ্তাহাবধি পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষায় জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম……।

(১৬ জুলাই ১৮৩১ । ১ শ্রাবণ ১২৩৮)

রিফার্ম্মরনামক সম্বাদপত্র একালপর্য্যন্ত ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে উত্তরকালে তাহা বাঙ্গলা ভাষারূপ পরিচ্ছিতপরিচ্ছদ হইয়া প্রকাশ পাইবে…।

(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

…রিফার্ম্মর কাগজের এডিটর বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরবিনা আর কেহ নাই যেহেতুক জানবুল এডিটর তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি রিফার্ম্মর কাগজের এডিটর কি না তখন ঐ রিফার্ম্মর কাগজে তিনি স্বীকার করিলেন। ভোলানাথ সেনের যন্ত্রালয়ে ঐ কাগজ মুদ্রাঙ্কিত হয় এতাবন্মাত্র ঐ কাগজের সহিত ঐ ভোলানাথ সেনের সম্পর্ক। তিনি ঐ কাগজের কর্ত্তা নহেন ঐ রিফার্ম্মর কাগজের কর্ত্তা বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুর ও শ্যামলাল ঠাকুর।…কস্যচিৎসত্যবাদিনঃ।

(২৭ আগষ্ট ১৮৩১ । ১২ ভাদ্র ১২৩৮)

শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশকেষু।—এ সপ্তাহে আমরা দুই সম্বাদ পত্র অবলোকন করিলাম প্রথমতঃ অনুবাদিকা এই পত্র বঙ্গ ভাষায় শব্দবিন্যাসপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে অনুবাদিকা স্বতন্ত্র পত্র নহে রিফার্ম্মরহইতেই অনুবাদ হইবেক এবং প্রয়োজনমতে অন্য২ সম্বাদ পত্র-হইতেও কোন উপকারি বিষয় অনুবাদিকাতে স্থান পাইবেক রিফার্ম্মর পত্র প্রকাশে লোকের যেরূপ মঙ্গলের আকার হইতেছে অনুবাদিকাদ্বারাও তাদৃক উপকারের সম্ভাবনা বটে কিন্তু অস্মদ দেশের মধ্যে অনেকে ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষা অবগত নহেন সুতরাং রিফার্ম্মরে কি প্রকাশ হয় অনেক লোকে তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না তজ্জন্য তৎসম্পাদকের ইচ্ছা যে তাহা সচরাচরে অবগত হইতে পারেন এই মানসে তাঁহারা রিফার্ম্মরের অনুবাদ করিতেছেন অনুবাদিকার পাঠকগণের নিকট সম্পাদকেরা কোন বেতন গ্রহণ করিবেন না বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন সুতরাং অত্রবিষয়ে তাঁহারদের সর্ব্বাংশেই অনুরাগ করা উচিত হয়। দ্বিতীয় অদ্য বুধবার কোন২ হিন্দু বালকেরদের দ্বারা কলিকাতা ইনফার্ম্মরনামে এক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে ইহার অনুষ্ঠান পত্র পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছিলাম যদিও আমরা প্রথম সংখ্যা দৃষ্টে বোধ করিতেছি যে এই পত্র প্রকাশে কোন জনের আহ্লাদের বিরতি হইবেক না যেহেতু ইনফার্ম্মরের অধ্যক্ষেরদের সঙ্কল্প এই যে কোন বিষয় বিবরণে কাহারো মনে পীড়া দিবেন না বিশেষতঃ রিলি

সম্পাদকতা করিতেছেন তিনি অত্র বিষয়ে বিচক্ষণ ও পারগ তথাচ আমরা কিছু দিন পত্র দৃষ্টি না করিলে কোন পক্ষে আশ্রয় করিব না নিবেদনমিতি। কস্যচিৎ নিয়ত পাঠকস্য।—সং কৌং।

(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৯ ভাদ্র ১২৩৮)

নূতন সম্বাদপত্র।—দর্পণের অপর এক পার্শ্বে এক নূতন সম্বাদ পত্র [সারসংগ্রহ] সংস্থাপনের উপক্রামক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপত্রকারকের অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় তাবৎ সম্বাদপত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া স্বীয় পত্রের মূল্য ২ টাকা করেন। তাঁহার এই প্রস্তাব শ্রবণে আমরা আহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের কিপর্য্যন্ত বাহুল্য হইয়াছে তাহা ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু আমারদের ভয় হয় যে তাঁহার তাদৃশ গ্রাহক প্রাপ্তি হইবে না। ইহার পূর্ব্বে যে সকল সম্বাদপত্র মাসিক দুই টাকা মূল্যে প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাহা সকলই বিফল হইয়াছে। ইহার দশ বৎসর পরে পাঠকের সংখ্যা যখন দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদৃশ প্রস্তাব সম্ভবিতে পারে।

(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কার্ত্তিক ১২৩৮)

সম্বাদ সারসংগ্রহ।—গত ১৪ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সম্বাদ সারসংগ্রহনামক এক নূতন সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছে ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা দৃষ্টি করিয়াছি এইক্ষণে তাহার দোষ গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত রহিলাম। যেহেতু উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল না এইক্ষণে সারসংগ্রহপ্রকাশক সাহস করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতেই আমরা তুষ্ট হইয়াছি··· ।—সং চং।

(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)

অপর লোকপরম্পরা জ্ঞাত হইয়া গত চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি যে নিত্যপ্রকাশ-নামক এক সমাচারপত্র প্রত্যহ প্রচার হইবেক তৎপ্রকাশকের অভিপ্রায় আমরা পত্রদ্বারা অবগত হইয়াছি তিনি ঐ পত্র ১ টাকা মূল্যে প্রকাশ করিতে বাঞ্ছিত হইয়াছেন। তাহার কারণ কেবল নাস্তিককুল সমূল নির্ম্মল করিবেন···নিত্যপ্রকাশের আবশ্যক আছে এক্ষণে ঐ পত্র যাহাতে শীঘ্র প্রকাশ পায় তাহা সাধু সদাশয় মহাশয়দিগের সর্ব্বদা যত্ন করা উচিত।

(১২ নবেম্বর ১৮৩১। ২৮ কার্ত্তিক ১২৩৮)

সম্বাদ সৌদামিনী।— ···এই মহারাজধানী কলিকাতানগরে অনেক২ বিজ্ঞ মহাশয়েরা বহুবিধ সম্বাদ পত্র প্রকাশকরণক বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ লোকের বিজ্ঞান প্রদানদ্বারা নানা-

বিদ্যোপকার করিতেছেন এবং গ্রাহক মহাশয়েরদিগের আনুকূল্য তন্নির্ব্বাহোপযুক্ত ব্যয়ে ক্লেশপ্রাপ্ত না হইয়াও তত্তদ্বিষয় সম্পাদনদ্বারা অনায়াসে পুণ্য যশোভাগী হইতেছেন আমিও তদ্দৃষ্টে লোভাবিষ্ট হইয়া অভিষ্ট করিয়াছি যে সম্বাদ সৌদামিনীনামিকা সাপ্তাহিকী পত্রিকা সাধারণ ধারানুসারে প্রকাশ করিয়া তত্তন্মহামহিম মহাশয়েরদিগের মধ্যে গণ্য হই তাহা মহাশয়েরদিগের কৃপা কটাক্ষপাতব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না।

আমরা এমত মহতী প্রত্যাশা করি যে যদ্যপি মহাশয়েরা স্বীয়২ সহজ নানাগুণে ও বিবিধ সম্বাদপত্রাবলোকনে ও নানা কাব্যরসাস্বাদনে সতত তৃপ্তান্তঃকরণ থাকেন তথাপি আমার এই সম্বাদ সৌদামিনীতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে বিরক্ত হইবেন না।

অতএব ভাবি ভব্য ভাবনাতৎপর মহানুভব ব্যক্তি কৃত সাহায্যাবলম্বনে উক্ত সম্বাদ সৌদামিনীসংজ্ঞক অভিনবপত্র প্রকাশকরণে উদ্যোগানন্তর সম্পন্ন করিয়া প্রতি শুক্রবাসরে স্বনাম ধামাঙ্কক্কারিরদিগের সন্নিধানে সমর্পণ করা যাইবেক এতন্নির্ব্বাহকরণানুকূল্যার্থ মূল্য প্রতিমাসে ১ এক তঙ্কা নিরূপিতা হইল ইতি। সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দত্ত।—সং রং।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়। আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্তান্তনামক এক সমাচার-পত্র প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবৎকাল ঐ বৃত্তান্ত চন্দ্রিকাপত্রে প্রকাশ পাইবেক…। ("বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম্ম")

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮)

নূতন গ্রন্থোদয়। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোদয়-সংজ্ঞক এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম…।

(১০ মার্চ ১৮৩২। ২৮ ফাল্গুন ১২৩৮)

শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুত কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয়নামক বাঙ্গালি মাগজিনের প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়া গেল। তাহাতে বোধ হয় যে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং ঐ মহাশয়েরদের এ অতিপ্রশংসনীয় কর্ম্ম অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমারদের অত্যন্তাহ্লাদ।

(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮)

দর্পণগ্রাহক মহাশয়েরদের প্রতি নিবেদন।…গ্রাহক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকেই সপ্তাহে বারদ্বয় দর্পণ প্রকাশ করিতে আমারদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে তাঁহারদের ইচ্ছাবিষয়সম্পন্নের সময় উপস্থিত জ্ঞান করিলাম।…

এইক্ষণে আমারদিগের মানস হইয়াছে যে ১৮৩২ সালের প্রথমঅবধি করিয়া প্রতি

বুধবারে অপর এক দর্পণপত্র প্রকাশ করি ঐ দ্বিতীয় পত্রে অত্যাবশ্যক না হইলে আমরা কোন ইশ্‌তেহার বা এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র হইতে গৃহীত বা প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি সে সকল পূর্ব্ববৎ শনিবারের পত্রেই প্রকাশিত হইবে। বুধবারের দর্পণে আমারদিগের স্বকপোলরচিত বিষয়মাত্র থাকিবে তন্মধ্যে দুই পৃষ্ঠায় প্রাচীন সর্ব্বসাধারণ সম্বাদ অপর পৃষ্ঠদ্বয়ে টাট্‌কা২ সম্বাদ প্রকাশ পাইবে। ··

অতএব প্রতিসপ্তাহে দর্পণ দুইবার প্রকাশকরণের আবশ্যক হওয়াতে দেড় টাকা করিয়া মূল্য স্থির করা গেল ··· ।

অতিরিক্ত দর্পণের প্রথম সংখ্যা আগামি ১১ জানুয়ারি বুধবার প্রকাশ পাইবে।

(১১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২৮ পৌষ ১২৩৮)

এইক্ষণে আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক দর্পণের অতিরিক্ত প্রথম ফর্দ্দ পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করিতেছি উত্তরকালে তাহা প্রতি বুধবার পূর্ব্বাহ্নে প্রকাশ হইবে।

(৫ নবেম্বর ১৮৩৪ । ২১ কার্ত্তিক ১২৪১)

পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতিখেদপূর্ব্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি যে ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে যে মাস্থল নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ হওয়াতে ইহার পরঅবধিই আমারদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল। এই মাস্থল বৃদ্ধি হওয়াতে মফঃসলনিবাসি এত গ্রাহক মহাশয়েরা দর্পণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং এই বৎসরের শেষেই তাহা তাঁহারদের নিকটে প্রেরণ করিতে বারণ করিয়াছেন যে দর্পণের মূল্য যদি কিছু না কমান যায় তবে বোধ হয় যে আমারদের মফঃসলের গ্রাহক আর থাকেন না অতএব এইক্ষণে আমরা পূর্ব্ববৎ সপ্তাহের মধ্যে কেবল একবার অর্থাৎ শনিবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ করিব এবং তাহার মূল্যও পূর্ব্ববৎ ১ টাকা স্থির করিব। আমরা দর্পণ বৃদ্ধিকরণে যেমন অগ্রসর হইয়াছিলাম তেমনি পুনর্ব্বার অপ্তসর হইতে অত্যন্ত খেদ হইতেছে লাচার অগত্যা গবর্ণমেণ্টের এই নিয়মের প্রতিকারক অন্য কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। যদ্যপি মফঃসলের গ্রাহকেরা এতদ্রূপ দর্পণের মূল্যের ন্যূনতা দেখিয়া পূর্ব্ববৎ আমারদের সাহায্য করেন তবে বড়ই আহ্লাদের বিষয় যদ্যপি না করেন তবে অস্মদাদির দুর্ভাগ্যক্রমে এতদ্দেশীয় লোকেরদের সঙ্গে দর্পণদর্শকতা সম্পর্ক রহিত করিতে হইবে তাহা হইলে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের নিকটে আমারদের একেবারে নিঃসম্পর্ক হইতেই হইল।

(১৫ নবেম্বর ১৮৩৪ । ১ অগ্রহায়ণ ১২৪১)

সমাচার দর্পণ রহিতের কল্পবিষয়ক।—আমরা অবশ্যই স্বীকার করি সমাচার দর্পন উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে এসকলের অগ্রজ

অনুমান হয় ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গেজেটনামক এক সমাচার পত্র সর্জন হইয়াছিল বটে কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয় অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন এবং বিবিধ সংবাদপ্রদ··· । মৃত বিজ্ঞবর ডাক্তর কেরি সাহেব ঐ কাগজের স্রষ্টা···। দর্পণকার মহাশয় গত ৫ নবেম্বর ২১ কার্ত্তিক বুধবাসরীয় দর্পণে লিখিয়াছেন যে ডাক মাস্থল বৃদ্ধি হওয়াতে অনেক গ্রাহক দর্পণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এজন্য এক্ষণে বুধবারে যে এক তক্তা কাগজ প্রকাশ হইত তাহা রহিত হইবেক··· ।—চন্দ্রিকা।

চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয়ে যে অনুগ্রহপ্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম তাঁহার ঐ উক্তি দর্পণৈক পার্শ্বে সুপ্রকাশিত হইল। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তেনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ডাক্তর কেরী সাহেবকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ ডাক্তর কেরি সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় ভাষাতে কোন সম্বাদপত্র যদ্যপি অতিবিবেচনা পূর্ব্বকও প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ হইতে পারে অতএব তিনি এই দ্বৈধ ব্যাপারে অনুকূল না থাকিয়া বরং এক প্রকার প্রতিকূলই ছিলেন কিন্তু লার্ড হেষ্টিংস সাহেব প্রথমতঃ দর্পণপত্র প্রকাশের সম্বাদ শ্রবণেতে যখন স্বীয় পরমাহ্লাদ জ্ঞাপন করিলেন তখন ডাক্তর কেরি সাহেবের তাবৎ উদ্বেগ শান্তি হইল।

(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩)

···শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার··কবিবর পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন।

(১৯ অক্টোবর ১৮৩৯। ৩ কার্ত্তিক ১২৪৬)

সাম্বৎসরিক রীত্যনুসারে এই শারদীয় মহোৎসব সময়ে আমারদিগের পণ্ডিত প্রভৃতিকে ছুটি দেওনের আবশ্যকতা প্রযুক্ত এই দর্পণ গত সপ্তাহে প্রস্তুত হইয়াছিল অতএব ইহাতে অত্যল্প সংবাদ অর্পিত হইল আগামি দর্পণে অবশিষ্ট সম্বাদ প্রকাশ পাইবেক।

(৭, ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২)

১৮৩১ সালের বর্ষফল।—

ফেব্রুআরি, ৫। রিফার্ম্মরনামক এক লিবরাল সম্বাদপত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় কলিকাতায় প্রকাশ হয়।

জুন, ১। দেরাজু সাহেব ইষ্টিণ্ডিয়াননামক এক সম্বাদপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন।

(২১ জানুয়ারি ১৮৩২। ৯ মাঘ ১২৩৮)

কলিকাতা রাজধানীতে এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রের উৎপত্তি।—কলিকাতা রাজধানীতে এইক্ষণে যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহার এক প্রস্তাব তিমিরনাশক পত্র হইতে আমরা গ্রহণ করিয়া ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তর করিলাম।…ঐ সমানুষ্ঠায়ির কিয়ৎ২ কথাতে আমারদিগের সম্মতি নাই।…

"পাঠকবর্গনিকটে সমাচারপত্র বিষয়ের আপীল।

এপ্রদেশে ইঙ্গলণ্ডাধিপতির আগমনে সমাচারপত্র পদার্থনামক উপাদেয় দ্রব্য দর্শন হইল কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ মহাশয়েরাও তাহার মর্ম্মাবগত ছিলেন না পরে অনেককালাবসানে কোন২ রাজকর্ম্মকারি মুৎসুদ্দি মহাশয়েরা সমাচারপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাহাতে রাজকর্ম্মের নিয়োগ এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও দ্রব্যাদির বিক্রয়ের সম্বাদ ইত্যাদি বিষয় অনেকের প্রয়োজন ছিল এইমতে বহুকাল গতে কলিকাতা জরনেল-নামক কাগজের সৃষ্টি হইলে তাহাতে বকিংহেম সাহেব আপন মুন্সীগিরী অনেক প্রচার করিতে লাগিলেন অর্থাৎ কৌন্সেলের গবর্ণমেণ্টের কৃত কর্ম্মের প্রতি অনেক কটাক্ষকরাতে তদ্বিপক্ষ জান বুল কাগজ সৃষ্টি হয় তাহা প্রথমে এতন্নগরে বর্ষাকালের বৃষ্টির ন্যায় বরিষণ হইল এইপ্রকার কাগজের আন্দোলনে এপ্রদেশীয় অনেক বিজ্ঞানলোক সমাচারকাগজ পড়িতে বড় রত হইলেন যাঁহারা ইঙ্গরেজী না জানেন তাঁহারাও সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিলেন অদ্যকার জরনেল কি লিখিয়াছে জানবুলে বা তাহার কি উত্তর হইয়াছে ইহাতে অনেকে ব্যগ্র হইলেন।

সমাচার দর্পণ মিসেনরি সাহেবদিগের বাঙ্গলা কাগজ অনেক লোক গ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ ধর্ম্মদ্বেষিরা কাগজ করিয়াছেন অবশ্যই ইহাতে আমারদিগের ধর্ম্মের দ্বেষ আছে বহুদিবসের পরে জানা গেল তাহাতে কেবল নানা দিগ্‌দেশীয় সমাচার প্রচার হয় পরে ক্রমে অনেকে তাহার আদর করিলেন সমাচার দর্পণে কতকগুলিন প্রেরিতপত্র প্রথম প্রকাশ হয় তাহাতে এপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য কুলীন ঠাকুরদিগের নিন্দা ও বৈষ্ণবদিগের প্রতি শ্লেষ প্রকাশ হইল ইত্যাদি দেখিয়া অনেক বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন আমারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি একটা সমাচারের কাগজ যদ্যপি সৃষ্টি করেন তবে উত্তম হয় কিছুদিন পরে শুনিলাম শ্রীযুত বাবু ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত তারাচাঁদ দত্তজ ঐক্য হইয়া সম্বাদ কৌমুদী নাম দিয়া এক কাগজ ১২২৮ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রকাশ করেন তাহার মূল্য দুই টাকা স্থির করিলেন এতন্নগরমধ্যে ঐ কাগজ মহাসমাদৃত হইল যেহেতুক হিন্দুর নিউস পেপর হইয়াছে ইহাতে অজ্ঞ বিজ্ঞ সাধারণের আনন্দ জন্মিল ঐ কাগজ সৃজন-

সময়ে জেম্‌স কাল্‌ডর সাহেব অনেক সাহায্য করেন এবং তিনি এমত সাহস দিয়াছিলেন যে যত দিন ঐ কাগজের গ্রাহকদ্বারা ব্যয়ের আনুকূল্য না হয় তবে আমি সাহায্য করিব দুই তিন মাস গতে দত্তজের এক সুসন্তান শ্রীযুত হরিহর দত্ত ঐ কাগজের এক সহকারী হইলেন ইহাতে তাঁহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্ছা করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার কটাক্ষ করা মত এজন্য তাঁহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর সহিত অনৈক্য হইল তিনি ঐ কাগজ প্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্ম্মহানি এবং হিন্দুসমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী ত্যাগ করিয়া ঐ সালের ফাল্‌গুণে সমাচার চন্দ্রিকানামক কাগজের সৃষ্টি করেন ইহাতে কৌমুদী ও চন্দ্রিকায় ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল শেষ দত্তজ কৌমুদী কাগজ ত্যাগ করেন পরে কৌমুদীর অনেক দুর্দ্দশা হইয়াছিল সে অনেক কথা অর্থাৎ কৌমুদী হিন্দুমতহইতে একেবারে বহিষ্কৃত হইল মধ্যে ২ এক বৎসর পড়িয়া যায় শেষ এক জন ঐ নাম ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার কাগজ করে এইমত কতককাল গেল এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় কৌমুদীনামে কাগজ করিতেছেন ঐ কাগজের গ্রাহক কেবল সতীদ্বেষী কএক মহাশয়েরা আছেন শুনিয়াছি তাহার ব্যয়নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী ১৬ টাকা আর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এত দিনে কোন স্থানে মিলাইয়া যাইতেন যাহা হউক বাঙ্গালিরদিগের মধ্যে চন্দ্রিকা ও কৌমুদী এই দুই কাগজ ছিলমাত্র চন্দ্রিকার ক্রমে২ উন্নতি হইতে লাগিল কারণ যত ধর্ম্ম স্বতোজয় অর্থাৎ সপ্তাহে দুইবার হইয়া পাঁচ শতাধিক গ্রাহক হইল।

অপর সন ১২৩০ সালের কার্ত্তিক মাসে তিমিরনাশকনামক এ অকিঞ্চনদ্বারা সৃষ্টি হয় ৭ বৎসর প্রচলিত হইলে পরে ১২৩৭ সালাবধি সপ্তাহেতে দুইবার প্রকাশ করিতেছি এইক্ষণে পাঠকবর্গের কৃপায় তিমিরনাশকের বিনাশের আশা দূরে গিয়া অনেক প্রত্যাশা হইতেছে এই সকল দেখিয়া অনেকে সমাচার কাগজ করিতে মানস করিলেন।

প্রথমতঃ সন ১২৩৬ সালে বঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় তাহার প্রকাশক হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না কেননা সুপ্রিম কোর্টে কাগজের দায়ে দোষী হইয়াও তথাচ কাগজ করিতেছিলেন শেষে সতীদ্বেষী হইতে আদেশ হয় তাহাতেই ত্যক্ত হইয়া ত্যাগ করিলেন শ্রীযুত ভোলানাথ সেন সতী বিপক্ষহইতে মহানন্দে মগ্ন হইয়া বঙ্গদূতের এডিটর নাম প্রকাশ করিলেন শেষে বঙ্গ ভূতরূপে কাগজ হিন্দুসমাজে খ্যাত হইল তাহার কাহিনি কত লিখিব।

সন ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে প্রভাকর পত্র উদয় হয় তাহার কিরণে বুঝি জগৎ আলোক হইবেক এমনি প্রখর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কারণ কেবল ধর্ম্মপক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল নচেৎ তাহাতে মুন্সীআনা বা বিদ্যা বুদ্ধি কোন কথাই প্রকাশ পায় নাই কেবল নাস্তিক-দিগকে অনেক কটূ কহিয়াছিল তাহাতে হিন্দুসমাজে মান্য হইল কেননা ভদ্রলোক নাস্তিকের সঙ্গে বিবাদ করিতে কেহ বাসনা করেন না সুতরাং প্রভাকর অকুতোভয়ে অনেক পচাল

পাড়িয়াছিল এইক্ষণে তিনি ধর্ম্মদ্বেষী হইয়াছেন যদি তাহার এতাদৃশ প্রবলতা এখন থাকে তবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমতা অথবা তাহার মুরব্বির যোগ্যতা।

ঐ সনের ৫ ফাল্গুণে সুধাকর সৃজন হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত প্রেমচাঁদ রায় তিনিও ঐ ঈশ্বর বদ্দির বড় ভাই তিনি কাগজ করিয়া ধর্ম্মদ্বেষারম্ভ করিলেন তাহাতে তাঁহার দফা রফা হয় এক্ষণে দিবার প্রদীপের ন্যায় টিম২ করিতেছেন কিন্তু আস্ফালন বড় কখন কহেন প্রত্যহ কাগজ প্রকাশ করিব কিন্তু কাগজ কে লয় আর কে লইবেক তাহা জানি না তাঁহারাও জানেন না শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর মহাশয় দয়া করিয়া একটা প্রেস ও কতকগুলিন অক্ষর কিনিয়া দিয়াছেন তাহাতেই কর্ম্ম চলিতেছে আর কিছুদিন এই প্রকারে চলিবেক।

ঐ ফাল্গুণ মাসে সভারাজেন্দ্রের জন্ম হয় তাহাতে পারসী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় চারি তক্তা কাগজ প্রতি সোমবার প্রচার হয় তাহাতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু গ্রাহক হইলেন এক্ষণে নূতন কাগজের মধ্যে সভারাজেন্দ্র অগ্রগণ্য বলা যায় তাহার প্রতিকারণ ধর্ম্মপক্ষে আছেন।

সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাঢ়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গলা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্ম কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট মধ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটূ কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ ঐ কাগজ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।

বর্ত্তমান সনের ৭ ভাদ্রে রত্নাকর পত্র প্রকাশ হয় ইহার প্রকাশকের মত যাহাতে হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা হয় তাহার উপায় অবশ্যকর্ত্তব্য তিনি ইহার লাভাকাঙ্ক্ষি নহেন যাহা হউক তাঁহার গুণ পশ্চাৎ লিখিব।

এইক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট আমারদিগের আপীল এই সম্বাদপত্র সৃজন হওয়াতে মনে করিয়াছিলাম দেশের উপকার হইবেক ও প্রকাশকেরাও প্রতিপালন হইবেন তাহা না হইয়া কেবল অমঙ্গলের কারণ দর্শন হইতেছে যেহেতুক আদৌ ভদ্র লোকের অপমানসূচক কথা লেখা আর যে বিষয়ে প্রজার ক্লেশ আছে তাহার প্রার্থনা করিলে অবোধ প্রকাশকেরা মনে করে কথার উত্তর দিতে হইবেক এ জন্য তাহার বিপরীত লেখে ইহাতে রাজাও সন্দিগ্ধ হইতে পারেন অপর যাহাতে হিন্দুর ধর্ম্মহানি হইবেক ও জন্যাই অনেকের

যত্ন অতএব মহাশয়েরা ইহার উচিত বিবেচনা করুন যদি বল আমারদিগের হইতে কি হইতে পারে কাগজের বিষয়ের কর্ত্তা তদ্‌গ্রাহক যে কাগজ যাহারদিগের অপাঠ্য বোধ হয় তৎক্ষণাৎ তাহাসকল ত্যাগ করুন তাহা হইলেই সে কাগজ রহিত হইতে পারে যদি বল অনুবাদিকার ন্যায় বিনামূল্যে লোকের দ্বারে ফেলিয়া দিবেক তাহা হইবেক না কেননা শ্রীযুত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর অম্লান নহেন রিফারমর কাগজ দুই টাকা করিয়া বিক্রয় করেন তাহাতে অনেক মুনফা আছে অনুবাদিকা অমনি দিতে পারেন অন্য লোক কয় দিন দিবেক আর যাহার কোন মূল্য নাই তাহা কে পাঠ করেন অতএব যদি দেশের ভদ্র মহাশয়েরা দেশের ভদ্র আকাঙ্ক্ষি হন তবে ছাপার কাগজের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করুন ইতি।" তিং নাং।

(১১ এপ্রিল ১৮৩২। ৩১ চৈত্র ১২৩৮)

কলিকাতা গেজেটের ১ সংখ্যা গত শনিবারে [৭ই এপ্রিল] কলিকাতায় প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে কেবল গবর্ণমেণ্ট এবং নানা আদালতের আজ্ঞা ও ইশ্‌তেহার প্রকাশিত আছে এবং লণ্ডননগরে যে গেজেট মুদ্রাঙ্কিত হয় প্রায় তদনুরূপই হইয়াছে।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ২৪ চৈত্র ১২৩৮)

সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে যে এই মাসের আরম্ভাবধি কলিকাতা গেজেটনামে গবর্ণমেণ্টসম্পর্কীয় এক সম্বাদপত্র অর্ফান সোসৈটির যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইবে। ঐ গেজেটে গবর্ণমেণ্টের তাবৎ বিজ্ঞাপন ও ইশ্‌তেহার প্রকাশ পাইবে।

এইক্ষণকার গবর্ণমেণ্ট গেজেটের পরিবর্ত্তে উপরি উক্ত যন্ত্রালয়ে প্রতি বুধবার ও শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতা কুড়িয়রনামক অপর এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ হইবে।

(৬ এপ্রিল ১৮৩৩। ২২ চৈত্র ১২৩৯)

গত ১ আপ্রিলঅবধি কলিকাতা কুরিয়র সম্বাদপত্র প্রত্যহ প্রকাশ হইতে লাগিল অন্যান্য কলিকাতার প্রাত্যহিক প্রকাশিত সম্বাদপত্রের যে মূল্য ঐ পত্রেরও তন্মূল্য।

(৫ মে ১৮৩২। ২৪ বৈশাখ ১২৩৯)

ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রন্থের অনুবাদকারি সোসৈটি ইতিসংজ্ঞক এক সমাজের দ্বারা বঙ্গভাষায় অতিপরোপকারক বিজ্ঞান শেবধিনামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবং ঐ গ্রন্থের ১ সংখ্যা সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীযুত লার্ড ব্রুম সাহেবের বিদ্যার অভিপ্রায় ও উপকার ও আহ্লাদজ্ঞাপক গ্রন্থের একাংশ শ্রীযুত অমরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুত কাশীপ্রসাদ

ঘোষজকর্তৃক ভাষান্তরিত হইয়া ঐ সমাজের দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে এই ১ সংখ্যায় প্রকাশিত এক ইশ্‌তেহারদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ সমাজের অভিপ্রায় এই যে পরোপকারক গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলেখ্যক্রমে স্বদেশস্থ লোকেরদের উপকারার্থ ইউরোপীয় বিদ্যার গ্রন্থমালা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবেন। ঐ সকল গ্রন্থের এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থসকলের প্রত্যেক সংখ্যায় পঞ্চাশ২ পৃষ্ঠা ভাষান্তরিতকরণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন। এই ব্যাপার শ্রীযুক্ত ডাক্তর উইলসন সাহেবের আনুকূল্যে হইতেছে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তারদের যথোচিত যশস্বিতা প্রকাশ হইতেছে···।

অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেনের সৌজন্যে আমি ইহার প্রথম সংখ্যা দেখিয়াছি। তাহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

বিজ্ঞানসেবধি অর্থাৎ শিল্প শাস্ত্রের নিধি

লার্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের অভিপ্রায় ও ফল এবং সন্তোষাদির বিবরণ হইতে শ্রীযুত এইচ এইচ উইল্‌সন সাহেবের আদেশে শ্রীযুত বাবু অমলচন্দ্র গাঙ্গলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ দ্বারা ভাষান্তর হয় ইউরোপীয় সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র ভাষান্তরার্থে সমাজ কর্ত্তৃক শোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল

১ সংখ্যা

কলিকাতা রিফারমর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল

ইং ১৮৩২ শাল

'বিজ্ঞানসেবধি'র এই সংখ্যাখানি কোন্নগর লাইব্রেরিতে আছে।

(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

বিজ্ঞান সেবধি।—কএক মাসাবধি শুনিতেছি যে বিজ্ঞান সেবধি যাহা কেবল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইতেছিল তাহা ইঙ্গলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় ভাষায় ভাষিত হইয়া উদিত হইবেক কিন্তু ইহার সাফল্য বিষয়ের বিলম্ব কি নিমিত্তে হইতেছে তাহার বিশেষাবগত নহি সে যাহা হউক উক্ত পুস্তক প্রকাশকেরা তৎপর হইয়া প্রচার করুন মনে করি যাঁহারা উভয় ভাষাজ্ঞ তাঁহারদিগের অনেকেরি উপকারি হইবেক ইহাতে সন্দেহ নাই।··সুধাকর।

(৪ আগষ্ট ১৮৩২। ২১ শ্রাবণ ১২৩৯)

রত্নাবলিনামক নূতন সম্বাদ পত্রের যে ১ সংখ্যা সম্পাদককর্ত্তৃক আমারদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল তাহা আমারদের কর্ত্তৃক প্রকাশ হওনের কিঞ্চিদ্বিলম্ব হওয়াতে যে ত্রুটি হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় তাহা মার্জ্জন করিয়া আমারদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। ঐ রত্নাবলি পত্র অতিপারিপাট্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছে কথিত আছে যে শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে ঐ রত্নাবলির কিরণাবলিতে দিগ্‌ দেদীপ্যমানা হইতেছে।

(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

সর্ব্বজনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহায্যকারী যিনি ছিলেন তেঁহ কোন আবশ্যকতাতে বাধিত হইয়া ঐ কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে নবীন লেখক ও সাহায্যকারী এই দিসেম্বর মাসের প্রথমহইতে হইলেন ।—কৌমুদী।

(৯, ১২, ১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩)

১৮৩২ সালের বর্ষফল।—

ফেব্রুআরি, ৯। কলিকাতানগরে ইষ্টইণ্ডিয়ান লোক কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টারনামক সম্বাদ পত্র প্রকাশারম্ভ হয়।

ফেব্রুআরি, ২৬। প্রভাকর অস্তয়ান।

আগস্ত, ২। অস্ত প্রভাকরের সহোদর রত্নাবলী নামক এতদ্দেশীয় এক বাঙ্গালা পত্র উদিত হয় তাহার অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক। চন্দ্রিকাতে লেখেন যে ঐ পত্র অতিশুশ্রূষণীয়।

(১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৭ ভাদ্র ১২৪০)

ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে ভাষিত বিজ্ঞান সারসংগ্রহ ইতি সংজ্ঞক বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যার প্রথম সঙ্খ্যক এক গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ শ্রীযুত উলষ্টন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও শ্রীযুত বাবু নবকুমার চক্রবর্ত্তিকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া মাসে দুইবার প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক সংখ্যক বড় অকটেবো বর্চদশ পৃষ্ঠাত্মক হইবে। ইহার মূল্য মাসে ৸০ অথবা অগ্রে দত্ত হইলে বৎসরে ৮ টাকা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে।…

জানবুলের নাম পরিবর্ত্তন।—জানবুল পত্রে সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে যে আগামি ১ অক্তোবরঅবধি ঐ সম্বাদপত্রের নাম পরিবর্ত্তন হইয়া ইঙ্গলিসমান নাম রাখা যাইবে এতদ্রূপ নাম পরিবর্ত্তনের কারণ এই যে জানবুল এই নাম অত্যন্ত দুর্গন্ধ অর্থাৎ ঐ নাম করিলে তাবৎ অশুভবিষয় স্মরণে আইসে এবং এই কারণ যথার্থ ও প্রবল বটে।

(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ৫ পৌষ ১২৪০)

ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টর।—আমরা খেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টরের সম্পাদকেরদের প্রতি তাদৃশ পৌষ্টিকতা না করাতে তাঁহারদের এ পত্র রহিত করিতে হইয়াছে।

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১০ মাঘ ১২৪০)

রিফার্ম্মর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে বৃত্তান্তবাহকনামক এক সম্বাদপত্র সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হইবে। সমাচার দর্পণের ন্যায়

ঐ. পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় দুই শ্রেণীতে মুদ্রাঙ্কিত হইবে। তাহার মূল্য অত্যল্প মাসে ১ টাকা স্থির হইয়াছে।

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪। ১০ মাঘ ১২৪০)

রিপোর্টরনামক মাসিক বহী।—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে শ্রীযুত সদর্লণ্ড সাহেব আইনসম্পর্কীয় এক ব্যবস্থার গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছেন ঐ গ্রন্থের নাম রিপোর্টর হইবে। গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতে ও সাধারণ জজ কালেক্টরের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি এবং যে রুবকারী হইবে তাহার রিপোর্ট তন্মধ্যে প্রকাশিত থাকিবে।

(২১ জুন ১৮৩৪। ৮ আষাঢ় ১২৪১)

নূতন সম্বাদ পত্র।—অন্যান্য সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে প্রজামিত্র এই নামধারি এক সম্বাদ পত্র ইঙ্গরেজী ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অতিশীঘ্র প্রকাশ পাইবে। তাহার মূল্য মাসে ২ টাকা অথবা বার্ষিক ২০ টাকা এবং সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হইবে।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪। ২ আশ্বিন ১২৪১)

ইণ্ডিয়া গেজেট বিক্রয়।—ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ গেজেটের ব্যাপার যে চারি ভাগে বিভক্ত আছে তন্মধ্যে তিন ভাগ ইনশালবেন্টের ইষ্টেটের নিমিত্ত আগামি ২৭ তারিখে বিক্রয় হইবে। কোন২ ব্যক্তি শ্যারপ্রতি ৫,০০০ টাকা প্রস্তাব করিয়াছেন সে অতিন্যূন মূল্য কিন্তু যদি ইহাঅপেক্ষা অধিক মূল্য কেহ না ডাকে তবে অগত্যা তাহাতেই বিক্রয় করিতে হইবে। ঐ কারখানাতে প্রাপ্যের মধ্যে কিছু শস্তাই করিলে বার মাসের মধ্যে যাহা আদায় হইতে পারে তৎসংখ্যা ২০,০০০ টাকা এতদ্ভিন্ন কারখানার যে জিনিসপত্র তাহাও অমূল্য নহে তাহাতে ৩০,০০০ টাকা ধরা গিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়া অত্যন্ত খেদিত হইলাম যে ঐ পত্রগ্রাহক ৪০০ পর্য্যন্ত কমিয়াছে ইহার কারণ কিছু বোধ হয় না যেহেতুক বর্ত্তমান সম্পাদকের হস্তে যদবধি ঐ কর্ম্ম আসিয়াছে তদবধি অতিনৈপুণ্য ও বিজ্ঞতাপূর্ব্বকই কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে।

(১ অক্টোবর ১৮৩৪। ১৬ আশ্বিন ১২৪১)

ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেস।—গত শনিবারে ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেসের তিন শ্যার অর্থাৎ যে তিন অংশ ইনশালবেণ্ট আদালতের সম্পত্তির মধ্যে ছিল তাহা গত শনিবারে নীলাম হইল এবং শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহা ৩৪০০০ টাকায় ক্রয় করিলেন ইহার পূর্ব্বে ঐ বাবু যন্ত্রালয়ের কেবল এক অংশী ছিলেন এক্ষণে তাহা তাঁহার সম্পূর্ণরূপই হইল।

(৪ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১৯ আশ্বিন ১২৪১)

ইণ্ডিয়া গেজেট।—ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেস অর্থাৎ যন্ত্রালয় হরকরা যন্ত্রালয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে যে ইণ্ডিয়া গেজেট সম্বাদ পত্র প্রত্যহ মুদ্রাঙ্কিত হইত তাহা আর হইবে না এবং ঐ দৈনিক সম্বাদ পত্রগ্রাহকেরদিগকে দৈনিক হরকরা সম্বাদপত্রই দেওয়া যাইবে। যে ইণ্ডিয়া গেজেট পত্র সপ্তাহের মধ্যে তিনবার প্রকাশ হইত তাহা যে অতিবিজ্ঞ সম্পাদক কএক বৎসরঅবধি প্রকাশ করিতেছেন এইক্ষণে তাঁহাকর্ত্তৃকই পূর্ব্ববৎ প্রকাশ হইবে কিন্তু তাহা এইক্ষণঅবধি হরকরা যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইবে।

(২৫ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১০ কার্ত্তিক ১২৪১)

পশ্বাবলি।—শ্রীযুত রামচন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক কৃত পশ্বাবলিনামক গ্রন্থ তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশ যে আমারদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থ ইঙ্গরেজী হইতে সংক্ষেপ করিয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাহাতে পশুদিগের ইতিহাস ও উত্তম আহ্লাদজনক বিবরণ আছে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।……—জ্ঞানান্বেষণ।

(৫ নবেম্বর ১৮৩৪ । ২১ কার্ত্তিক ১২৪১)

ন্যূনাধিক ৩৬ বৎসর হইল আসিয়াটিক মেরিয়ালনামক [এসিয়াটিক মিরার] সম্বাদ পত্র অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অতিপ্রধান ঐ সম্বাদ পত্র তৎসময়ে কলিকাতায় বিরাজমান ছিল তাহাতে পত্রসম্পাদক ব্রুস সাহেবের রচিত ক্ষুদ্র এক প্রস্তাবোপলক্ষে ইহা লিখিয়াছিলেন এতদ্দেশীয় প্রজারদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা কেবল এক মুষ্টিপরিমিত হন অতএব এতদ্দেশীয়েরা যদি প্রত্যেক জন ক্ষুদ্র একটি২ ডেলা ফেলিয়াও মারেন্ তবে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা একেবারে চাপা পড়েন এই কথার কোন মন্দাভিপ্রায় ছিল না তথাপি ঐ প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরী সাহেবের কর্ণগোচর হওয়াতে সরকারী তাবৎ দপ্তরখানাতে মহোদ্বেগ জন্মিল তাঁহারা সকলই স্থির করিলেন যে এই কথা অত্যন্ত রাজবিদ্রোহ ব্যাপারসূচক বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ সম্বাদ পত্র প্রকাশ হওয়া বন্দ করিতে হুকুম দিলেন তাহাতে ঐ পত্রসম্পাদকেরদিগকে এতদ্দেশহইতে প্রস্থান করিতে হুকুম হইল বুঝি ঐ সম্পাদক ডাক্তর হুলব্রেট ও ব্রুস সাহেব ছিলেন। পরে ঐ সাহেবলোকেরা আপনারদের ঘাইট স্বীকার করিয়া অত্যন্ত বিনয়পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলেন যে আর এমত প্রস্তাব আমরা কখন ছাপাইব না তাহাতে ঐ সম্বাদপত্র পুনর্ব্বার প্রকাশ করিতে হুকুম হইল এবং ঐ পত্রাধ্যক্ষেরদিগকে দেশে থাকিয়া পূর্ব্ববৎকার্য্য করিতেও অনুমতি হইল।

গত মাসের ১২ তারিখে রিফার্ম্মর সম্বাদপত্রে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য উক্তি ছিল এবং ঐ পত্রে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। অপর গত পূর্ব্ব২ রবিবারে প্রকাশিত পত্রে ঐ পত্রসম্পাদকও স্বয়ং আমেরিকা দেশের স্বাধীনতা হওনবিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় রাজবিদ্রোহ অভিপ্রায়িস্বরূপ জ্ঞান করিয়াছেন। ফলতঃ ঐ রিফার্ম্মরের উক্তি সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে কুরিয়রসম্পাদক যাহা বোধ করিয়াছেন সে প্রকৃতই জ্ঞান হয় যেহেতুক ঐ উক্তিতে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষীয় রাজ্য বিনাশ হওয়া অতি স্পষ্টরূপেই লক্ষিত হইয়াছে। এই সকল কথা পাঠ করিয়া আমারদের মনে এই বিবেচনা হইল যে পূর্ব্বতনকাল ও ইদানীন্তন কাল এবং লার্ড উএলেসলি সাহেব ও শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের আমলের কি পর্য্যন্ত বৈলক্ষণ্য না হইয়াছে যদি এবম্বিধ উক্তি ইহার ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইত তবে ঐ সম্বাদ পত্র বন্দ করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইত না অথচ তৎসময়ে ইঙ্গরেজী ভাষা পঠনক্ষম এতদ্দেশীয় দশ জনও প্রায় ছিলেন না এবং এবম্প্রকার লিখনের ভাব বুঝিতে পারিতেন ঈদৃশ দুই জনও পাওয়া ভার ছিল কিন্তু এইক্ষণে ১৮৩৪ সালে এমত রাজবিদ্রোহি কথা এতদ্দেশীয় এক জন মহাশয়ের সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাঁহার দেশস্থ শত২ ব্যক্তি তাহা পাঠও করিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্টসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিই ঐ প্রস্তাবে কিছু মনোযোগ করেন নাই এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যেও কিছু উৎসাহ জন্মে নাই এবং বুঝি কোন বিবেচক ব্যক্তিও এমত ভাবেন নাই যে এই সকল উক্তির দ্বারা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষীয় রাজ্য কিছু আলগা হইয়াছে ফলতঃ এইরূপ অনর্থক উক্তিতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের যে কিঞ্চিৎ ক্ষতিসম্ভাবনা এমত বোধ হয় না তথাপি ইঙ্গলণ্ডদেশীয় লোকেরা এমত প্রস্তাব পাঠ করিলে ভারতবর্ষীয় লোকেরদের যাহা ইচ্ছা তাহাই ছাপান শক্তির কিছু সঙ্কোচ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। বস্তুতঃ দুই ধূমকেতুর সংযোগ হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের উচ্চাটন হওয়া অসম্ভব। বঙ্গ দেশে যে ৩ কোটি লোক আছে তাহারদিগকে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ৯০০ সামান্য গোরা সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্গি ও ২১০০ সামান্য সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ লইয়া জয় করিলেন এবং ঐ মুষ্টি পরিমিত সৈন্যের অধ্যক্ষ ৩১ বৎসর বয়সের মধ্যে এক জন অর্ব্বাচীন অর্থাৎ লার্ড ক্লাইব সাহেব ছিলেন। অতএব তদবধি এই অতিসমৃদ্ধ ও পরিশ্রমি অথচ অযুদ্ধশীল দেশের শান্তি কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব রিফার্মরের মধ্যে যেমন উক্তিই লেখা যাউক না কেন তাহাতে এতদ্দেশের শান্তি কখন ভগ্ন হইবে না কিম্বা এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে অস্ত্রধারণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন না। দেখুন বঙ্গদেশীয় জমীদারেরদের

মধ্যে ঘোড়ায় চড়িতে পারেন এমত ৫০ জন পাওয়া ভার অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরদের দ্বারা কিপ্রকারে ভয় সম্ভাবনা। কিয়ৎকাল হইল এতদ্দেশীয় কোন এক সম্বাদপত্রে এতদ্দেশীয় লোকেরদের এতদ্রূপ কোন শ্লাঘ্যোক্তি প্রকাশিত ছিল যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক হইলে কলিকাতাস্থ কোন বিশেষ২ ব্যক্তিরা তাঁহারদের রাজ্যরক্ষার বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন কিন্তু এই উক্তি কোন্ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হয় তাহা স্মরণ হয় না। তৎসময়ে আমারদের সহকারি চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় অতিরহস্য বিধায় ঐ প্রস্তাবের উপরে বিলক্ষণ ঠাট্টা করিয়া কৃত্তিবাসোরচিত রামায়ণের এক শ্লোকের উদাহরণ দিয়াছিলেন কিন্তু যাঁহারা বঙ্গভাষায় তাদৃশ অভিজ্ঞ নহেন তাঁহারা ঐ শ্লোকের তাদৃশ রস গ্রহণ করিতে না পারিয়া থাকিবেন। সেই শ্লোক এই বড়২ বানরের বড়২ পেট লঙ্কায় যাইতে মাথা করেন হেঁট।

(৯ মে ১৮৩৫। ২১ বৈশাখ ১২৪২)

সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক নূতন সম্বাদপত্র।—শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এতন্নগরে বঙ্গভাষায় প্রভাকর সুধাকর রত্নাকর সারসংগ্রহ কৌমুদী সভারাজেন্দ্র ইত্যাদি যে কএক খান সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছিল তাহা ক্রমে২ লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু কথিত পত্রসকল প্রচলিত থাকাতে বঙ্গভাষার যদ্রূপ আলোচনা হইতেছিল এইক্ষণে তাহার অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে তদবলোকনে শ্রীযুত হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক কোন এক বিচক্ষণ সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক এক মাসিক সমাচার পত্র গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতি পূর্ণিমায় চারি আনা মূল্যে প্রকাশে প্রয়াসযুক্ত হইয়াছেন। শ্রুত হইলাম যে লিটেরেরি গেজেটনামক যে এক সমাচার পত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় এতন্নগরে প্রচার হইতেছে তদ্ধারানুসারে পূর্ব্বোক্ত ভাবি সমাচার পত্রে উত্তমোত্তম বিষয়ে লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে অর্থাৎ যাহাতে বিদ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে।...কস্যচিৎ স্বাক্ষরকারিণঃ।

(২৫ জুলাই ১৮৩৫। ১০ শ্রাবণ ১২৪২)

গত সপ্তাহে দৈবায়ত্ত আমারদের জ্ঞাপন করিতে এই ত্রুটি হইয়াছিল যে পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক যে নূতন সম্বাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হইতেছে তাহার ১ সংখ্যা আমরা গত সপ্তাহে পাইয়াছি। সম্বাদপত্র সামান্যতঃ যে ডৌলেতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া থাকে তদ্রূপ না হইয়া ঐ সম্বাদপত্র আক্টেবো প্রকারে মুদ্রিত হইতেছে। এই পূর্ণচন্দ্রোদয় চন্দ্রিকাপক্ষীয়। যা হউক অনেক দিনের পর কলিকাতাস্থ মুদ্রাযন্ত্রালয়ের এইরূপ চৈতন্য দেখিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। হইতে পারে যে ঐ পত্রাভিপ্রায়ের সঙ্গে আমারদের মতের অনেক অনৈক্যসম্ভাবনা। তথাপি আমারদের সম্বাদ পত্রচক্রের মধ্যে

নূতন এক ব্যক্তি উপস্থিত হওয়াপ্রযুক্ত আমরা মহাজয়ধ্বনি করি যেহেতুক কেবল দশ জনের বাদানুবাদেতে কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ণীত হইতে পারে।

১৮৩৬ সনের ৯ই এপ্রিল হইতে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৩৬ সনের 'দি ক্যালকাটা মন্থলী জর্ণালে' (পৃ. ২০১) পাইতেছি :—

"*The Sungbad Purno Chundrodoy.*—The Monthly Magazine of this name, has since the 19th April, been changed to a weekly Literary and Political Journal."

১৮৪৪ সনের নবেম্বর মাসে (১২৫১ বঙ্গাব্দ) 'সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়' দৈনিকের কলেবর ধারণ করে। ১৮৪৪ সনের ১৯এ নবেম্বর তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাদ ভাস্করে' (পৃ. ১০৮৯) তাহার প্রমাণ পাইতেছি :—

> "আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় * * * দৈনিক হই * * * সম্পাদক মহাশয় প্রতি দিবসীয় পূর্ণচন্দ্রের যে আকার করিয়াছেন এতদাকার সমাচার পত্রে সাধারণের অশ্রদ্ধা হইয়া গিয়াছে* * *।"

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ('জন্মভূমি', কার্ত্তিক ১৩০৪ পৃ. ৩২৮) এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা ('সুবর্ণবণিক্ সমাচার', শ্রাবণ, ১৩২৪, পৃ. ২৬৩) লিখিয়াছেন যে ১৮৪১ সনে (১২৪৮ সালে) 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' বারত্রয়িক আকার ধারণ করে; পি. এন. বসু ও মোরেনো আবার "১৮৪০ সন" বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় বারত্রয়িক হয় নাই। ১২৫৮ সালের ২রা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল ১৮৫১) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—

> "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বর্ষবৃদ্ধি।...আমাদিগের এই পত্র পরমেশ্বরানুকম্পায় এবং গ্রাহকবর্গ ও বন্ধু বান্ধব মহাশয়দিগের অনুগ্রহে এবং সংবাদ পত্র সম্পাদক মহোদয় গণের আনুকুল্যে ক্রমে মাসিক সাপ্তাহিক হইয়া পরে দৈনিক হইয়াছে...।"

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। ২৮ ভাদ্র ১২৪২)

কুরিয়র সম্বাদপত্রসম্পাদক লেখেন যে বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশিত ভক্তিসূচকনামক এক [সাপ্তাহিক] সম্বাদ পত্রের ১ সংখ্যক আমারদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে ঐ পত্র প্রতি বুধবারে প্রকাশিত হইবে। ভক্তিসূচক সম্পাদকের অভিপ্রায় যে তদ্বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ লিখি তাহাতে আমরা এই মাত্র কহিতে পারি যে ঐ পত্র কেবল বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিরদের স্বার্থপ্রকাশক তাহার তাৎপর্য্য এই যে যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা কেবল কালহরণ তাহার বৃদ্ধিকরণ এবং অযুক্ত ধর্ম্মের পোষকতাকরণ মাত্র।

(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২)

এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্র।—ইদানীং বঙ্গভাষাতে প্রকাশিত সম্বাদ পত্র কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া আসিতেছিল কিন্তু এইক্ষণে পুনর্ব্বার তাহার উন্নতি দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। উন্নতির চিহ্ন এই দৃষ্ট হইতেছে যে সত্যবাদিনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইবে তাহার অনুষ্ঠান পত্র অদ্য আমরা প্রকাশ করিলাম। ভরসা হয় যে নামার্থানুরূপই ঐ সম্বাদপত্র হইবে। অতএব সম্পাদকের ইহাও নিত্য স্মরণীয় যে সত্যের যত অল্প অতিক্রম হয়

ততই বলবৎ হইবে। আমারদের ভরসা আছে যে সম্পাদকের এই ব্যাপার নিতান্তই সফল হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র।—ব্যক্তিদিগের সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই তাঁহারদিগের বিদ্যাবৃদ্ধির আলোচনার সম্ভব এবং বিবেচনার সূক্ষ্মতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও উত্তম বিষয়উপার্জ্জনে ব্যগ্রতা হয় এই সকল বিদ্যার প্রধান গুণের মধ্যে গণনীয় ইহাতে এইক্ষণে হিন্দু বালকদিগের মন নিগূঢ়রূপে মগ্ন হইয়াছে কিন্তু এই সকল কাগজের স্বীয়২ অধ্যক্ষেরা দেশস্থ লোকের বিদ্যা-বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে নানাপ্রকার সমাচারপত্র স্থাপনকরাতে এই সকল বিষয়ের উৎপত্তি সংপ্রতি সকলেরি নিকটে বাঙ্গলা সমাচার কাগজের অতিশয় অভাব অতএব এইক্ষণে নূতন এক সপ্তাহের সম্বাদ বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজীতে প্রকাশ হইলে অতিশয় দেশের মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে পারিবেক ইহার আবশ্যকতা সকলেরি বোধ হওয়াতে আমরা সত্যবাদি নামক এক কাগজ নীচের লিখিত নিয়মানুসারে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলাম।

ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালিবর্গের নিমিত্তে যে সকল উত্তম২ হিতার্থবিষয় বিদ্যা ও রাজনীতি এবং অন্য২ কাগজের সার ও ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের সভায় যে সকল রাজবিষয় তর্ক হয় এবং ইউরোপসজ্ঘটিত দেশের সম্বাদ ও সংক্ষেপরূপ গ্রহণের দ্বারা সত্যবাদি কাগজে প্রকাশ করিব। সত্যবাদি কাগজ প্রতি সোমবার প্রাতে দুই তক্ত শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে মুদ্রাঙ্কিত হইবেক এবং আমারদিগের স্বীয় শক্ত্যনুসারে ছাপার বিষয়ে পরিশ্রম করিব এবং ব্যক্তিসকলের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অর্থ ব্যয়করণের কোন ত্রুটি হইবেক না। ইহার মূল্য মাসে ১ টাকা নির্দ্ধার্য্য হইল।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। বিনয়পূর্ব্বকাবেদনমেতৎ। গত ২০ কার্ত্তিকীয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে উল্লেখিত মহাশয়ের ২৯ রোজের দর্পণে অনুষ্ঠান পত্র বিস্তারিতরূপে প্রতিবিম্বিত সত্যবাদীনামক যে এক নূতন সপ্তাহিক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্ডীয় ও গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া এক তঙ্কা মূল্যে প্রতি সোমবারে সমাচার দর্পণের ন্যায় দুই তক্তা কাগজে প্রকাশিত হইবেক এমত কল্পনা ছিল। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই উদ্‌যোগ দেখিতেছি না এবং তৎপত্রের সম্পাদক কে তাহাও বিশেষরূপে জ্ঞাত নহি যদিস্যাৎ মহাশয় এবিষয়ের কিছু তথ্যানুসন্ধান জ্ঞাত থাকেন তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণদ্বারা জ্ঞাপন করিলে অস্মদাদির সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক…। জিলা হুগলীস্থ কস্যচিৎ দর্পণ ও পূর্ণচন্দ্রোদয়পাঠকস্য।

(৯ এপ্রিল ১৮৩৩। ২৯ চৈত্র ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—সম্পাদক মহাশয় এতন্মহানগর কলিকাতার মধ্যে নানাপ্রকার সম্বাদপত্র অর্থাৎ দর্পণ ও চন্দ্রিকা ও পূর্ণচন্দ্রোদয় ও জ্ঞানান্বেষণপ্রভৃতি

অত্যুত্তম শুশ্রূষণীয় দেশবিদেশীয় নানাবিধ সংবাদে পরিপূরিত হইয়া অতিসুশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ হইতেছে। তন্মধ্যে সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বিষয়ে অস্মদাদির কিঞ্চিৎ অভিযোগ যাহা তাহা নিবেদন করিতেছি। উক্ত সম্বাদ পত্রে সম্বাদের বিষয় অনেক ব্যাঘাত স্পষ্টরূপই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক প্রথমতঃ ঐ পত্রে স্থানের অল্পতা। তাহাতে শ্রীশ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধ ও নানাবিধ হিতোপদেশ ও সদুপদেশ ও নানাপ্রকার উপহাস ও ইতিহাসপ্রভৃতিতে কতিপয় পৃষ্ঠা পরিপূরিতা হইবায় স্থানশূন্যতা-প্রযুক্ত সমাচারবিষয়ক বিষয়সকল অত্যল্প প্রকাশ হইয়া থাকে। তন্নিমিত্তে সম্পাদক মহাশয় উক্ত সম্বাদপত্রের বাক্যবিন্যাসসকল উত্তম হইয়াও অনেকানেক পাঠকগণের মনোরম্যতার বিঘ্নতা বিলক্ষণ অবলোকন হইতেছে। আর যদ্যপিও তদ্বিচক্ষণ গুণগ্রাহক সম্পাদক মহাশয় ফাল্‌গুণস্য অষ্টাদশদিবসীয় চন্দ্রিকার ক খ স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরকের প্রতি এতদ্বিষয়ের একপ্রকার চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করিয়াছেন তথাপি অস্মদাদি তদুত্তরে নিরুত্তর না হইয়া কিঞ্চিদুত্তর প্রদান করিতেছি। সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে অস্মদাদির এতৎপত্র খবরের কাগজ জ্ঞান করিবেন না যেহেতুক ইহাতে নানাপ্রকার উপকারক বিষয়-সকল অর্থাৎ শ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধস্থ হিতোপদেশ ও নানাবিধ ইতিহাসপ্রভৃতি প্রকাশ হইয়া থাকে। সম্পাদক মহাশয় আমরা ইহার এই উত্তর করি যদ্যপি ঐ সমাচার পত্রে সাধারণে খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন এমত মানস ছিল তবে সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নাম না দিয়া কেবল পূর্ণচন্দ্রোদয় নাম দেওয়াই উচিত ছিল কেন না সম্বাদ শব্দ উহাতে যদ্যপি সংযোগ না থাকিত তবে অধিক সম্বাদ লিখনের বিষয়ে কস্মিন্‌কালেও কেহই লেখনী ধারণ করিতেন না। এবঞ্চ সম্বাদ পত্র নাম দিয়া অত্যল্প সম্বাদ লিখিয়া ইতিহাসপ্রভৃতি আলাতপালাত কথায় পত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন ইহাও সদ্ব্যক্তির সুযুক্তির অতিরিক্তভিন্ন অন্য কি উপলব্ধি হইতে পারে। আর দর্পণসম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করুন পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদক মহাশয়ের মানস যে স্বীয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে কেহ খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন সম্পাদক মহাশয়ই ইহার বিচার করুন যে যে পত্র প্রেরিত পত্র ও দেশবিদেশীয় কিঞ্চিৎ২ সম্বাদ সাহিত্যে প্রকাশ পায় তৎপত্র খবরের কাগজভিন্ন অন্য কি কহা যাইতে পারে। তবে খবরের কাগজে যে শ্রীশ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও চোর ধরা ও মণিপুর ইত্যাদি আলাতপালাত ইতিহাস লেখা ইহাও কোন্ যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে। আর সম্পাদক মহাশয় শ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধ ও হিতোপদেশ ও ইতিহাসপ্রভৃতি এসকল প্রায় তাবৎ গ্রন্থেই আছে সম্বাদ পত্রে লিখিবার আবশ্যক কি। আর যদি সমাচার কাগজে এ সকল লেখার রীতি থাকিত তবে তদ্ভিন্ন অন্যান্য সম্বাদপত্রে অবশ্যই অবলোকন হইত। সে যাহা হউক এইক্ষণে অস্মদাদির মানস এই যে যদ্যপি তৎসম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত পত্রে কিঞ্চিৎ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ও অন্যান্য ভিন্ন দেশীয় ও নগরীয় নানাবিধ সম্বাদ ও স্বীয় বক্তৃতা ও

প্রেরিতপত্রপ্রভৃতিদ্বারা পরিপূর্ণ পূর্ব্বক যথার্থ সম্বাদপত্র করিয়া প্রকাশ করেন তবেই অনেকানেক বিচক্ষণ পাঠকগণের বিলক্ষণ মনোরম্য হইতে পারে।…ইতি চৈত্রস্যাষ্টমদিনস্য। কেষাঞ্চিত হুগলিনিবাসিনাং পূর্ণচন্দ্রোদয় গ্রাহিণাঞ্চ।

(২ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৯ পৌষ ১২৪২)

কলিকাতার সম্বাদ পত্র।—বৎসরাবসানসময়ে কলিকাতা রাজধানীস্থ নানা সম্বাদপত্রের নিবর্ত্ত পরিবর্ত্তনাদি হইয়াছে। বিশেষতঃ রিফার্ম্মর ও কলিকাতার লিটেরেরি গেজেট স্বাতন্ত্র্যে প্রকাশিত না হইয়া বাঙ্গাল হেরাল্ডভুক্ত হইল। কিন্তু দুই সম্বাদপত্রসম্পাদক স্বাতন্ত্র্যেই আপনারদের অভিপ্রায়সকল লিখিবেন। এবং কলিকাতা ওরিয়ন্টল অবজর[বর] পত্র সম্পাদকতা ভার পুনর্ব্বার শ্রীযুত ষ্টকলর সাহেব আপনি গ্রহণ করিলেন।

(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭। ১৮ বৈশাখ ১২৪৪)

নূতন সম্বাদপত্র।—সম্বাদ সুধাসিন্ধু নামক এতদ্দেশীয় এক নূতন সম্বাদপত্রের এক প্রতিবম্ব আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ সুধাসিন্ধু বটতলানিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর দত্তকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া গ্রাহকেরদিগকে বিন্দুতুল্য মাসিক অর্দ্ধেন্দু মূল্যে অর্পণ হইতেছে।

(২৯ জুলাই ১৮৩৭। ১৫ শ্রাবণ ১২৪৪)

নূতন সম্বাদপত্র।—শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে এতদ্দেশীয় ব্রজনাথ মৈত্রনামক ধনাঢ্য এক মহাশয় বৃত্তান্ত সৌদামিনীনামক বঙ্গভাষায় এক সম্বাদপত্র প্রকাশার্থ স্থির করিয়াছেন এইক্ষণে তাহার অনুষ্ঠানবিবরণ সর্ব্বত্র প্রেরণ.হইতেছে।

(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

ইঙ্গরাজী নূতন পত্র।—কতিপয় মাসের মধ্যে যে কএক খান পত্র প্রচার হইয়াছে তাহা আমরা নিয়মিত মত পাঠ করিতেছি তাহারদিগের নাম ষ্টারইনদিইষ্ট রেইনবো আনামেগেজিন এবং খয়ের খাই হও [The Khyr Khahend] এই পত্রের পূর্ব্বোক্ত তিন খান ইঙ্গরাজী ভাষায় প্রকাশ হইতেছে তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পত্র প্রতি মাসে প্রকাশ হইয়া থাকে এবং তন্মধ্যে বিদ্যাবিষয়ক বর্ণনা ও কিয়ৎ২ ধর্ম্ম বিষয়ক আন্দোলনও আছে এই পত্রের ছয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে তাহার লিখিত অনেকানেক বিষয় পাঠে বোধ হইয়াছে যে তদ্বিবরণ সমুদয় যুবা ব্যক্তিবর্গের পাঠাবশ্যক আনন্দজনক ও উপকারক বটে। আমরা শুনিয়াছি যে ঐ পত্র উত্তমোত্তম বিদ্যাগারস্থ পাঠোত্তীর্ণ কতিপয় ব্যক্তিরা সম্পন্ন করিতেছেন কিন্তু গ্রাহক অত্যল্প আছে। দ্বিতীয় লিখিত পত্র বহুবাজারস্থ বেনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউসন নামক বিদ্যাগারস্থ ছাত্রদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া প্রতিমাসে দুইবার প্রকাশ হয়। তৎপত্র যে

সকল অল্পবয়স্ক বালকদিগের দ্বারা লিখিত হয় তাহা শুনিয়া আমরা ঐ বিদ্যালয়ের বালকদিগকে প্রচুর বিদ্যোপার্জ্জন শীঘ্র হওন বিষয়ে বিশেষ ধন্যবাদ দিই…। তৃতীয়োক্ত পত্রের কেবল প্রথম সংখ্যাই কতিপয় হিন্দু বালক কর্ত্তৃক প্রকাশ হইয়াছে তাহার গুণ কথনে আমরা কোন প্রমাণ পাইলাম না যেহেতুক ঐ পত্র কোন ইঙ্গরাজী পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে একারণ তাহা নূতন বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে একারণ তাহা নূতন বলিয়া অথবা যুবালোকেরদিগের ক্ষমতায় কৃত ভাবিয়া যে কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিবেন তাহাও হইল না অতএব অতিন্যূন মূল্য করাতেও তাহা বিক্রয় হইল না। এবং শুনা গিয়াছে যে ঐ পত্রের যে ১ সংখ্যা ৫০০ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বিক্রয় হওনের পর দ্বিতীয় সংখ্যা মুদ্রাঙ্কন হইবেক অতএব নিশ্চয়ই হইয়াছে যে তাহার আর সংখ্যা প্রকাশ হওন দুর্ল্লভ। চতুর্থোক্ত পত্র বারাণসী নিবাসি পাদরি মেথর সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া স্কুলবুক সোসাইটী যন্ত্রে প্রকাশ হইতেছে তাহা রোমানাক্ষরে উর্দ্দু ভাষায় লিখিত হয় এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ধর্ম্মপুস্তকান্তর্গত বিবরণ সকল লিখিত হয় এই পত্র প্রকাশে সাহেবের অভিপ্রায় এই যে ইঙ্গরাজ লোকের যে সকল চাকর জবন ও হিন্দুস্থানি আছে তাহারা ঐ ভাষা প্রায়ই বুঝে অতএব তাহারদিগকে রোমান অক্ষর চিনাইয়া পড়াইলেই অনায়াসে ঐ ধর্ম্মের আলোচনা হইবে…।—পূর্ণচন্দ্রোদয়।

(৬ জানুয়ারি ১৮৩৮। ২৪ পৌষ ১২৪৪)

সম্বাদ গুণাকর।—বঙ্গভাষায় সম্বাদ গুণাকরনামক এক অভিনব সম্বাদপত্র শ্যামপুকুরিয়া-নিবাসি শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র বসুকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া এই সপ্তাহাবধি প্রকাশ হইতেছে। ঐ সম্বাদপত্র সপ্তাহের মধ্যে দুইবার মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশ পাইবে। ঐ অমূল্য গুণাকরের মূল্য কেবল ১ টাকামাত্র স্থির করিয়াছেন। [ক্যালকাটা কুরিয়র]

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

আমরা শ্রবণ করিলাম যে গুণাকর সম্পাদক গুণাকর নামক কাগজ প্রতি দিবসে প্রকাশ করিবেন ঐ কাগজ বাঙ্গালা ভাদ্রমাসীয় প্রথম দিবসে প্রকাশ পাইবে কিন্তু ইহার মর্ম্ম কিছুই এইক্ষণপর্য্যন্ত বুঝিতে পারি না যে রাজার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে অথবা সর্ব্ব বিপক্ষে কিম্বা ব্রহ্মসভার অথবা ধর্ম্ম সভার পক্ষে কিম্বা এই সকলের মধ্য হইতে এক টাইঁ বা হয় তাহা জানিতে পারি না কিন্তু যথার্থ বাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইহাঁকে আমরা বন্ধুজ্ঞানে আমোদ করিব।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৩১ মার্চ্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

এতদ্দেশীয় বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র সম্পাদক মহাশয় বর্গের প্রতি নিবেদন। দেশোপকারক শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—বিহিত সম্বোধন পূর্ব্বক নিবেদনমিদং এতন্মহানগর

কলিকাতা মধ্যে কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রের প্রাচূর্য্য হইয়াছিল মধ্যে কিয়ৎকাল ম্রিয়মাণ থাকিয়া এক্ষণে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধিই দৃষ্ট হইতেছে যে এই কয়েকটা বাঙ্গালা ভাষার সম্বাদ পত্র অর্থাৎ সমাচার দর্পণ জ্ঞানান্বেষণ সমাচার চন্দ্রিকা সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সংবাদ প্রভাকর সংবাদ গুণাকর সংবাদ সুধাসিন্ধু বঙ্গদূত প্রভৃতি বঙ্গভাষায় নিয়মিত মত উত্তমরূপ চলিতেছে ইহাতে অস্মদ্দেশীয় সমাচারপত্রের এক প্রকার শ্রীবৃদ্ধিই কহিতে হইবেক। যাহাহউক এবং প্রকার রীত্যনুসারে পূর্ব্বোক্ত পত্র সকল প্রচলিত থাকিলে এতদ্দেশীয় ও অন্য-দেশীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালি দিগের জ্ঞানগুণ বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বটে কিন্তু ইংলণ্ড দেশের সহস্রাংশের একাংশও এতদ্দেশে প্রচলিত নাই ফলতঃ এদেশের অবস্থা বুঝিয়া যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট কহিতে হইবেক। অপরন্তু কোন২ সম্বাদ পত্র কত সংখ্যক লোক গ্রহণ করেন যদিস্যাৎ পূর্ব্বোক্ত সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা করুণা প্রকাশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বীয়২ সম্বাদ পত্রের গ্রাহক বর্গের নামধাম সম্বলিত এক২ তালিকা প্রকাশ করেন তবেই নিশ্চয় হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রে কত সংখ্যক লোক সাহায্য প্রদান করেন তাহা প্রকাশ হইলে অনেকের অশেষোপকার হইবার সম্ভাবনা···। তাং ৫ চৈত্র সন ১২৪৪ সাল। কস্যচিৎ বিজ্ঞাপন প্রকাশাভিলাসি দর্পণ পাঠকস্য।

(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আষাঢ় ১২৪৫)

আমরা এক নূতন সংবাদ পত্র গত সপ্তাহে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় অহ্লাদিত হইয়াছি এই পত্র এতদ্দেশীয় এক জন কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া শ্রীযুত উলাষ্টান সাহেবের যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এই পত্র অতি সুদৃশ্য হইয়াছে আর ইহার এক অতি মনোহর নাম [*The Anna Magazine*] প্রদান করিয়াছেন।

সম্পাদক যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে এই অভিপ্রায় যে কেবল অন্য পত্রহইতে গ্রহণ করিবেন কিন্তু আমরা অনুমান করি যে কেবল অন্যের উপকারার্থ লইবেন এমত নহে সকলের আহ্লাদজনকও হইবে। আমরা বাঞ্ছা করি যে ঐ সম্পাদকের এতদ্বিষয়ে ফল জন্মে এবং যেমত ইউরোপীয়ে উপকারক ও ব্যবহার্য্য হইতেছে তাহার ন্যায় ব্যবহার্য্য হয়।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

অপর এক ইঙ্গরেজী বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র।—জ্ঞানান্বেষণ ও দর্পণ এই দুই সম্বাদ পত্র ইঙ্গরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশ হইয়া থাকে কিন্তু এইক্ষণে আমরা অবগত হইলাম যে কলিকাতা নগরের উত্তরভাগস্থ কতিপয় ধনি সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা অপর এক ইঙ্গরেজী বঙ্গ ভাষাতে সম্বাদ পত্র প্রকাশার্থ সভা স্থাপন করিয়াছেন।—হরকরা, ১ আগষ্ট।

(১০ নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কার্ত্তিক ১২৪৫)

বাঙ্গালা প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের বিষয়।—মৎসুহৃদ্বরের শ্রীযুত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞতমেষু। মহানগরী কলিকাতা কমলালয়স্থ ভাগ্যধর গুণাকর মহাশয়দিগের কর্ণে অস্মদাদি কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ইংরাজী ও বাঙ্গলা সমাচার পত্রের দ্বারা ধ্বনিত হইয়া থাকিবেক যে সংবাদ অরুণোদয় নামে এক প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র এক টাকা মাসিক মূল্যে কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব। তাহা ভবিষ্যতে সুনির্ব্বাহ হইতে পারে তৎপ্রত্যাশায় পূর্ব্বোক্ত পত্রে অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র প্রেরণ করা যাইতেছে তদ্দৃষ্টে অনেকে অনেক মত কহিতেছেন···।

···এক্ষণে ঐ পত্রগ্রহণার্থ প্রায় ২৫০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অনেকে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন যে তৎ পত্র কি পরিমাণে কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইবেক তাহা বিবেচনান্তে গ্রহণে রত হইবেন এতএব ঐ পত্রের এক আদর্শ শীঘ্রই প্রকাশ করিয়া সর্ব্বাসাধারণ সমীপে প্রেরণ করিব···। শ্রীজগন্নারায়ণ শর্ম্মণঃ।

(২৩ মার্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫)

পূর্ব্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি [গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ] ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে এবং অতি সুপরামর্শ বিহিত নানাবিধ আছে তজ্জন্য আমারদিগের দেশস্থ লোকেরা ঐ সংবাদ কাগজে সাহায্য করিবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৮ জানুয়ারি ৮৪০। ৬ মাঘ ১২৪৬)

রাজা রাজনারায়ণের অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি।—ভাস্করসম্পাদকের প্রতি রাজা রাজনারায়ণ রায় যে আইন বিরুদ্ধ ও আশ্চর্য্য ব্যাপার করিয়াছেন তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকেরই দৃক্‌পাত হইয়াছে এবং বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা অতি শীঘ্র আদালতে আনীত হইবেক।

দৃষ্ট হইতেছে যে ভাস্কর সম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে এই লেখে যে উক্ত রাজা দুই জন ব্রাহ্মণকে ধর্ম্ম সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন এবং আন্দুল নিবাসি এক জন ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের কন্যার সহিত বিবাহ দেওনোপলক্ষে অন্যান্য ব্রাহ্মণের প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছেন ঐ পত্রের মধ্যে আরো রাজবংশীয়েরদের কুকর্ম্মের বিষয় উল্লিখিত ছিল তাহা প্রায় সকল লোকেরই সুবিদিত আছে কিন্তু ঐ সম্পাদক মহাশয় ঐ পত্র প্রকাশ না করিয়া কেবল এই মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রাজার এই রূপ কর্ম্ম করা অনুচিত কিন্তু রাজা ইহাতেই উন্মাম্বিত হইয়া দিবাভাগে কলিকাতা শহরের রাস্তার মধ্যেই ঐ সম্পাদক মহাশয়কে প্রহার পূর্ব্বক ধৃত করণার্থে কএক জন অস্ত্রধারি লোক পাঠাইলেন তাহাতে ঐ সকল লোক অতি নির্দ্দয়তা রূপে তাঁহাকে মারপিট করিয়া লইয়া

যায় কথিত আছে যে আন্দুল পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে। এবং তৎপরে শুনাগেল যে তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে দুই ক্রোশ অন্তরিত এক গ্রামের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়াছে।

ইত্যাদি বিষয়ে শপথ পূর্ব্বক সুপ্রিম কোর্টে এক বিজ্ঞাপন করা গেল এবং রাজার উপরে এমত পরওয়ানা জারী হয় যে তিনি অগৌণে ঐ সম্পাদককে কলিকাতার আদালতের মধ্যে উপস্থিত করেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই বিষয়ে অতিসূক্ষ্ম তজবীজ হইবেক এবং যদ্যপি এই সকল উক্তি সত্য হয় তবে রাজার এই ঘোরতর অপরাধের যথোচিত দণ্ড হইবে। কোন ব্যক্তি রাজা বাহাদুর খ্যাতি ধারণ করিয়া এইরূপে কোন পত্র সম্পাদককে ধৃত করণ পূর্ব্বক আপন বাটীতে লইয়া যন্ত্রণা দেন ইহা নিতান্ত অসহ্য ব্যাপার। এই রূপ ব্যাপার করাতে রাজা কেবল বেআইনী কর্ম্ম করিয়াছেন এমত নহে কিন্তু নিতান্ত পাগলামি করা হইয়াছে যদ্যপি এই বিষয় রাজা তুচ্ছ করিয়া কিছু মনোযোগ না করিতেন তবে তাঁহার বংশের গ্লানি সূচক উক্তিসকল প্রায় কেহ স্মরণ করিতেন না কিন্তু তিনি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত ঐ গ্লানি সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইবেক। যাঁহার পত্র দ্বারা তাঁহার মনোমধ্যে এমত রাগোদয় হইয়াছে সেই পত্র পাঠ করিতে কাহার বাসনা না জন্মিবে।

এই বিষয়ের নীচে লিখিত বিবরণ আমরা কুরিয়র সম্বাদ পত্র হইতে প্রাপ্ত হইলাম। কল্য অপরাহ্ণে শ্রীযুত টর্টন সাহেব রাজা রাজনারায়ণ রায়ের নামে হাবিয়স কর্পস নামক পরওয়ানা পাইলেন তাহাতে এই হুকুম ছিল যে ঐ অভাগা ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযুত শ্রীনাথ রায়কে আদালতে উপস্থিত করেন। যে বিবরণ পত্রক্রমে এই পরওয়ানা দেওয়া গেল তাহাতে শপথপূর্ব্বক এমত লিখিত ছিল যে কএক জন লাঠিয়ারা ও অস্ত্রধারি ব্যক্তি শ্রীনাথ রায়কে ধরিয়া প্রহার করিয়াছে এবং ঐ প্রহারকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে তোমরা এই মারপিট কাহার হুকুমে করিতেছ তাহারা কহিল যে মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরের হুকুমে করিতেছি মহারাজ আমারদিগকে হুকুম দিয়াছেন যে ঐ শ্রীনাথের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া আইস। ঐ সাক্ষিরা আরো লেখেন যে আমরা দেখিলাম আন্দুলের বাটীতে রাজার সম্মুখেই তাঁহার দূতেরা শ্রীনাথ রায়ের গাত্রে বিছোটি লাগাইতেছে তাহাতে শ্রীনাথ রায় অত্যন্ত যন্ত্রণায় চীৎকার শব্দে দোহাই২ করিতেছেন। আমরা এই বিষয়ে এইক্ষণে আর কিছু কহিলাম না যেহেতুক শ্রীনাথ রায় সুপ্রিমকোর্টের অধীন আছেন এইক্ষণে যথার্থ যাহা তাহাই হইবে।

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

শ্রীনাথ রায়।—কল্য রাত্রে আমরা শুনিলাম যে শ্রীযুত শ্রীনাথ রায়কে পূর্ব্বকার কারাগার হইতে উঠাইয়া লইয়া শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের কলিকাতার শহর তলিস্থ উদ্যান বাটীতে কএদ রাখিয়াছে এবং অদ্য পর্য্যন্তও তিনি তথায় বদ্ধ আছেন। এই বিষয়ে

ইহা মন্তব্য যে শ্রীনাথ রায়কে যে ব্যক্তি প্রথম কএদ করেন এবং এইক্ষণে যাঁহার উদ্যান বাটী তাঁহার কারাগার হইয়াছে ইঁহারা উভয়ই ধর্ম্মসভার অন্তঃপাতি মহাশয়।

—০—

অভাগা ভাস্করসম্পাদকের অবস্থা অদ্যাপি গূঢ়ভাবে আছে নগরস্থ দেশীয় লোকেরদের মধ্যে এমত জনশ্রুতি আছে যে তিনি সীমলা নিবাসি একজন অতিধনাঢ্য বাবুর বাটীতে কএদ আছেন এবং তাঁহার পক্ষ হইতে রাজা রাজনারায়ণ রায়ের নামে যে নালিস হইয়াছে তাহা হইতে ক্ষান্ত হওনার্থ তাঁহাকে অনেক টাকার লোভদর্শাইয়া যত্ন করা যাইতেছে। অতি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনা গিয়াছে যে অল্প কাল হইল আন্দুল হইতে নীত হইয়া তিনি এইক্ষণে রাজা রাজনারায়ণ রায়ের সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তির জিম্মায় আছেন। এবং ঐ ব্যক্তি ঐ সম্পাদককে ধৃত রাখণের ঝুঁকি আপনার শিরে লইয়া এই মোকদ্দমা অতি ঘোরাল এবং বিলম্বসাধ্য করণের উদ্যোগ করিতেছেন এবং আইনসম্মত রাজার যে দণ্ড বিহিত হয় তাহা এড়াইতে চাহেন। সে যাহা হউক শ্রীনাথ রায় যে এইক্ষণে প্রাণে২ রক্ষা পাইয়াছেন ইহাই অতি সন্তোষক বিষয়।

তৎপশ্চাৎ সম্বাদ পত্র পাঠে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম যে এইক্ষণে শ্রীনাথ রায় রাজা রাজনারায়ণ রায়ের হস্ত হইতে খালাস পাইয়াছেন এবং ঐ রাজা রাজনারায়ণ রায় স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিবেন।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২০ মাঘ ১২৪৬)

শ্রীরাজা রাজনারায়ণ রায় ভাস্কর সম্পাদককে প্রহার করাতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে ভাস্করের জয় শ্রবণে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি এবং আশ্বাস করি যে উক্ত রাজা রাজশাসন কর্ত্তারদিগের আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু বিলক্ষণরূপে দণ্ডনীয় হইয়াছেন নতুবা অপরাপর অবাধ্য মফঃস্বলস্থ দুরাত্মারা সততই রাজাজ্ঞালঙ্ঘন করিবে অতএব যাহাতে উচিত মতে বিহিত হয় তাহা কোর্টের কর্ত্তব্য হইয়াছে এবং এই মোকদ্দমা সুপ্রিমকোর্টে কিরূপে নিষ্পত্তি হয় তাহা দেখিলে পরে এতাবদ্বিষয়ে যথেষ্ট লিখিব।—[জ্ঞানান্বেষণ]

(১৪ মার্চ ১৮৪০। ২ চৈত্র ১২৪৬)

ভাস্কর সম্পাদক।—ভাস্কর সম্পাদকের ব্যাপারের বিষয়ে লোকের অনুরাগ নিবৃত্তি প্রায় হইয়া আসিতেছে। তিনি রাজা রাজনারায়ণ রায় কর্তৃক আর কএদ নহেন এমত সকলেরই নিশ্চয় হইয়াছে। অতএব সকলেই জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি যদি মুক্ত আছেন তবে আর কি নিমিত্ত দেখা দেন না। অনেকে অনুমান করেন যে তিনি এইক্ষণে আপনাকে গোপনে রাখিতেছেন অতএব যদ্যপি ইহা সমূলক হয় তবে তাঁহার প্রতি লোকের যে করুণা হইয়াছিল এইক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে ঘৃণা জন্মিবে।

(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯। ১৫ বৈশাখ ১২৪৬)

১২৪৫ সালের বর্ষফল।—

জ্যৈষ্ঠ।...শ্রীযুত গ্রেহম সাহেবকর্ত্তৃক ইষ্টইণ্ডিয়া পুলিটিকেল নামক এক সপ্তাহিক সম্বাদ পত্র প্রকাশ পায়।

ভাদ্র। সংবাদ অরুণোদয় নামে এক বাঙ্গালা প্রত্যাহিক পত্র প্রচার হওনের কল্পনা।

আশ্বিন।...মুর্শিদাবাদে ইঙ্গরাজী সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয়।

পৌষ।—সংবাদ পূর্ণোচন্দ্রোদয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তৎসম্পাদন কার্য্যে শ্রীউদয়চন্দ্র আঢ্যের নাম প্রকাশ হয়।

—সংবাদ দিবাকর প্রকাশ হয়।...

—সংবাদ সৌদামিনী প্রকাশ হয়।

চৈত্র।—সংবাদ ভাস্কর নামে এক অতি মনোরম সপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ হয়।...সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়।

(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬)

বহু কালাবধি বহুকষ্ট শ্রেষ্ঠে অর্থাভাবে সপ্তাহিক বঙ্গদূত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি সে মৃত কল্প পত্র ভস্ম উপলক্ষ করিয়া পুনর্ব্বার সজীব হইয়াছে আমরা বোধ করি পাঠকবর্গরা ইহা জ্ঞাত নহেন। কিন্তু আমরা ঐ সম্পাদকের ঐ নূতন প্রযত্ন বিষয়ে কিছু অল্প আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যাহাহউক সর্ব্বসাধারণের উপদেশকতারূপ ধর্ম্ম যুক্ত সম্পাদকগণ মধ্যে আমরা তাহাকে গণনা করি এবং সতত এই বাঞ্ছা করি যে ঐ পত্র স্বচ্ছন্দে চিরজীবি হইয়া থাকুন। যদ্যপি উক্ত সম্পাদক উক্ত পত্র কি২ রীতি নীতি দ্বারা নির্ব্বাহ করিবেন তাহা প্রকাশ করেন তবে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি যে২ রীত্যনুসারে এই পত্র নির্ব্বাহ হইবে তাহা প্রকাশ করণ আমারদিগের পরামর্শ সিদ্ধ হয় কারণ সেই রীতি নীতি শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া যাঁহারা এতদ্বিষয়ে সাহায্য করেন নাই তাঁহারাও উদ্যোগী হইবেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২৪৬)

[ধর্ম্মতলার একাডিমিক্ নামক বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব অধ্যক্ষ] মেষ্টর ড্রামণ্ড সাহেবের সপ্তাহিক একজামীনের এবং কলিকাতা লেটররি রেজেষ্টর নামক অভিনব সংবাদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অবলোকন করিয়াছি।...জ্ঞানান্বেষণ।

(১২ আগষ্ট ১৮৩৭। ২৯ শ্রাবণ ১২৪৪)

ডাকের দ্বারা সম্বাদপত্র প্রেরণ।—নানা রাজধানীতে নানা ভাষাতে যত সম্বাদপত্র প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে কত পত্র ডাকের দ্বারা প্রেরণ করা যায় তাহার এক ফর্দ্দ গত

সপ্তাহের ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়াতে প্রকাশ হইয়াছে। তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে ৪২ খান সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে। এতদ্দেশের মধ্যে যত ইঙ্গরেজী সম্বাদপত্র মুদ্রাঙ্কিত হয় এবং ডাকের দ্বারা কত প্রেরিত হয় তাহার ফর্দ্দ প্রকাশ করিলে পাঠক মহাশয়েরদের তাদৃশ উপকার নাই কিন্তু তাঁহারদের জ্ঞাপনার্থ এই রাজধানী বা অন্য রাজধানীতে দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত সম্বাদপত্র ডাকের দ্বারা কত বাহির হয় তাহার এক বিবরণ প্রকাশ করিলাম তথাপি তদ্দ্বারা কত সম্বাদপত্র বিক্রয় হয় নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া যাইবে না যেহেতুক শহরের মধ্যে যত বিক্রয় হয় তাহা আমরা জ্ঞাত হইয়া লিখিতে পারিলাম না ডাকের দ্বারা প্রেরিত অপেক্ষা তাহা অনেক অধিক হইবে।...

শ্রীরামপুর	...	সমাচার দর্পণ	...	বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী	...	১৩৭
বোম্বাই	...	দর্পণ	...	মহারাষ্ট্রীয় ও ইঙ্গরেজী	...	৬১
আগ্রা	...	আগ্রা আকবার	...	পারস্য	...	৩৭
লুধিয়ানা	...	লুধিয়ানা আকবার	...	পারস্য	...	২৯
কলিকাতা	...	সুলতানউল আকবার	...	পারস্য	...	২৭
দিল্লী	...	দিল্লী আকবার	...	পারস্য	...	২৫
কলিকাতা	...	জামজাঁহানামা	...	পারস্য	..	২২
বোম্বাই	...	চাবুক	...	পারস্য	...	১৭
কলিকাতা	...	মথে আলম আফরোজ	...	পারস্য	...	১৫
কলিকাতা	...	জ্ঞানান্বেষণ	...	বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী	...	১১
কলিকাতা	...	সমাচার চন্দ্রিকা	...	বাঙ্গলা	...	১১
মান্দ্রাজ	...	চিনেপটম বরটাণ্ডা	...	জেন্ট	...	১০
বোম্বাই	...	সমাচার	...	...	...	১০
বোম্বাই	...	জেমিজমসিদ	...	পারস্য	..	৫
কলিকাতা	...	আইন সেকন্দর	...	পারস্য	...	৫২

(১০ মার্চ্চ ১৮৩৮। ২৮ ফাল্গুন ১২৪৪)

সম্বাদ পত্র চালান।—কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীহইতে এতদ্দেশীয় যত সম্বাদ পত্র গত বৎসরের জানুআরি মাসে ১ তারিখে এবং বর্ত্তমান বৎসরের ফেব্রুআরি মাসের ১ তারিখে ডাকেরদ্বারা প্রেরণ হইয়াছে তাহার সংখ্যা আমরা ফ্রেণ্ডঅফ ইণ্ডিয়া সম্বাদ পত্রহইতে গ্রহণ করিলাম। এই সংখ্যাদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে ডাকের দ্বারা প্রেরিত কোন্ সম্বাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি বা ন্যূন হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক মুদ্রাযন্ত্রের নিজনগরের মধ্যে কত সম্বাদপত্র প্রেরণ করা যায় তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করণের কোন উপায় দৃষ্ট হয় না।

				জানুয়ারি ১৮৩৭	ফেব্রুআরি ১৮৩৮
সমাচার দর্পণ	...	বাঙ্গলা ইঙ্গরেজি	...	১১২	১৩৬
বোম্বাই দর্পণ	...	মারহাট্টা ও ইঙ্গরেজি	...	৪৩	৫৪
দিল্লী আখবার	...	পারস্য	...	২৫	৩০
লুধিআনা আখবর	...	ঐ	...	২৭	২৮
সুলতান আখবর	...	ঐ	...	৩০	২৭
জাম জেহান নামা	...	ঐ	...	২০	২৬
বোম্বাই চাবুক	...	ঐ	...	১২	২৫
মাহালেম আক্রোজ	...	ঐ	...	১৫	২৪
জ্ঞানান্বেষণ	...	বাঙ্গালা ইঙ্গরেজি	...	৭	২১
চিনেপাটাম বৃত্তান্ত	...	তৈলঙ্গ ভাষায়	...	২	১৯
বোম্বাই সমাচার	...		...	১৩	১৫
চন্দ্রিকা	...	বাঙ্গলা	...	১২	১২
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	...		...	০	৮
দাসানবিনামী	...	তামিল ভাষায়	...	০	৭
জাম জামসীদ	...	পারস্য	...	৫	০

ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা

(৩০ জুলাই ১৮৩১। ১৫ শ্রাবণ ১২৩৮)

আসামদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি।—আসামদেশে সরকারী কর্ম্মকারক শ্রীযুত যজ্ঞরাম ফুকনকৃত ইঙ্গরেজী পদ্যের বাঙ্গলা পদ্যেতে অনুবাদ আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক এ সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম। ঐ অনুবাদেতে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা। এবং ঐ মহাশয় অন্য এক বৃহৎ ইঙ্গরেজী পুস্তক স্বদেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করিয়া দেশোপকারার্থ সংপ্রতি তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিতে কল্প করিয়াছেন। আসামদেশীয় শ্রীযুত হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকনের এতদ্বিষয়ক উদ্যোগ পাঠক মহাশয়েরা ইহার পূর্ব্বেই জ্ঞাত আছেন অনুমান আঠার মাস হইল তিনি আসাম বুরঞ্জিনামক এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়া অনেক লোকের সন্তোষ সম্পাদন করেন।

আসামদেশ এইক্ষণে কেবল প্রায় সাত বৎসর হইল ইঙ্গলণ্ডীয়াধিকারের ব্যাপ্য অতএব তদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়েরা যে এই অল্পকালের মধ্যে এতাদৃশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহাতে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং তাঁহারদের যথার্থ প্রাপ্য এই প্রশংসা বিন্দুতে যদ্যপি তাঁহারা উদ্যোগসিন্ধুতে মগ্ন হন তবে আমারদের আরো পরম সন্তোষ

জন্মিবে। আসামদেশীয় অতিমান্য লোকেরা বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশপ্রচলিত ভাবব্যাপারের সঙ্গে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা সম্পর্ক রাখেন। ঐ আসামদেশস্থেরা যাদৃশ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রগ্রাহক তাদৃশ প্রায় বঙ্গদেশের কোন জিলায় দৃষ্ট হয় না। অপর বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক জিলাহইতে কোন প্রেরিতপত্র সম্বাদপত্রে কখন দৃষ্ট নাই কিন্তু আমারদের কিম্বা অন্য২ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র সম্পাদকেরদের নিকটে আসামদেশহইতে যে সপ্তাহে প্রেরিতপত্র না আইসে এমত সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ। অপর আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক লিখি যে আসামদেশের সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত সাহেবেরা এবং তাঁহারদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও পরোপকারক শ্রীযুত স্কট সাহেব তদ্দেশে স্কুল স্থাপন করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে তাহাতে কেবল বাঙ্গালা ভাষার অধ্যয়ন হইবে। বঙ্গভাষা ও আসাম ভাষার মধ্যে বৈলক্ষণ্য যৎকিঞ্চিৎ অতএব এই নিয়মে যে সুফল দর্শিবে এমত সম্ভাবনা যেহেতুক বঙ্গদেশীয়েরদের উপকারার্থ যে সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ হইবে তাহাকে আসামদেশীয়েরা তদুপকার সম্ভোগী হইবেন।

(১১ মে ১৮৩৩। ৩০ বৈশাখ ১২৪০)

দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা গ্রন্থ অধ্যয়নার্থ সংস্কৃত ও আরবীয় ভাষাহইতে স্বতন্ত্র করিয়া এমত কোন উপায় করেন যে জাতীয় বা ধর্ম্মবিষয়ক কোন অনুরোধ না করিয়া ঐ ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসাধারণ লোকের অনায়াসে প্রাপণীয় হয় তবে কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হইতে পারে। যদ্যপি হিন্দু ও মুসলমানের যাবৎ ব্যবস্থার গ্রন্থ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে প্রকাশ হয় তবে তাহা অত্যল্প আয়াস সাধ্য হইতে পারে ইত্যাদি অনেক লিখিয়াছেন ফলতঃ তাহার তাৎপর্য্য এই ব্যবস্থা গ্রন্থ তাবৎ ভাষায় প্রকাশ হইলে আদালতে পণ্ডিতের আবশ্যক থাকিবেক না।

উত্তর দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের অভিপ্রায়ে আমরা সম্পূর্ণরূপ অসম্মত কেন না পণ্ডিতব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থের মীমাংসা হয় না যেহেতুক দায়াদি প্রকরণ নানা শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে অর্থাৎ মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্য উশনাঃ অঙ্গিরাঃ যম আপস্তম্ব সম্বর্ত্ত কাত্যায়ন বৃহস্পতি পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিত দক্ষ গোতম শাতাতপ বশিষ্ঠ ইত্যাদি মুনিগণের সংহিতা অপর ঐ সকল সংহিতা হইতে উত্থিত করিয়া দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা এবং দায়তত্ত্ব ও বিবাদরত্নাকর ও বিবাদচিন্তামণি এবং জৈনশাস্ত্রপ্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থসমূহ এতাবৎ তর্জ্জমা করা সুদুর পরাহত এবং ভাবান্তর না হইলেও ফল হইবেক না। যদ্যপি ইহার কিয়ৎ গ্রন্থ ভাষা হয় তাহা দৃষ্টে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকালে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে যেহেতুক প্রতিবাদী অন্যান্য গ্রন্থের প্রমাণ দর্শাইবেক। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা যে সকল ব্যবস্থা লেখেন তাহাতে নানা গ্রন্থের বচন তুলিয়া যুক্তি সিদ্ধকরণপূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া

ব্যবস্থা দেন ইহা কি ভাষা গ্রন্থদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে সর উলিয়ম জুন ও কোলব্রুক সাহেবপ্রভৃতির দ্বারা যে সকল গ্রন্থ তর্জমা হইয়াছে এবং ইদানীং গৌড়ীয় ভাষায় দায়প্রকরণের অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তদ্দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হইত। বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র সুকঠিন ইহা লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয় না এজন্য পূর্ব্বের পণ্ডিতেরা উক্ত গ্রন্থ সকলের টীকা করিয়া গিয়াছেন তথাচ সকল পণ্ডিতে সেই টীকা দেখিয়াও অর্থ করিতে পারেন না অতএব ইহা ভাষা হইলেই পণ্ডিতব্যতিরেকে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক এমত কদাচ নহে। অপর ইংলিস লা যে সকল গ্রন্থ তাহা ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত বটে তাহা পাঠ করিয়া কেন তাবৎ ইঙ্গরাজ লা বুঝিতে না পারেন কৌন্সেলির নিকট হইতে অপিনিয়ন লইতে হয় তাঁহারদের মধ্যে কাহারও ভ্রম জন্মে তৎপ্রমাণ দর্পণকার মহাশয়ই সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন অতএব এতদ্বিষয়ে আর বাহুল্য লিখিবার আবশ্যক বুঝিতে পারি না কিন্তু কতকগুলিন গ্রন্থ ভাষা হইলে ছাপাখানার উপকার আছে।—চন্দ্রিকা।

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ২৪ মাঘ ১২৪০)

এতদ্দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ।—ইহার বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানি-বাহাদুরের প্রতি ভারতবর্ষের চার্টর প্রদত্ত হইয়াছিল তখন পার্লিমেণ্ট অতিবদান্যতা ও বুদ্ধিবিবেচনা পূর্ব্বক এমত হুকুম করিলেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যয়নার্থ ও তাঁহারদের সৌষ্ঠবকরণার্থ প্রতি বৎসরে লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় হইবে। এবং যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্থানহইতে করস্বরূপ সংগৃহীত যত টাকা তাহার সঙ্গে খতিয়া দেখা গেল যে ঐ লক্ষ টাকা অত্যল্প এবং যে লোকেরদের উপকারার্থ ঐ লক্ষ টাকা ব্যয়করণ নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ লোকসংখ্যা ও ঐ টাকার সংখ্যার ঐক্য করিয়া দেখা গেল ঐ লক্ষ টাকা ঐ লোকসিন্ধু অপেক্ষা বিন্দু বোধ হইল তথাপি তাবৎ হিতৈষি ব্যক্তিরা তাহা শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং সকলের এমত ভরসা জন্মিল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা যাহাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপহইতে উদ্ধার পাইয়া তাঁহারদের বিদ্যাবুদ্ধির বৃদ্ধি হয় এমত কোন নিয়ম সৃজন হইয়া ফলোপধান হইবে। কিন্তু পার্লিমেণ্টের ঐ পরমহিতৈষিতাবিষয়ক কিছু মানস সফলকরণার্থ অনেককালপর্য্যন্তও কিছু উদ্যোগ দৃষ্ট হইল না। পরে ন্যূনাধিক দশ বৎসর হইল এক এডুকেসন বোর্ড সংস্থাপিত হইয়া ঐ লক্ষ টাকা তাঁহারদের হস্তে অর্পিত হইল কিন্তু ঐ বোর্ডের অগ্রগণ্য সাহেবের বিশেষ ভাব ও অনুরাগ দৃষ্টে এই বোধ হইল যে ঐ সকল টাকা যদ্যপিও অতিযথার্থরূপে ব্যয় হইবে তথাপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের যাহাতে মঙ্গল ও বিদ্যাবৃদ্ধি হয় এমত কার্য্যে ব্যয় হইবে না ফলতঃ তাঁহার এমত বোধ ছিল যে দেশীয় ভাষায় উত্তম২ গ্রন্থ অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কিত-করণাপেক্ষা ভূরি২ সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিতকরণের অধিক আবশ্যক ফলতঃ তাহাই সম্পন্ন হইল। এবং তাঁহার ঐ কল্প সিদ্ধ হওয়াতে এইক্ষণে এই ফলোদয় হইয়াছে যে ঐ লক্ষ টাকা নিযুক্ত

হওনের পূর্ব্বে যেমন পাঠাশালায় দেশীয় লোকেরদের ভাষার উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল তেমন এইক্ষণে বিংশতি বৎসরের পরেও তত্তুল্য অভাব আছে। গত অক্তোবর মাসে আমরা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রার্থনাপূর্ব্বক নিবেদন করিয়াছিলাম যে এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ অত্যল্প মাত্র উদ্যোগ হইয়াছে এবং ঐ বোর্ডের প্রধান২ সাহেবেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ তদ্ভাষার গ্রন্থ অনুবাদের নিমিত্ত ঐ তাবৎ টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়াছে এবং এক সময়ে ঐ বোর্ড কেবল সংস্কৃত গ্রন্থবিষয়ে মনোযোগী কোন সময়ে আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রিতবিষয়ে মনোযোগী এবং যখন মহাবিজ্ঞবিচক্ষণ শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলেন তখন কোরাণের ভাষা একেবারে প্রবল হইয়া উঠিল কিন্তু কখনই ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্গভাষা অর্থাৎ তিন কোটি লোকের ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না।

অপর শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেব স্কুল বুক সোসৈটির নিকটে যে বিজ্ঞাপন প্রস্তাব করিলেন তাহা গত বুধবাসরীয় ইণ্ডিয়াগেজেটে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমারদের ঐ উক্তি বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরদের আরবীয় ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতের প্রতি যে অতিশয় মনোযোগ আছে ইহা তিনি স্পষ্টই জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার ঐ বিজ্ঞাপনের দ্বারা আমরা এই আশ্চর্য্য বিষয় অবগত হইলাম যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ পার্লিমেণ্ট যে লক্ষ টাকা বৎসরে প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে যদ্যপি এই রাজধানীর অধীন অর্দ্ধেক প্রজারদের ভাষা অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষাতে কোন এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই তথাপি সংস্কৃত ভাষায় ১৩,০০০ গ্রন্থ আরবীয় ভাষায় ৫,৬০০ পারস্য ভাষায় ২৫০০ হিন্দী ভাষায় ২,০০০ সর্ব্বসুদ্ধ ২৩,১০০ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে কিন্তু ইহার কোন এক গ্রন্থের দ্বারাও বঙ্গদেশনিবাসিরদের উপকারের লেশও হইতে পারে না। আরো অবগত হইলাম যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা গত নয় বৎসরের মধ্যে উক্ত প্রকার গ্রন্থসকল মুদ্রাঙ্কিতকরণে এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার ন্যূন নহে ব্যয় করিয়াছেন অথচ ঐ টাকা যদি বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় হইত তবে সমুদায় প্রদেশই সত্য জ্ঞানোদয়ের আলোকেতে দেদীপ্যমান হইতে পারিত।

এতদ্বিষয়ক বাহুল্য লিখনের আমারদের স্থানাভাব অতএব সংক্ষেপে দুই এক উক্তিমাত্র লিখিতে পারি। আমারদের এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে ইহা বিবেচনা করিতে এই নিবেদন করিতে পারি যে তাঁহারদের প্রতি যদ্যপি ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিদ্যার ভাণ্ডার মুক্তকরণের কোন উদ্যোগ হয় নাই তবু ব্রিটিস পার্লিমেণ্ট কি গবর্ণমেণ্টের অনবধানতাতে এমত ত্রুটি হয় নাই। ইঙ্গলণ্ড দেশে ও ভারতবর্ষে কর্ত্তা মহাশয়েরা এতন্নিমিত্ত মুদ্রা অর্পণ করিয়াছেন বটে কিন্তু ঐ টাকা মহাবিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তিরদের বিশেষানুরাগ গ্রন্থার্থই ব্যয় হইয়াছে কিন্তু যাহাতে সাধারণোপকার হয় এমত গ্রন্থার্থ ব্যয় হয় নাই। এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যয়নার্থ পার্লিমেণ্ট

যে উপায় স্থির করিয়াছিলেন তাহাতে এইক্ষণে লোকেরদের যদ্যপি কিছু উপকার নাই তথাপি ঐ টাকা যে সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে ইহা ঐ অনুপকারের কারণ তাঁহারা বোধ না করুন বরং ঐ টাকা কলিকাতার ছাপাখানাতে ও কাগজবিক্রেতারদের নিকটে মেলা ঢালা গিয়াছে কিন্তু প্রায় কেবল কোরাণ ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণেতে ব্যয় হইয়াছে। তাহাতে কাহার বোধ না হইত যে ভারতবর্ষ সভ্যজাতীয়েরদের মধ্যে অগ্রগণ্য রাজার অধীন না হইয়া পারসীয় বাদশাহের অথবা তুরুকীয় রাজার অধীনে আছে। তন্মধ্যে কতক টাকা বরং অধিক টাকা সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতার্থ ব্যয় হইয়াছে বটে কিন্তু ব্যয়কর্ত্তারদের যদ্যপি এমত মানস থাকিত যে বঙ্গদেশীয় লোকেরদের যাহাতে কদাচ উপকার না হইতে পারে এমত কার্য্যেই ঐ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে ফলতঃ তদ্রূপই হইয়াছে অর্থাৎ ঐ সকল গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে ঐ অক্ষর প্রায় বঙ্গদেশীয় লোকেরা পড়িতে পারেনও না এবং পড়িবেনও না। ইহা তাঁহারদের নিকটে জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং ইহা দর্শানও গিয়াছে যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা প্রায়ই বিক্রয় হইতেছে না কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ ভিন্ন২ লোকেরদের নিজ ব্যয়েতে নানা মুদ্রাযন্ত্রালয়ে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া অনায়াসে বিক্রয় হইতেছে। পর্য্যাবসানে তাহার এই উত্তর করা যায় যে সংস্কৃত গ্রন্থ দেবনাগরভিন্ন অন্যাক্ষরে মুদ্রিত করিলে অতিঅপবিত্রের ন্যায় হইত এবং বঙ্গদেশীয় লোকেরাও যদি ঐ অক্ষর পড়িতে অসমর্থ হন তথাপি তাহা শিক্ষা করুন। এতদ্রূপে অতিবিজ্ঞানের সহস্র২ গ্রন্থেতে ঐ ভাণ্ডার ভারাক্রান্ত আছে অথচ ঐ সকল গ্রন্থ বঙ্গদেশীয় কেবল অত্যল্প লোকে পড়িতে পারেন কেহ ক্রয় করিবেন না।

(৪ জুলাই ১৮৩৫। ২১ আষাঢ় ১২৪২)

এতদ্দেশীয় সংস্কৃতাদি বিদ্যার পৌষ্টিকতা করণ।—কিয়ৎকালাবধি গবর্ণমেণ্ট প্রধান২ সংস্কৃত ও আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতের নিমিত্ত যে টাকা প্রদান করিতেছিলেন গত ৭ মার্চ তারিখে তাহা রহিতকরণের হুকুম হইল এবং যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহাও রহিত হইল ইহাতে সুতরাং আসিয়াটিক সোসৈটির অন্তঃপাতি মহাশয়েরদের অত্যন্ত খেদ জন্মিয়াছে যেহেতুক তাঁহারদের পরম বাঞ্ছা যে এতদ্দেশীয় বিদ্যা সুরক্ষিতা হইয়া বর্দ্ধিতা হয়। অতএব ঐ সোসৈটির শেষ বৈঠকে এই নিশ্চয় করা গেল যে গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার আনুকূল্য করেন এনিমিত্ত দরখাস্ত দেওয়া যায়। কুরিয়র সম্বাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্ট ঐ দরখাস্তের বিষয় উপেক্ষা করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে আসিয়াটিক সোসৈটির এইমাত্র উপায় থাকিল যে তাঁহারা এই বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরক্টর্সে দরখাস্ত দেন। প্রধান২ সংস্কৃত গ্রন্থসকল সংশোধন করিয়া মুদ্রাঙ্কিতকরণেতে দেশীয় মঙ্গলামঙ্গল লিপ্ত আছে অতএব তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কদাচ বিমুখ হইতে পারিবেন না।

(১৬ মে ১৮৩৫ । ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু।—···হে সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের বঙ্গদেশে বিচারস্থানাদিতে পারস্য ভাষায় সকল লিখিত পঠিত হইয়া থাকে তাহার তাৎপর্য্য কিছুই বোধগম্য হয় না। কেননা যে সকল কর্ম্মকারক রাজকর্ম্মে নিয়োজিত আছেন তাঁহারা প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি ভাষান্তর অপেক্ষা আপন২ ভাষা বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত আছেন এবং সাহেবান ইঙ্গরেজ বাহাদুর যাঁহারা রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা সকলে পারস্যেতে পারদর্শী নহেন কেননা পারস্যের কঠিন সংস্কার ইহা উত্তমরূপ সকলের হয় না এবং যে পারস্য সমুদয় ভাষাপেক্ষা দৃঢ়তর। দেখুন সংস্কৃত বাঙ্গালা ইঙ্গরেজী লেটিন আরমাণি জর্ম্মাণি ফ্রান্সিস ফিরিঙ্গি সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে গমন এবং সমুদয় বর্ণের পৃথক্২ সংস্থাপন কিন্তু এ দুরন্ত পারস্য সমুদয় রীতির বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বামাবর্ত্তি এবং বর্ণসকল বর্ণান্তরে মিশ্রিত হইয়া এককালে বিবর্ণ হইয়া রাজ-কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব বাহাদুরদিগকে সম্যক্‌প্রকারে কোন বিষয়ের বোধাধিকার হইতে পরাঙ্মুখ করিতেছে।

পূর্ব্বকালে যখন জবনাধিকার ছিল তখন তাঁহারা আপন স্বেচ্ছায় প্রজার অনিষ্টচিন্তায় বাঙ্গলা ভাষা রহিত করিয়া আপনারদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম বৃদ্ধিকরণজন্য নিজভাষা পারস্য চলিত করিয়াছেন তাহাতে নিরীহ বাঙ্গালি প্রজারা কি করিতে পারে সুতরাং তাহাই প্রচলিত আছে। কিন্তু সে জবনদিগের সম্যক্‌প্রকারে উচিত ফল এইক্ষণকার দেশাধিপতি শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুর দিয়াছেন কেবল তাহারদিগের অমূলজ পারস্য ভাষা প্রচলিত রাখিয়া দেশাধিপতির অন্যান্য প্রজাপেক্ষা অতিনিরীহ গতিরহিত বাঙ্গালি প্রজাদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়াছেন ইহা দেশাধিপতির ধর্ম্ম নহে কেননা প্রজাদিগের তুষ্টিতা পরমধর্ম্ম। অতএব প্রজাদির নিজভাষা চলিত না করিয়া অপর ভাষা যাহা···জবনেরা প্রচলিত করিয়াছে এ ধর্ম্মরাজ ইঙ্গরেজ বাহাদুর ঐ জবনদিগের অমূলজ ভাষা প্রচলিত রাখিয়া কেন ঢেরা সহী দেন। তাঁহারা কি আজ্ঞা করিলে এ রীতি নীতি পরিবর্ত্তন হয় না বরং ঐ···জবনদিগের ভাষা পরিত্যাগ করিলে উত্তমরূপে রাজকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ হইতে পারে যেহেতুক বঙ্গদেশে রাজকর্ম্মকারকেরা প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি তাঁহারা স্ব২ জাতীয় ভাষায় সকলেই বিজ্ঞ এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব বাহাদুরেরাও অত্যল্প পরিশ্রমে বর্ণজ্ঞান করিয়া স্বর্ণতুল্য পরিষ্কাররূপে আপন২ অক্ষিপাতদ্বারা তাহার মর্ম্ম বোধ করিতে সক্ষম হইবেন। কেননা বাঙ্গলা অক্ষর অতিপরিষ্কার ইহার যুক্তাক্ষরসকলও মুক্তার ন্যায় দীপ্তিমান থাকে অতএব কর্ম্মাধ্যক্ষ বাহাদুরেরা অতিস্থলভে ইহার বর্ণলিপি জ্ঞান করিয়া রাজকর্ম্মের নির্ব্বাহ অতিউত্তমরূপে করিতে পারিবেন।

বিচারস্থানাদিতে অর্থাৎ আদালত ইত্যাদিতে বাদি প্রতিবাদির উত্তর প্রত্যুত্তরনিমিত্ত অর্থাৎ মুদ্দৈ মুদ্দেলেহের সওয়াল জওয়াব ইহা প্রথমে অনেকে বাঙ্গলা ভাষায় আদান

প্রদান করেন পুনরায় তাহার প্রতিলিপি ভাষান্তরে অর্থাৎ পারস্যেতে তরজমা করিবার ফল কি কেননা কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের পক্ষে বাঙ্গলা ও পারস্য উভয়ই তুল্য ভাষা এতদুভয়ই তাঁহারদিগের স্বজাতীয় ভাষা নহে এবং বাদি প্রতিবাদির পক্ষে কেবল পারস্য বিজাতীয় ভাষা হইতেছে অতএব এই উভয় বিজাতীয় ভাষার প্রচলিত থাকাতে সুতরাং বিচারের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হওনের ত্রুটি জন্মে যদ্যপি বাঙ্গলা অক্ষর কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের বিজাতীয় বটে তথাপি বাঙ্গলা অক্ষরের পরিষ্কারতাপ্রযুক্ত ও কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের স্বজাতীয় বুদ্ধির প্রখরতাজন্য কোন বিষয়ের মর্ম্মবোধে পরাধীন না হইয়া স্বয়ং সক্ষম হইয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারাদিদ্বারা বাদী প্রতিবাদির চিত্তমালিন্য দূর করিতে সক্ষম হইবেন এবং বাদি প্রতিবাদির স্বজাতীয় ভাষাক্ষরে বিষয়াদির অনবধানের কোনপ্রকারেই সম্ভাবনা নাই অতএব যাহাতে উভয়পক্ষের সুলভে বিষয়মাত্রেরি ভাবাভাব হঠাৎ লাভ হয় এবং দেশাধিপতির ব্যয়ের অল্পতা হয় কেননা অনেক বাঙ্গলা লেখক যাহা ১০ মুদ্রা মাসিক বেতনে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে পারস্যের লেখক বিংশতি মুদ্রা লাগে অতএব এমন সুলভ ভাষা প্রচলিত না করিয়া তাহার প্রতিলিপিদ্বারা সম্যক্‌প্রকারে গৌণকল্প করেন যদ্দ্বারা বাদি প্রতিবাদিদিগের বিচারাদি নিষ্পত্তি হইবার অনেক বিলম্ব হয় কেননা এক ভাষা অন্য ভাষায় লিখিতে সুতরাং বিলম্বের সম্ভাবনা এবং দেশাধিপতির কিঞ্চিদধিক ব্যয়ও বটে।

যদ্যপি দেশাধিপতি রীতি নীতির পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত পারস্য রহিত করিয়া বাঙ্গলা প্রচলিত না করেন তাহার উত্তর এই যে যদবধি বঙ্গদেশ ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের অধিকার হইয়াছে তদবধি পূর্ব্ব রীতি নীতির অনেকেরি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এইক্ষণেও অনায়াসে করিতে পারেন এবং যে২ বিষয়সকল পারস্য ভাষায় সম্পন্ন হইতেছে তাহা বাঙ্গলা ভাষাতেও অতিউত্তমরূপে হইতে পারে কেননা ছোট আদালত অর্থাৎ কোর্ট অফ রিকোএষ্ট ইহাতে বিচারাদি হইয়া লিখিত পঠিত সকলি বাঙ্গলায় হইতেছে এবং প্রয়োজন মতে তাহা ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ হইয়া থাকে তাহাতে কর্ম্মের কিছুই অপ্রতুল অদ্যাবধি হয় নাই এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে পারস্য রহিত হইয়া দেশাধিপতির কি ক্ষতি হইয়াছে এবং তদ্দেশীয় প্রজাদিগেরই বা কি অসন্তোষ হইয়াছে বরং পারস্যের কাঠিন্যানুষ্ঠান নিবৃত্ত হইয়া প্রচলিত ভাষান্তরে তৎকর্ম্মাদি নিষ্পত্তি হইবাতে প্রজাদির স্ব২ আদেশাদির যথার্থ বিচারদ্বারা মনের সম্যক্‌সন্তোষ হইতেছে এবং দেশাধিপতিও তজ্জন্য অসীম মহিমাপ্রকাশে অগণ্য ধন্যবাদে পরমেশ্বরের নিকট ধর্ম্মরাজস্বরূপ গণ্য হইতেছেন। অতএব যদ্যপি সর চার্লস মেটকাফ একটিং গবর্ণর জেনরল বাহাদুর এ বঙ্গদেশস্থ অনাথ প্রজাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া দুর্গম পারস্য এককালে রহিত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সুগম বাঙ্গলা প্রচলিত করেন তবে প্রজাদিগের পরমোপকার হয় কেননা বাঙ্গালির বাঙ্গলা ভাষায় বিলক্ষণ প্রীতি জন্মিবেক।

এ বিষয়ে কেবল আমার স্বীয় স্বার্থ নহে বরং সমুদয় বাঙ্গালিদিগেরও বটে বিশেষতঃ হিন্দুদিগের কেননা তাঁহারদিগের নিজ ভাষা সমুদয় বিষয়ে প্রচলিত হইলে হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্যক্‌প্রকারে হইতে পারিবেক অতএব বোধ করি যে হিন্দুমাত্রেই ইহাতে প্রতিবাদি হইবেন না। এইক্ষণে মহোপকারক শ্রীযুত সর চার্লস থিয়োফিলস মেটকাফ একটিং গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর যাঁহার নিমিত্তে মহামান্য পরম খ্যাত্যাপন্ন শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর এই অবশিষ্ট সুখ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন ইহা প্রচলিতকরণে মহামহা সুখ্যাতি ও পুণ্য গ্রহণ করেন যদ্দ্বারা প্রজারা সুখসিন্ধুর হিল্ললে পারস্যীয় জলাতনহইতে স্নিগ্ধ হইয়া দেশাধিপতির শ্রীবৃদ্ধির প্রার্থনায় কালযাপন করে এবং তদনুযায়ি শ্রীযুত আনরবল উলিয়ম ব্লোণ্ট আগ্রার গবর্নর্‌ বাহাদুর আপন পদাভিশিক্তে শ্লাঘ্য বোধ করিয়া ইহাতে মনযোগি হইয়া তিনিও এ বিষয় গ্রহণ করিয়া আপন অধিকার অর্থাৎ হিন্দুস্থানপ্রদেশে কঠিন পারস্যের পরিবর্ত্তে উর্দ্দু ভাষা যাহা হিন্দুস্থান সমাজে অতিসুচলিত আছে তাহা প্রচলিত করিয়া দেশের মঙ্গলসূচক রীতি নীতি প্রবর্ত্তের দ্বারা মহামহা সুখ্যাতি গ্রহণ করেন ইহার বিশেষ আর কি লিখিব যে প্রকার বঙ্গদেশে বাঙ্গলা ভাষা চলিত হইলে সুলভ হয় যাহার বৃত্তান্ত উপরে লিখিলাম হিন্দুস্থানে উর্দ্দু যাহা দেশ ভাষা ইহা চলিত করিলে দেশাধিপতির ও প্রজাদিগের পরম সন্তোষের কারণ হইবেক কিমধিকং নিবেদন মিতি। ২৪ আপ্রিল সন ১৮৩৫ সাল। সর্ব্বজন মনরঞ্জনকরণকারণ কস্যচিৎ কলিকাতানিবাসিনঃ।

(২২ জুলাই ১৮৩৭। ৮ শ্রাবণ ১২৪৪)

পারস্য ভাষা উঠাইয়া দেওন।—আমরা এইক্ষণে পরমাহ্লাদপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছি যে রেবিনিউ কার্য্য নির্ব্বাহার্থে পারস্য ভাষা উঠাইয়া দেওনের এবং তৎপরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা চলনহওনের যে প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্নর্‌ সাহেব সম্পূর্ণরূপে সম্মত হইয়াছেন। শ্রীলশ্রীযুক্তের ইচ্ছা আছে যে ইউরোপীয় কর্ম্মকারক সাহেবেরা পরস্পর লিখন পঠন করিতে হইলে কেবল তাহাতেই ইঙ্গরেজী ভাষার ব্যবহার করেন এবং যে সরকারী কার্য্যে প্রজা লোকের ক্ষতি বৃদ্ধি লিপ্ত সেই কার্য্য কেবল তাহারদের ভাষাতেই নির্ব্বাহ হয় এবং শ্রীলশ্রীযুক্ত আরো এই বিবেচনা করিয়াছেন যে তাবদ্দেশীয় কার্য্য দেশীয় ভাষাতেই নির্ব্বাহ করা নিতান্ত মঙ্গলের বিষয় অতএব তাহা যথাসাধ্য শীঘ্র সর্ব্বত্র সম্পন্ন হওয়াই পরম মঙ্গল। ইহাতে আমারদের বোধ হয় যে এতদ্রূপ ভাষা পরিবর্ত্তন অতিশীঘ্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মধ্যেও হইবে। অতএব বৎসর কএকের মধ্যেই দেশের মধ্যে পারস্যের আর প্রসঙ্গও থাকিবে না। এতদ্বিষয়ক লিপ্যাদি সকল নীচে প্রকাশ করা গেল।

অমুক এলাকার শ্রীযুত রেবিনিউ কমিশ্যনর সাহেব বরাবরেষু।

গত ৩০ মে তারিখে আপনকার নিকটে রেবিনিউ কার্য্যে পারস্য ভাষার উত্থান বিষয়ে যে সাধারণ পত্র লিখিয়াছিলাম তদনুসারে আপনাকে বিজ্ঞাপন ও রীতিপ্রদর্শনার্থ গত মাসের ৩০ তারিখে রেবিনিউ ডিপার্টমেন্টের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরীর পত্রের এক নকল আপনকার নিকটে প্রেরণ করিতেছি।

২। তদ্দ্বারা আপনি জ্ঞাত হইবেন যে বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের ইচ্ছা আছে যে ইউরোপীয় কর্ম্মকারক সাহেবেরা পরস্পর সরকারী কার্য্যবিষয়ে যে সকল লিপ্যাদি লেখেন অর্থাৎ যে পত্রাদি প্রজা লোকের বিশেষ বিজ্ঞাপনার্থ লেখা যায় না কেবল সেই সকল পত্র পারস্য ভাষায় না লিখিয়া ইঙ্গরেজীতে লিখিতে হইবে। এবং অন্যান্য তাবৎকার্য্যে দেশীয় ভাষায় লিখন পঠন চলিবে।

৩। অতএব আপনকার এলাকার তাবৎ দপ্তরে এই ভাষার পরিবর্ত্তন কিপর্য্যন্ত হইতেছে তাহা সমাপন না হওনপর্য্যন্ত মধ্যে২ আমারদিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন। তাহা হইলে শ্রীলশ্রীযুত মাঙ্গলস সাহেবের পত্রের ১০ প্রকরণানুসারে আমরা তদ্বিষয়ে গবর্নর্ সাহেবকে রিপোর্ট দিতে পারি।

৪। আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন যে দেশীয় প্রত্যেক জিলায় কোন আমলা দেশীয় ভাষায় সুবিজ্ঞ না হইলে তাঁহাকে কর্ম্মযোগ্য বোধ করা যাইবে না এবং পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদের গুণ ও যোগ্যতার বিষয় যখন ঠিক সমান হইবে তখন তাঁহারদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপ ইঙ্গরেজী জানেন তিনি কর্ম্ম পাইতে পারিবেন।

৫। রেবিনিউসংপর্কীয় কার্য্যে এইক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যাঁহারা দেশীয় ভাষায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না তাঁহারা যথাসাধ্য শীঘ্র দেশীয় ভাষা অভ্যাস করিবেন।

সদর বোর্ড রেবিনিউ — সি ই ত্রিবিলিয়ন
ফোর্ট উইলিয়ম ১১ জুলাই। — উপরি সেক্রেটরী।

(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫)

পারস্যভাষা।—বঙ্গভাষার পক্ষে আমরা অনেক পত্র প্রকাশ করিয়াছি অতএব এইক্ষণে পক্ষান্তরে প্রাপ্ত একপত্র দর্পণে প্রকাশ করা আমারদের উচিত হয়। যদ্যপি পত্রপ্রেরক মহাশয় পারস্য ভাষার পক্ষে অনেক প্রকার বক্তৃতা করিয়াছেন বটে তথাপি ঐ ভাষা রহিত করণেতে গবর্ণমেন্টের যেমন বুদ্ধি তদনুরূপ হিতৈষিতাও বোধ হয় দেশীয় লোকেরা আদালতের মধ্যে আপনারদের যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন পারস্য ভাষার ব্যবহার হওয়াতে তাহা যে কিরূপ চলিতেছে বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিতেন না। এই কথায়

সত্যতা বিষয়ে কেহই অপহ্নব করিতে পারিবেন না। যে আমলারা চিরকালাবধি পারস্য ভাষার ব্যবহার করিতেছেন তাঁহারা অনায়াসে বঙ্গভাষাতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না বটে ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহারদের এই অপটুতা বিষয় এইক্ষণে দিন২ ক্ষীণ হইতেছে এবং উর্দ্ধ সংখ্যায় দশবৎসরের মধ্যে আদালতের তাবৎ আমলারা যে রূপ পারস্য ভাষার ব্যবহার করিতেছিলেন তদ্রূপই বঙ্গভাষাতে ব্যবহার করিতে পারিবেন। গত ছয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ যদবধি বঙ্গভাষা প্রচলিত করণার্থ হুকুম জারী হইয়াছে তদবধি এতদ্দেশীয় লোকেরা বঙ্গভাষা শিক্ষাকরণার্থ এবং তাহা উত্তম করণার্থ মহোদ্যোগ করিতেছেন। অল্প কালের মধ্যেই বঙ্গভাষীয় ব্যাকরণ ও কোষ মুদ্রিত হইবে এবং ঐ ভাষার পারিপাট্য করণার্থ এইক্ষণে দুই সমাজ অর্থাৎ এক কলিকাতা নগরে দ্বিতীয় ঢাকা নগরে স্থাপিত হইয়াছে। অপর পত্রপ্রেরক মহাশয় এই আপত্তি করেন যে অনেক পারস্য কথা বঙ্গভাষার মধ্যে অদ্যাপি গবর্ণমেণ্ট থাকিতে দিতেছেন কিন্তু এই আপত্তি তাদৃশ কঠিন নহে যেহেতুক ঐ সকল কথা বঙ্গদেশের মধ্যে এত কালাবধি চলিত আছে যে তাহা বঙ্গ ভাষার ন্যায়ই জ্ঞান করিতে হয়। এবং আমারদের বোধ হয় যত কাল বঙ্গ ভাষার ব্যবহার থাকিবে তত কালই ঐ সকল ভাষা আদালতের কার্য্যে ব্যবহার হইবে। যেমন অনেক ইঙ্গরেজী কথা যথা জজ ম্যাজিস্ট্রেট কালেকটর কমিস্যনর আপীল ডিক্রী ডিসমিস রসীদ ইত্যাদি প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহা নিত্য নিরন্তরই ব্যবহার হইবে। বিদেশীয় ভাষার ব্যবহার বিষয়ে লেখ্য যে তাহার মধ্যে যে সকল কথা সাধারণ লোকেরা সংস্কৃতমূলক কথাঅপেক্ষা উত্তমরূপে শীঘ্র বুঝিতে পারেন সেই সকল কথা বিদেশীয় হইলেও পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত অনুচিত যথা জজের পরিবর্ত্তে প্রাড্‌বিবাক লিখিলে কে বুঝিতে পারিবে এবং যে সকল পারস্য ও ইঙ্গরেজী কথা বঙ্গদেশীয় কথার অন্তঃপাতি হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তনও এতদ্রূপ বোধ করিতে হইবে।

(২৭ অক্টোবর ১৮৩৮ । ১২ কার্ত্তিক ১২৪৫)

…এতদ্দেশস্থ যে সকল শিক্ষকগণ বাঙ্গালা বিষয়ে উৎসাহী আছেন তাঁহারা এতচ্ছ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন যে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্টে বাঙ্গলা বিষয়ে যে সাহায্য করিয়াছেন তদ্বিষয়ের প্রাচুর্য্যার্থ একেডিমিক কমিটির অধ্যক্ষেরা ঐ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও হিন্দি স্থাপন করণার্থ মনঃস্থ করিয়াছেন এতকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা শিক্ষা বিষয়ে বালক গণ পিতাপ্রভৃতির অধীনে থাকিয়া তাহারদিগের কথানুসারে চলিতেন কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বদা সকল কার্য্যই বাঙ্গলার দ্বারা চলিবে অতএব সুতরাং বাঙ্গলা অভ্যাসের আবশ্যকতা আমরা ভরসা করি যে ফিরিঙ্গি ও এতদ্দেশীয়দিগের কথোপকথনের বৈপরীত্যে মিলন হইত কিন্তু এক্ষণে এতদ্দেশীয় ভাষার প্রাচুর্য্যহেতু বিপরীত নিবৃত্তি পূর্ব্বক উভয় জাতীয়ে কথোপকথনে মিলন হইবে এতদ্বিষয়ে

আমরা বিলক্ষণ কহিতে পারি যে হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গলা বিষয়ে শৈশবাবস্থায় আছেন অথচ বাঙ্গালার মধ্যে হিন্দু কালেজের প্রধান বিদ্যালয় অতএব হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ এই অপ্রশংসনীয় যে ঐ বিদ্যালয়স্থ এতদ্দেশীয় ছাত্রগণ বাঙ্গালা শিক্ষা না করিয়া ভাষান্তর শিক্ষা করেন বিশেষতঃ এক্ষণে বাঙ্গালি প্রতি যে সকল গুরুতর কার্য্যে ভারার্পণ হইতেছে সেসকল কার্য্য হিন্দুকালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গলায় মূর্খতা প্রযুক্ত নিযুক্ত হওনের যোগ্য হইবেন না অতএব আমরা অনুমান করি যে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষগণ একেডিমীক বিদ্যালয়ের [পেরেণ্টাল একাডেমিক ইন্‌সটিটিউশন্] অধ্যক্ষদিগের রীত্যনুসারে বাঙ্গলা বিষয়ে মনোযোগ করিবেন এবং এতদ্দেশীয় দিগের লভ্যের সম্ভাবনার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ভাষা-সংস্থাপন করিবেন। [জ্ঞানান্বেষণ]

(১৩ এপ্রিল ১৮৩৯। ১লা বৈশাখ ১২৪৬)

সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ দেশীয়ভাষা ব্যবহার।—সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করণ বিষয়ক বঙ্গদেশস্থ গবর্ণমেণ্টের এক বিজ্ঞাপন দর্পণৈক স্থানে অর্পণ করা গেল। ইহা অপেক্ষা গুরুতর পাঠক মহাশয়েরদের মঙ্গলা মঙ্গল ঘটিত কোন বিবরণ আমরা প্রায় প্রকাশ করি নাই। এই বিষয় পরীক্ষা লওনাই পারস্য ভাষা রহিত ও দেশীয় ভাষা স্থাপন নিমিত্ত গত বৎসরে প্রথমে বঙ্গদেশীয় ডেপুটি গবরনর শ্রীযুক্ত রস এক হুকুম প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎ সময়ে তিনি এই আজ্ঞা করেন যে ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ ১৮৩৯ সালের জানুআরি মাসের ১ তারিখে উক্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করণেতে কি পর্য্যন্ত সাফল্য হয় তদ্বিষয়ক রিপোর্ট করা যায়। অতএব এই রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে এই বিজ্ঞাপন বঙ্গদেশীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টে কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গতবৎসরের পরীক্ষা এমত সফলা হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় আর কিছু সন্দেহ না করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে আদালতের তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে লোকেরা আপনারদের মাভাষা ব্যবহার করিতে পাইবে ইহাতে এতদ্দেশীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি প্রত্যেক ব্যক্তি নিতান্ত আহ্লাদিত হইবেন।

যেং জিলাতে বঙ্গ ভাষা অধিক চলে সেই সকল জিলায় ঐ ভাষা ও অক্ষর এই অধিক বরাবর চলিত হইবেক। অপর বঙ্গ রাজধানীর উত্তর পশ্চিম জিলা সকলে পারস্য অক্ষরে উর্দ্দু ভাষাতে ব্যবহার হইবেক কিন্তু নাগরী অক্ষর প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি জ্ঞাত থাকাতে গবর্ণমেণ্টের মানস আছে যে পারস্য অক্ষরের পরিবর্ত্তে ক্রমশ নাগরী অক্ষর ব্যবহার করা যাইবে। সদর দেওয়ানী আদালতে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থানীয় ভাষার ব্যবহার হইবে। ইহা বিবেচনা সিদ্ধও বটে যেহেতুক উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও বঙ্গদেশ উভয় স্থান হইতে আপীলী মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী

আদালতে বিচারিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রদেশে হিন্দু স্থানীয় ভাষা দেশীয় ভাষা বটে বঙ্গ ভাষা সেই প্রদেশের ব্যক্তিমাত্র জ্ঞাত নহে কিন্তু বঙ্গ দেশীয় লোকেরদের বঙ্গ ভাষা নিজ ভাষা হইলেও তাঁহারা প্রায় হিন্দু স্থানীয় ভাষা জানেন কহিতেও পারেন।

যে সময় অর্থাৎ ৬০০ বৎসরাবধি যবনেরা এতদ্দেশ অধিকার করেন লোকেরদের প্রতি এই অন্যায় হইতেছে যে তাহারদের অজ্ঞাত ভাষা দ্বারা কর গ্রহণ বিচারাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছিল। তন্নিমিত্তে আদালতের আমলারা স্বেচ্ছামতে লোকেরদের কর্ম্ম নির্ব্বাহে ভ্রান্তি জন্মাইয়া অশেষ অপকার করিতেছিলেন। অতএব উৎকোচ গ্রহণাদি নানা প্রকার অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এইক্ষণে ঐ সকল ক্লেশ হইতে লোকেরা মুক্ত হইলেন অতএব ভরসা করি তাঁহারা এইক্ষণে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া জ্ঞান পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সুনিয়মের ফল ভোগ করিতে পারিবেন।

সমাজ

নৈতিক অবস্থা

(৬ নবেম্বর ১৮৩০। ২২ কার্ত্তিক ১২৩৭)

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু। আমি বিদেশী মনুষ্য এই শহরে বিষয় কর্ম্ম করি শুনিলাম হিন্দুকালেজনামক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচর্চ্চা ছেলে পড়াইলেই বড় বিদ্বান হয় আর বড়২ সাহেবেরা আসিয়া তাহার পরীক্ষা লয়েন কৃতবিদ্যা হইলে পরে রাজসরকারে বড় কর্ম্ম হইতে পারে ইহাতে লোভাক্রুষ্ট হইয়া অতি ক্লেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া আপন বালককে দেশহইতে আনিয়া ঐ কালেজে নিযুক্ত করিলাম তাহাতে যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ লিখি আপনি দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্ম প্রতিপালনচেষ্টক যদি এই লিপি প্রকাশ করেন তবে ইহাতে আমার যেপর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে সেই আর কিছু নাই কিন্তু আমার মত লোভাক্রুষ্ট অনেক ছেলের পরিবারের উপকার হইতে পারে।

আপন বিষয়ানুসারে পুত্রকে উত্তম পোষাক দিলাম প্রতি দিন প্রাতে আহার করাইয়া পাঠশালায় পাঠাই সন্তানটি শান্ত ও বশীভূত ছিল চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি নির্দ্ধন মনুষ্য পুত্রটি ঘরের কর্ম্ম কখন২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে দেশের রীত্যনুসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্নান বিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান জাতীয় বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই Nonsence কহে ইত্যাদি ব্যবহারদৃষ্টে মনেং ভাবিলাম যে পুত্রের পুত্রত্ব হইবার লক্ষণ বটে ভাল বিদ্যাবিষয়ে কি হইয়াছে জানিব এজন্যে পাঠশালার অন্য পড়ুয়ার এবং মাষ্টরের নিকট জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম যে ছেলে ইঙ্গরেজী অঙ্ক গণিত শাস্ত্র ক্ষেত্রপরিমাণবিদ্যা বিলাতের পুরাতন রাজারদিগের উপাখ্যান ভূগোল খগোল ইতিহাসইত্যাদি পড়ে সপ্তাহে তিন দিন লেক্চর শুণেন অর্থাৎ আগুণকে জল করে জলকে বাতাস করে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ দেখায় পাঠান্তে কোন দিন ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্ঞান শাস্ত্র পড়ে আর বার রাত্রিতে সভা করিয়া বিচার করে চড়২ করিয়া টানাকলমে ইঙ্গরেজী লেখে মধ্যে২ তরজমাও করে ইহাতে বলি ভাল ছেলেটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্তু অনেক শাস্ত্র জানিতেছে পরে লেখার তজবীজ করিলাম অতি কদক্ষর লেখে এবং অধিক লিখিতে পারে না যে তরজমা করে তাহার বাঙ্গলা বুঝা যায় না পাঁচটা অঙ্ক ঠিক দিতে পারে না কসামাজা জানে না নিমন্ত্রণপত্র কিম্বা বাজারের চিঠিখানা লিখিতে অক্ষম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করে Nonsence ইত্যাদি অর্থাৎ লিখন কার্য্য Drudgery নীচ লোকের কর্ম্ম সুন্দর অক্ষর লেখা Painting অর্থাৎ চিত্রকরা তাহাতে আবশ্যক নাই পণ্ডিত হইলে কদর্য্যঅক্ষরই লেখে

অপর কহে হিসাবকরা নীচবৃত্তি এই প্রকার নানা বিষয়ে অভিমানী হইল পুত্রটি স্বজাতীয় স্বদেশীয় লোকের সভায় যাইতে চাহে না এ সকলহইতে দূরে থাকিতে নিয়ত চেষ্টা করে আমার নিকটে আসিয়া বসিতে চাহে না কারণ আমি ইঙ্গরেজী ভাল জানি না কিন্তু মূর্খ নহি যাহা জানি তদ্দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া কালযাপন করিতেছি সে যাহা হউক সংপ্রতি ঐ সন্তানকে দেশানুসারে পোষাক দিলে কহে আমি জগঝম্পওয়ালা বা কীর্ত্তনের গাইল নহি যে এমত পোষাক পরিব বলে আমি মোজা ওয়াকিংশুজ ও ইজারআদি চাহি তাহা কোথায় পাইবে সুতরাং এজন্য কোথাও যায় না মনে করিলাম ছেলেটির বিদ্যাতে বিদ্যার মত হইল ভাল অন্যং বালকের কি রীতি ইহা জানা উচিত পরে দেখিলাম আমার বাচ্চার রীতি অন্যহইতে নূতন নহে উপর উক্ত লক্ষণ সকলি আছে অধিকন্তু যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চোর ও ডাকাইত গরু বলে পিতা পিতৃব্যদিগকে নির্ব্বোধ কহে মিথ্যার সেবা যথেষ্ট করে কিন্তু বাহ্যে সত্যবাদির ন্যায় ইহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্ব্বাক কেহ এক আত্মবাদী কেহ বা দ্বৈত্যবাদী নিশ্চিত আচার ব্যবহার দ্বেষী যাহা ভাল বোধ হয় সেই গ্রাহ্য ইঙ্গরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি বিষয় কর্ম্ম আর অন্য প্রকরণে স্থস্তি এবং অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী কিন্তু যখন হাটে ইঙ্গরেজদের মত মসং করিয়া দ্রুত চলে স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়ে দ্বেষ করে ইহারদিগের বাঙ্গলা কথার ধারা একপ্রকার অর্থাৎ ইঙ্গরেজীর মত তরজমা পরন্তু রুসদেশে কোন স্থানে কোন নদীপর্ব্বতাদি আছে তাহা জানে ও বলিতে পারে কিন্তু স্বদেশীয় বৃত্তান্ত কিছুই জানে না বর্দ্ধমান কলিকাতার কোন্‌দিকে শোণ নদী ও রাজমহলের পর্ব্বত কোথা তাহা জানে না স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ এবং প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্য্য এবং অনেক বিষয়ে বিপরীত ইহারা স্থানেং সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজে যাওয়া রহিতকরণের চেষ্টা করিলাম কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে না পরে মাসিক বন্দ করিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়া যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি যদি আবশ্যক হয় পশ্চাৎ লিখিয়া জানাইব কিন্তু কালেজের বিদ্যা ও তদ্দ্বারা উপকার সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিষয় যাহা লিখিলাম তোমার চন্দ্রিকাদ্বারা প্রশংসা-কারিদিগকে জিজ্ঞাসা করি অনুসন্ধান করিবেন এ সকল সত্য কি নহে যদি প্রমাণ হয় তবে অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এ সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন কি না এই প্রকার বিদ্যাভ্যাসে যে ফলোৎপন্ন হইতেছে তাহা বিবেচনা করেন কিনা আর তাঁহারা কি আশাতে এরূপ বিদ্যা দান করিতেছেন ইহার শেষ কি হইবেক তাহা মনে ভাবেন কি না হিন্দু পাঠশালা হিন্দু বিষয় এক কালে দূরীকরণপূর্ব্বক শুদ্ধ ভিন্নদেশীয় উদাসীন শাস্ত্র এমত পাঠ করাইলেই ভাবি যে অনুপকারের সম্ভাবনা তাহা বিবেচনা করেন কি না যদি উহার উত্তর প্রকাশ করেন তবে অনেকের বহু উপকার জানিবেন অলমতি বিস্তরেণ। হিন্দুকালেজচ্ছাত্রস্য পিতুঃ।—সং চং।